প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

নাগরিক আপিল/আসল/অন্তর্নিহিত এখতিয়ার

নাগরিক আবেদন নং 5808 এর 2017

সেক. মোঃ রফিক

..... আপিলকারি

বনাম

পরিচালনা কমিটি,

কনটাই রহমানিয়া উচ্চ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য

..... প্রতিবাদী

সঙ্গে

সিএ নং 6098/2017

CONMT. PET. (C) No. 670/2017 এসএলপি (সি) নং 6661/2016 এ

CONMT. PET. (সি) নং 669/2017 এসএলপি (সি) নং 6661/2016 এ

CONMT. PET. (C) No. 828/2017 এসএলপি (সি) নং 6661/2016 এ

সিএ নং 5809/2017

সিএ নং 5826/2017

সিএ নং 5817/2017

সিএ নং 5814/2017

CONMT. PET. (সি) নং 583/2016 এসএলপি (সি) নং 6661/2016 এ

সিএ নং 5829/2017

ডব্লিউপি (সি) নং 723/2016

CONMT. PET. (সি) নং 846/2016 এসএলপি (সি) নং 6661/2016 এ

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 1509/2017

ডাব্লুপি (সি) নং 629/2017

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 1798/2017

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 937/2018

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 938/2018

CONMT. PET. (C) CA No. 5808/2017 এ No. 1219/2018

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 1274/2018

CONMT. PET. (সি) সিএ নং 5808/2017 এ নং 1669/2018

CONMT. PET. (C) CA No. 5808/2017 এ No. 1921-1922/2018

বিচার

উদয় উমেশ ললিত, জে।

1. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ A.S.T খারিজ করে 09.12.2015 তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে এই আপিলগুলি উদ্ভূত হয়। 2014 এর নং 192[1] এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয় এবং এর ফলে হাইকোর্টের একক বিচারকের সিদ্ধান্ত 12.03.2014 তারিখে 2013 সালের রিট পিটিশন নং 20650 (ডব্লিউ) তে গৃহীত হয়েছে যার ফলস্বরূপ ধারা 8, 10, 11 এবং পাওয়া গেছে ওয়েস্ট

[1] The High Court of Judicature at Calcutta

বেঙ্গল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, 2008 ("কমিশন অ্যাক্ট, সংক্ষেপে) এর 12টি এক্তিয়ারের বহির্ভূত হতে হবে।

2. উল্লিখিত রিট পিটিশন নং 20650(W) 2013 সালের কনতাই রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা দাখিল করা হয়েছিল কমিশন আইনের 8, 10, 11 এবং 12 ধারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে, দাখিল করা, অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে কমিশন আইনের বিধান, একটি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া, যা একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত ছিল, কমিশন আইনের ধারা 4 এর অধীনে নিযুক্ত কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল; এবং কমিশনকে কমিশন আইনের বিধানের অধীনে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যা একটি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।কমিশন আইনের বিধানগুলি একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষক নির্বাচনের অধিকার লঙঘন করেছে বলে দাখিল করা হয়েছিল।হাইকোর্টের একক বিচারক দাখিলটি গ্রহণ করেন এবং রিট পিটিশনের অনুমতি দেওয়া হয়।ক্ষুব্ধ হয়ে, এখানের আপিলকারীসহ কিছু প্রার্থী, যাদের নাম কমিশন দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছিল, তারা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের কাছে 2014 সালের এএসটি নং 192 বলে আপিল করেছিলেন।2014 সালের সিএএন নং 3078 পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারি দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং একক বিচারকের একই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 2014 সালের এমএটি নং 473 পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।একক বিচারকের গৃহীত

দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা নিশ্চিত করে ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক সমস্ত আপিল খারিজ করা হয়েছিল।

৩. একক বিচারক এবং বিভাগ বেঞ্চের সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান আপিলের সেটগুলিকে জন্ম দিয়েছে যেখানে হস্তক্ষেপের আবেদনের সংখ্যাও দায়ের করা হয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ বিধান

৪. পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ১৯৯৪ কার্যকর করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা ঘটনামূলক বিষয়গুলির জন্য সরবরাহ করার জন্য।'মাদ্রাসা', 'মাদ্রাসা শিক্ষা', 'ম্যানেজিং কমিটি' এবং 'সিনিয়র মাদ্রাসা' এর অভিব্যক্তিগুলি ধারা 2 (চ), (ছ), (জ) এবং (পি) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ -

> "2(চ) "মাদ্রাসা" শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; মানে মাদ্রাসায় একটি শিক্ষামূলক নির্দেশনা
>
> (ছ) "মাদ্রাসা শিক্ষা" অর্থ এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে আরবি, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এতে অন্তর্ভুক্ত
>
> (i) উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যা আরবি ভাষা এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কভার করার পাশাপাশি, একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সহ সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। বা কোন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা, এবং রাজ্য সরকার,

বোর্ডের সাথে পরামর্শ করে, নির্দিষ্ট করতে পারে এমন অন্যান্য ধরণের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে;

(ii) সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যা আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আইনশাস্ত্র এবং কিছু সাধারণ শিক্ষার জন্য যোগ্য ছাত্রদের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী বা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা

একটি সরকার বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ ;

(জ) একটি প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত "ব্যবস্থাপনা কমিটি" বলতে আপাতত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অর্পিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংস্থাকে বোঝায়;

.....

(p) "সিনিয়র মাদ্রাসা" মানে এমন একটি মাদ্রাসা যেখানে সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়।"

4. 1 আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠা ও গঠনের বিষয়ে আলোচনা করে এবং ধারা 18 বিভিন্ন কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করে।অধ্যায় 19 তারপর কমিটিগুলির কার্যাবলি নিয়ে নিম্নরূপ:-

“19. কমিটির কার্যাবলী।-(1) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দেওয়া স্বীকৃতি কমিটির দায়িত্ব হবে।

(২) পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দেওয়া সিলেবাস কমিটির দায়িত্ব হবে, পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হবে এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করা বই এবং বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষার জন্য।

(3) বোর্ডকে পরামর্শ দেওয়া পরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব হবে -

(a) বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য পেপার সেটার, মডারেটর, ট্যাব্যুলেটর, পরীক্ষক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় এবং তাদের দেওয়া পারিশ্রমিকের হার;

(b) এই ধরনের পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের যে ফি প্রদান করতে হবে; এবং

(গ) বোর্ড কর্তৃক পরামর্শের জন্য এ জাতীয় পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অন্য যে কোনও বিষয়

(4) বোর্ডের বাজেট প্রণয়ন করা এবং বোর্ডকে পরামর্শের জন্য বোর্ড কর্তৃক রেফার করা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া অর্থ কমিটির দায়িত্ব হবে।

(5) (ক) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সদস্যদের সমস্ত আপিল আপিল কমিটি শুনানি ও সিদ্ধান্ত নেবে।

(b) ধারা (a) এর অধীন আপীল কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং কোন মামলা বা কার্যধারা কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে থাকবে না এমন কোন বিষয়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে বা হতে পারে, বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আপিল কমিটি।

(গ) ধারা 18 এর উপ-ধারা (1) এর ধারা (চ) এর অধীনে গঠিত অন্য যে কোনও কমিটি বা কমিটিগুলির বোর্ড কর্তৃক

এইরূপ কমিটি বা কমিটিগুলিকে প্রদত্ত বা আরোপিত হতে পারে এমন ক্ষমতা বা কার্যাদি থাকবে। '

4. 2 ধারা 20 বোর্ডের নিম্নরূপ কার্যাদি নিয়ে কাজ করেঃ -

20. বোর্ডের কার্যাদি।- (1) বোর্ডের দায়িত্ব হবে রাজ্য সরকারকে নির্দেশিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

(2) রাজ্য সরকারের কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, এই আইনের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত কোনো বিধি সাপেক্ষে, বোর্ডের সাধারণভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নির্দেশ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকবে এবং বিশেষ করে, ক্ষমতা-

(ক) মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি প্রদান বা প্রত্যাখ্যান করা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান অনুসারে স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশগুলি বিবেচনা করার পরে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় মনে করলে এই জাতীয় স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা:

(b) স্বীকৃত মাদ্রাসার একটি রেজিস্টার বজায় রাখা;

(c) সিলেবাস কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে প্রবিধান দ্বারা প্রদান করা, যদি থাকে, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রম, কোর্স বা অধ্যয়ন এবং বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষার জন্য স্বীকৃত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করা হবে এমন বই;

(d) প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে স্বীকৃত মাদ্রাসায় ব্যবহারের জন্য পাঠ্য-পুস্তক এবং অন্যান্য বই প্রস্তুত, প্রকাশ বা বিক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া;

(e) স্বীকৃত মাদ্রাসার ছুটির তালিকা, স্বীকৃত মাদ্রাসায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত বইয়ের তালিকা এবং বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষার জন্য তালিকা বজায় রাখা এবং প্রকাশ করা এবং অনুরূপ যেকোন তালিকা থেকে অনুরূপ বইয়ের নাম বাদ দেওয়া;

(ee) সময়ে সময়ে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, মুদ্রণ এবং জারি করা যা উপযুক্ত মনে করতে পারে;

(চ) বিভিন্ন মাদ্রাসা পরীক্ষা এবং এই জাতীয় অন্যান্য অনুরূপ পরীক্ষাগুলি যা উপযুক্ত মনে করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করা;

(g) বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা শর্তাদি নির্ধারণ করা;

(জ) পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করার পরে প্রবিধান দ্বারা সরবরাহ করা, যদি থাকে তবে '<unk> কাগজ-সেটর, মডারেটর, ট্যাবুলেটর, পরীক্ষকগণকে পারিশ্রমিকের হার প্রদান করতে হবে' <unk>।পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষার সাথে নিযুক্ত অন্যান্যরা, এবং, রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে এই জাতীয় পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের যে ফি প্রদান করতে হবে ;

(i) বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের অনুমতি প্রদান বা প্রত্যাখ্যান করা এবং এই

উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান অনুসারে উপযুক্ত মনে করলে এই অনুমতি প্রত্যাহার করা;

(ঞ) স্বীকৃত মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আপিল পূরণ ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা প্রদান করা;

(ট) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তহবিল পরিচালনা করা;

(l) নির্ধারিত প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;

(m) কর্মীদের সদস্যদের আচরণ, শৃঙ্খলা এবং আপীল সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন করা;

(mm) বোর্ডের অধীনে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;

(mmm) সিনিয়র মাদ্রাসার প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা এবং পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রবিধান তৈরি করা;

(n) রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

(3) উপ-ধারা (2) এর বিধান সাপেক্ষে।এই আইনের অধীনে তার ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগের জন্য বোর্ডের কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে এই আইনের অধীনে বোর্ড কর্তৃক তার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে কোনও সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণ

বা যে কোনও আদেশ গৃহীত হয়েছে তা কেবল এই উপ-ধারার অধীনে কোনও বিধিবিধান করা হয়নি বলে অবৈধ হবে না।

(4) কোন প্রবিধান বৈধ হবে না যদি না এটি রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং রাজ্য সরকার, এই ধরনের অনুমোদন অনুসারে, এই ধরনের সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিবর্তন করতে পারে যেটি উপযুক্ত মনে করা হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের কোনো সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিবর্তন করার আগে, রাজ্য সরকার বোর্ডকে সেই সময়ের মধ্যে তার মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবে, এক মাসের বেশি নয়, যা রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

(5) রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত প্রবিধানগুলি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবে।

5. পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন আইন, 1996 পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য তাদের সজ্জিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অতিরিক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তাগুলি অধ্যয়ন এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং জাতীয় সংহতি প্রচার করা।ধারা 3 পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত এবং ধারা 4 এর উপধারা (1) এবং (3) নিম্নরূপ:-

"৪. **কমিশনের কার্যাদি-(১) কমিশন নিম্নলিখিত কার্যাদি** সম্পাদন করবেঃ -

(a) পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং নীতিগুলির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবংরাজ্য সরকারের কর্মসূচি

(b) সংবিধানে প্রদত্ত সুরক্ষা এবং সংসদ বা রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনগুলির কাজ পর্যবেক্ষণ করা;

(c) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সুরক্ষার কার্যকর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা;

(d) সংখ্যালঘুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সুরক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এই জাতীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা;

(e) ধর্মীয়, ভাষাগত এবং জাতিগত গোষ্ঠীগুলিকে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করা, যদি এই গোষ্ঠীগুলি কোনও সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ সুবিধা বা মর্যাদা ভোগ না করে;

(f) সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা এবং তাদের অপসারণের জন্য ব্যবস্থার সুপারিশ করা; (g) সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করা;

(h) এই ধারার অধীনে কমিশনের যেকোন কার্যের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করুন।

(3) কমিশনের পরামর্শ এবং বিশেষত, সংখ্যালঘুদের কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া বা বর্জন বা কমিশনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের কোনো মঙ্গল লঙঘনের বিষয়ে কমিশনের অনুসন্ধানগুলি সাধারণত রাজ্য সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। "

6. পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, 1997 ("সংক্ষেপে 1997 আইন") রাজ্যে আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং একটি কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠনের জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য প্রণীত হয়েছিল।বিভাগ 2 (n) এবং (p) এ 'স্কুল' এবং 'শিক্ষক' এর সংজ্ঞাগুলি নিম্নরূপঃ -

"(ন)" স্কুল " এর অর্থ একটি স্বীকৃত বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত -

(i) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বা এই জাতীয় স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশনা প্রদান বা

(ii) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (একটি কলেজ ব্যতীত), বা এই জাতীয় বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশনা প্রদান করে, বা এবং একটি স্পনসরড স্কুল অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা I – "স্বীকৃত" এর ব্যাকরণগত ভিন্নতা সহ, একটি স্কুলের রেফারেন্সে ব্যবহৃত, এর অর্থ হবে (ক) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন, 1963 এর অধীনে স্বীকৃত বা স্বীকৃত বলে গণ্য

(b) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, 1975 এর অধীনে স্বীকৃত,

ব্যাখ্যা II - "সহায়তাপ্রাপ্ত" এর ব্যাকরণগত ভিন্নতা সহ, একটি স্কুলের রেফারেন্সে ব্যবহৃত হয়, এর অর্থ সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের প্রতি আর্থিক সহায়তার আকারে রাজ্য সরকার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা III - "মূল বেতন" বলতে একটি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন বোঝাবে যা সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দ্বারা ধারণকৃত পদের বেতনের সময়-স্কেলের একটি পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্যাখ্যা IV - পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, 1963-এর ধারা 2-এর ধারা (1) হিসাবে "মাধ্যমিক শিক্ষা"-এর একই অর্থ থাকবে।

ব্যাখ্যা V – "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা"-এর অর্থ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, 1975-এর ধারা 2-এর ধারা (d) মতই হবে।

ব্যাখ্যা VI - "স্পন্সরড স্কুল" বলতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি স্পনসরড স্কুল হিসাবে ঘোষিত একটি স্কুলকে বোঝাবে।

ব্যাখ্যা VI - "স্পন্সরড স্কুল" বলতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি স্পনসরড স্কুল হিসাবে ঘোষিত একটি স্কুলকে বোঝাবে।[2]

6.1 ধারা 3 কমিশন এবং আঞ্চলিক কমিশন গঠনের সাথে সম্পর্কিত।ধারা 4(4) চেয়ারম্যানের গঠন নিয়ে কাজ করা নিম্নরূপ

"(4) (a) চেয়ারম্যানের কার্যালয় সার্বক্ষণিক হবে; অন্যান্য সদস্য সম্মানিত হবে.(b) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা চার বছরের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন [কিন্তু পদাধিকারবলে সদস্যের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ হবে এক বছর]:(c) এই উপধারার[3] পূর্বোক্ত বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের পরিষেবার অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারিত হবে।"

. 2.2 ধারা 7 এবং 9 নিম্নরূপঃ -

"7. **আঞ্চলিক কমিশনের কার্যাদি।- আপাতত কার্যকর** থাকার জন্য বা অন্য কোনও আইনে যে কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, বিপরীতে কোনও চুক্তি, রীতিনীতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, শিক্ষক বা নন-টিচিং স্টাফ পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের সুপারিশ করা আঞ্চলিক কমিশনের কর্তব্য হবে কেন্দ্রীয় কমিশন কর্তৃক পরিচালিত রাজ্য স্তরের বাছাই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তার

[2] The words within brackets were inserted by the West Bengal School Service Commission (Second Amendment) Act, 2001.
[3] Words ins. By W.B. Act 5 of 2001.

আঞ্চলিক এখতিয়ারের অধীনে বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় কমিশনের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

9. কমিশনের সুপারিশের প্রভাব-(1) আপাতত কার্যকর থাকার জন্য বা অন্য কোনও আইনে যে কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, বিপরীতে কোনও চুক্তি, রীতিনীতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, স্কুলে শিক্ষক এবং নন-টিচিং কর্মীদের পদে নিয়োগ দেওয়া হবে আঞ্চলিক কমিশনের এখতিয়ারের সুপারিশে বোর্ড বা অ্যাডহক কমিটি বা বোর্ডের প্রশাসক দ্বারা তৈরি করা হবে।

(2) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে এই আইন শুরুর পরে বা তার পরে করা কোনও শিক্ষক বা নন-টিচিং স্টাফের কোনও নিয়োগ অবৈধ হবে এবং এর কোনও প্রভাব পড়বে না এবং শিক্ষক বা নন-টিচিং স্টাফকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ধারা 2 এর ধারা (পি) বা ধারা (আইএ) এর অর্থের মধ্যে শিক্ষক বা নন-টিচিং স্টাফ হতে হবে না, যেমনটি হতে পারে। '

. 3.3 ধারা 15 এর উপ-ধারা (ক) এবং (খ) তবে নিম্নরূপ নির্ধারিত হয়েছেঃ

"১৫. **নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আবেদন না করার আইনঃ** -

এই আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না

(ক) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি স্কুল, বা

১২. ১০. ২০০৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত স্বীকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ঘোষণা করে।

বিজ্ঞপ্তির পাঠ্যটি নিম্নরূপঃ -

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

লেখকদের বিল্ডিং, কোলকাতা

নং. 1465-এমডি/07 তারিখঃ12. 10. 07

বিজ্ঞপ্তি

যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃত মুসলিম এবং সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার ভারতের সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদে রয়েছে <unk>

এবং যেখানে রাজ্য সরকার কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করতে সক্ষম এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার একটি আদেশ জারি করে যে এটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তারা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে না <unk>

এবং যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ভারতের সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

সংখ্যালঘু মর্যাদা যাচাই ও নির্ধারণের জন্য সরকার সক্ষম কর্তৃপক্ষ <unk>

এবং যেহেতু সরকারহুগলি সরকার সহ স্বীকৃত মাদ্রাসা।মাদ্রাসা এবং কলিকাতা মাদ্রাসা মূলত মুসলিম সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সমর্থন ও উন্নীত করার জন্য সেই সংখ্যালঘুদের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

এবং ওয়েহরেস উপরোক্ত মাদ্রাসাগুলি সময়ে সময়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত স্বার্থ প্রচারের জন্য সরকার কর্তৃক দায়বদ্ধতার সাথে স্বীকৃত ছিল এবং যাচাইয়ের পরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে 90% এরও বেশি শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে এবং এই মাদ্রাসাগুলি কাজ করছে সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ডাব্লুবি মাদ্রাসা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে।

এবং যেখানে রাজ্য সরকারভর্তি, নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কিত সরকার নির্ধারিত নির্দেশিকা দ্বারা সহায়তা ও পরিচালিত সমস্ত স্বীকৃত মাদ্রাসার উপরোক্ত পূর্বসূরিদের সম্পর্কে সন্তুষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদের স্বার্থ প্রচারের জন্য তাদের অব্যাহত ও টেকসই কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা উপভোগ করার উপযুক্ত।

এবং যেখানে সরকারপশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও এই স্বীকৃত ও সহায়তাকারী মাদ্রাসা এবং ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে এতটা স্বীকৃত ও সহায়তাকারী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য সমীচীন বিবেচনা করেছে।

এখন, পূর্বে, উপরোক্ত বিবেচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ভারতের সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অনুসরণে সরকার এই ঘোষণা করে সন্তুষ্ট যে এই সরকার এবং সেই মাদ্রাসাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত স্বীকৃত ও সহায়তা প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি স্বীকৃত হবে ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুরূপ লাইনে।রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্মত হিসাবে নিম্নলিখিত প্রভাবগুলির ফলস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুমতি দেওয়া হবে।

i) তারা রাজ্য সরকারের আগের মতো আর্থিক সহায়তা পেতে থাকবে

ii) এই মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও নন-টিচিং স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণের নীতি প্রযোজ্য হবে না।

iii) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন পৃথক প্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন অব্যাহত রাখতে পারে।

রাজ্যপালের আদেশে

(পবন আগাওয়াল)

সরকারের সচিব মো।পশ্চিমবঙ্গ

8. সমস্ত স্বীকৃত ও সরকারী সহায়তায় মাদ্রাসাগুলিকে 'সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' মর্যাদা প্রদানের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনের ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ

সরকার, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক 28.12.2007 এ আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল উল্লেখ করে যে এই জাতীয় মর্যাদা পাওয়ার পরে 'এই রাজ্যের স্বীকৃত ও সহায়তাকারী মাদ্রাসাগুলির জন্য শিক্ষক বাছাইয়ের বিষয়টি বিদ্যমান পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশন আইন, 1997 এর পরিধির বাইরে চলে গেছে'।

9. এরপরে রাজ্যে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গঠন এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা ঘটনাক্রমে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য কমিশন আইন কার্যকর করা হয়েছিল।কমিশন আইনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় ও কারণসমূহের বিবৃতি নিম্নরূপঃ -

> "সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মাদ্রাসাকে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশন আইন, 199 1997 (পশ্চিমবঙ্গ) এর ধারা 15 এর বিধান অনুসারে স্বীকৃত মাদ্রাসার জন্য শিক্ষকদের প্যানেলের সুপারিশ করতে পারে না। 1997 এর আইন চতুর্থ)।সুতরাং স্বীকৃত বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত মাদ্রাসায় নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্যানেলের সুপারিশ করার জন্য পৃথক সংস্থা গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বেগাল মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> 2. প্রস্তাবিত কমিশন মাদ্রাসার মানসম্পন্ন শিক্ষার সাথে নিখরচায়, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্যানেল প্রস্তুত করা নিশ্চিত করবে।

৩. উক্ত কমিশন রাজ্যের মাদ্রাসা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও বিবেচনা করবে।

৪. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে বিলটি তৈরি করা হয়েছে। '

9. 1 কমিশন আইনের অধীনে যথাক্রমে ধারা 2 (কে), (গুলি) এবং (টি) এ 'মাদ্রাসা', 'শিক্ষক' এবং 'শূন্য পদ' সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ -

"(কে)" মাদ্রাসা "অর্থ একটি স্বীকৃত বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত সিনিয়র মাদ্রাসা, জুনিয়র উচ্চ মাদ্রাসা, উচ্চ মাদ্রাসা বা উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসা -

(i) উপ-ধারা (i) এর অর্থের মধ্যে উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

(ii) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ শিক্ষা আইন, 1994 এর ধারা 2 এর ধারা (ছ) এর উপ-ধারা (ii) এর অর্থের মধ্যে সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

(iii) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা <unk>

ব্যাখ্যা 1।- মাদ্রাসার রেফারেন্স সহ ব্যবহৃত ব্যাকরণগত প্রকরণগুলির সাথে 'স্বীকৃত' অর্থ হ 'ল -

(ক) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ শিক্ষা আইন, 1994 এর অধীনে স্বীকৃত বা স্বীকৃত বলে মনে করা হয়েছে, বা

(খ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, 1975 এর অধীনে স্বীকৃত

ব্যাখ্যা II.-মাদ্রাসার রেফারেন্স সহ ব্যবহৃত ব্যাকরণগত প্রকরণের সাথে '<unk> সহায়তাকারী' <unk> অর্থ মাদ্রাসার শিক্ষকদের মৌলিক বেতনের জন্য আর্থিক সহায়তার আকারে রাজ্য সরকার দ্বারা সহায়তা করা হবে।

ব্যাখ্যা III. '<unk>' <unk> বেসিক বেতন '<unk> অর্থ মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন যা সেই মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্তৃক অধিষ্ঠিত পদের বেতনের সময়সীমার সাথে মিলে যায়, ব্যাখ্যা

চতুর্থ.-'মাদ্রাসা শিক্ষা' এর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ শিক্ষা আইন, 1994 এর ধারা 2 এর ধারা (ছ) এর একই অর্থ থাকবে -ব্যাখ্যা

ভি।-' উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা' <unk> এর পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, 19 1975 এর ধারা 2 এর ধারা (ডি) এর একই অর্থ থাকবে।

(গুলি) 'শিক্ষক' অর্থ একজন সহকারী শিক্ষক, বা বোর্ড বা কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত মাদ্রাসার শিক্ষাদান পদে অধিষ্ঠিত অন্য কোনও ব্যক্তি, যেমনটি মামলা হতে পারে এবং এতে প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা সুপারিন্টেন্ডেন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

টি) 'শূন্য পদ' অর্থ একটি শূন্যপদ, দ্বারা সৃষ্ট -

(i) রাজ্য সরকার কর্তৃক নতুন পদ সৃষ্টি, বা

(ii) শিক্ষক পদ থেকে যে কোনও ব্যক্তির অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা বরখাস্ত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদটি,

তবে ডেপুটেশন, ছুটি বা দায়বদ্ধতার কারণে স্বল্প-মেয়াদী শূন্যপদ এবং খণ্ডকালীন পোস্ট বা সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ অন্তর্ভুক্ত করবে না। '

9. 2 ধারা 4 কমিশনের গঠনের বিষয়ে আলোচনা করে এবং নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ -

"৪. (i) কমিশন একজন চেয়ারম্যান এবং চার সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(ii) চেয়ারম্যান একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হবেন যিনি ইসলামী সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে, বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে, বারো বছরের কম সময়ের জন্য, বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ ব্যতীত, পনের বছরেরও কম সময়ের জন্য, বা রাজ্য সরকারের কোনও কর্মকর্তা যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়।

(iii) উপ-ধারা (1) এর অধীনে চার সদস্যের মধ্যে একজন হবেন এমন ব্যক্তি যিনি, একজন শিক্ষাবিদ না হয়ে, রাজ্য সরকারের মতে, জনজীবনে বা আইনী বা প্রশাসনিক পরিষেবাতে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, একজন ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হবেন এবং অন্যরা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দশ বছরেরও কম সময়ের জন্য শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন shall বছর, বা একজন শিক্ষক হিসাবে, কোনও কলেজের অধ্যক্ষ ব্যতীত, বা প্রধান শিক্ষক বা প্রধান

শিক্ষিকা বা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে, পনের বছরেরও কম সময়ের জন্য। '

(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা অন্য কোন চুক্তি, প্রথা বা ব্যবহারে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে শূন্য শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ করা কমিশনের কর্তব্য হবে। ৯. ৩ কমিশন আইনের ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৮ ধারা নিম্নরূপ -

১০. আপাতত কার্যকর থাকায় বা অন্য কোনও আইনে যে কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা প্রশাসক যেমন মামলা হতে পারে, শূন্যতার প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থী নিয়োগের জন্য বাধ্য থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা বা শিক্ষক-ইনচার্জকে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা প্রশাসকের পরবর্তী উপলভ্য সভায় এ জাতীয় বিষয়টি অনুমোদিত হওয়া উচিত, যেমনটি হতে পারেঃ

আরও প্রদত্ত যে ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি, প্রশাসক বা প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা বা শিক্ষক-ইনচার্জ যেমন মামলা হতে পারে, সুপারিশে কোনও ত্রুটি সনাক্ত করা হলে তত্ক্ষণাত তা নজরে আনবে এ জাতীয় ত্রুটি অপসারণের জন্য কমিশন।

১১. এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে এই আইন শুরুর পরে বা তার পরে যে কোনও শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ হবে এবং এর কোনও প্রভাব পড়বে না এবং নিযুক্ত শিক্ষক ধারা ২ এর ধারা (গুলি) এর অর্থের মধ্যে শিক্ষক হবেন না।

12. (i) ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা কোনও মাদ্রাসার প্রশাসক, যেমনটি হতে পারে, কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীকে নিয়োগপত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদান করতে অস্বীকার, ব্যর্থ বা বিলম্ব করতে পারে কমিশন কর্তৃক সুপারিশ, কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই, রাজ্য সরকার বোর্ডকে ম্যানেজিং কমিটি বা অ্যাডহক কমিটি দ্রবীভূত করার জন্য, বা প্রশাসককে যেমন মামলা হতে পারে, বা এই জাতীয় মাদ্রাসার রেকর্ডিং কারণগুলিতে সমস্ত আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে এবং বোর্ড বা কাউন্সিলকে যেমন নির্দেশ দিতে পারে, যেমন মাদ্রাসার স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।

(2) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই এই জাতীয় বিধিগুলি নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোনও বিষয়ে সরবরাহ করতে পারেঃ -

(ক) ধারা 5 এর অধীন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের পরিষেবার শর্তাদি <unk>

(খ) ধারা ৬ এর অধীনে চেয়ারম্যান বা যে কোনও সদস্যকে অপসারণের জন্য যেভাবে তদন্ত করতে হবে

(গ) ধারা 7 এর অধীন সচিবের পরিষেবার শর্তাদি

(ঘ) ধারা 9 এর অধীন শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের পদ্ধতি এবং সুযোগ <unk>

(ঙ) নির্ধারিত বা হতে পারে এমন অন্য কোনও বিষয়।

(3) এই আইনের অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বিধি রাজ্য আইনসভার সামনে তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই প্রণীত হবে। "

১০. পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১০ কমিশন আইনে কিছু সংশোধন করেছে। সংশোধন আইনের বিভাগ ২ নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ -

"2. পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, 2008 এর 8 নং ধারায় (এরপরে প্রধান আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), 'বা নন-টিচিং স্টাফ' শব্দের পরে, 'এবং পারস্পরিক

স্থানান্তর সহ স্থানান্তরের সুপারিশ করার জন্য নন-টিচিং স্টাফের শিক্ষকদের'. োকানো হবে।"

১১. কমিশন আইনের বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ সার্ভিস কমিশন নিয়োগ (শিক্ষাদান ও নন-টিচিং স্টাফের পদে নিয়োগ ও বদলির জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধি, ২০১০ ("২০১০ বিধি, সংক্ষেপে) প্রবর্তিত হয়েছিল।2010 এর অধ্যায়-3 এর বিধিগুলি 'নির্বাচনের সুযোগ, পদ্ধতি এবং আচরণের' বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং বিধি 8 নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ -

"৮. নির্বাচনের পদ্ধতি-(১) যে কোনও পদে নির্বাচন রাজ্য/অঞ্চল/অঞ্চল স্তরের বাছাই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে, যা কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যার মধ্যে যে কোনও, কিছু বা সমস্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে নিম্নলিখিত (যেমনটি হতে পারে) -

ক) লিখিত পরীক্ষা

খ) যোগ্যতার মূল্যায়ন

গ) ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা

ঘ) যোগ্যতা পরীক্ষা

তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে

(2) কমিশন তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষায় বা সামগ্রিকভাবে বা উভয় ক্ষেত্রে প্রার্থীদের দ্বারা প্রাপ্ত ন্যূনতম

> যোগ্যতা অর্জনের নম্বর নির্ধারণ করতে পারে এবং লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে (গুলি) যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিথিল করতে পারে..... '<unk>।

<u>রিভিল সাবমিশনঃ</u>

12. কমিশন আইন ও 2010 এর বিধি মোতাবেক মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন সময়ে সময়ে উদ্ভূত শূন্য পদগুলির বিরুদ্ধে সুপারিশ করে চলেছে।বিভিন্ন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।তবে, উপরে বর্ণিত হিসাবে 2013 সালের রাইট পিটিশন নং 20650 (ডাব্লু) দায়ের করে উত্তরদাতা নং 1 দ্বারা একটি চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করা হয়েছিল।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কমিশন আইনের ধারা 10 এর শর্তে ম্যানেজিং কমিটি বা প্রশাসক মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে বাধ্য থাকবেন এবং এই জাতীয় সুপারিশ অনুসরণ না করার ফলস্বরূপ ধারা 12 এর বিধান অনুসারে জরিমানা পরিদর্শন করতে হবে <unk> এবং যদি রাইট পিটিশনার সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার পছন্দের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারী হন তবে তার নিজস্ব শিক্ষক বাছাই করার যথাযথ অধিকার থাকবে এবং এ জাতীয় অধিকার বঞ্চিত করা সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘনকারী হবে।

অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষ থেকে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কমিশন আইনের বিধানের অধীনে কমিশন কেবল মাদ্রাসার শিক্ষক ও নন-টিচিং কর্মীদের বাছাই ও সুপারিশ করবে তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিক

দ্বারা এই নিয়োগ দেওয়া হবে এ জাতীয় কর্মীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতাদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়নি এবং মাদ্রাসার প্রতিদিনের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা হয়নি।এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা 614 ছিল এবং মাদ্রাসাগুলি আরবি ও উর্দু ব্যতীত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাস অনুসারে শিক্ষা প্রদান করেছিল <unk> বেশিরভাগ মাদ্রাসা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় 5,00,000।জমাটি ছিল যে শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা অনুসারে রাজ্য ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সহায়তা প্রদান করছে এবং আইনটির পিছনে পুরো উদ্দেশ্যটি সরবরাহ করা ছিল ভাল মানের শিক্ষাদান সহ শিক্ষার্থীরা।জমাটি সিঙ্গেল জজ দ্বারা নিম্নরূপে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছিলঃ

-

> "উত্তরদাতাদের পক্ষে এই জাতীয় আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য মূলত দুটি ভিত্তি রয়েছে।প্রথমত, সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা তার আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত যা রাজ্য সরকার পূরণ করে।সুতরাং, শিক্ষকদের সুষ্ঠু ও তুলনামূলক নির্বাচনের জন্য নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য।দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কেবল একজন শিক্ষককে নির্বাচন করে এবং

সুপারিশ করে তবে এই জাতীয় কর্মীদের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ম্যানেজিং কমিটির হাতে থাকে যেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করে না।সুতরাং কমিশনের ভূমিকা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিছক সুপারিশকারী সংস্থার ভূমিকা। "

<u>বর্তমান আপিলগুলিতে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত</u>

১৩. কেরালা রাজ্যে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ***ইত্যাদি। খুব রেভ। মাদার প্রাদেশিক, ইত্যাদি এবং আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স***[4] কলেজ ***সোসাইটি এবং অন্য একটি বনাম। গুজরাট রাজ্য এবং অন্য একজন একক বিচারক পর্যবেক্ষণ***[5] করেছেনঃ -

"সুপ্রিম কোর্টও বলেছে যে কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার মূলত চারটি মূল দিক নিয়ে গঠিত।প্রথমত, এর পরিচালনা বা পরিচালনা কমিটি বেছে নেওয়ার অধিকার।বলা হয়ে থাকে যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তাদের কমিটি বা সংস্থার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে।দ্বিতীয়ত, তাদের আদর্শ, লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার শিক্ষকদের বেছে নেওয়ার অধিকার।তৃতীয়টি শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য না হওয়ার অধিকার।চতুর্থত, এর প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য এর সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যবহারের অধিকার।এই রায়টি এইভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃতি দেয় যে এর শিক্ষকদের

[4] (1970)2 SCC 417
[5] (1974) 1 SCC 717

> বাছাই করার অধিকার এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের একটি অংশ যা 30 অনুচ্ছেদে এটিকে ভূষিত করেছে।এর কারণগুলিও রায়টিতে খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "।.....

13. 1 একক বিচারক সেক্রেটারি, মালানকারা সিরিয়ান ক্যাথলিক বনাম এই আদালতের সিদ্ধান্তের ***উপর নির্ভর করেছিলেন। টি। জোসে এবং অন্যান্য এবং সিঙ্কি*** এডুকেশন ***সোসাইটি এবং অন্য একটি বনাম। মুখ্যসচিব, দিল্লির এনসিটি সরকার এবং অন্যান্যরা নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ***[7] -

> "নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপগুলি সীমিত পরিমাণে জায়েয বিচারিকভাবে গৃহীত হয়েছে।তবে এই আইনটিতে অন্তর্ভুক্ত বিধানটি কি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা হিসাবে পাস হওয়ার যোগ্য?নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়িত পরামিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি কি বলা যেতে পারে যে আবেদনকারীদের এখতিয়ার থেকে শিক্ষক নির্বাচনের অধিকার হরণ করাও মাদ্রাসার বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করা?এই প্রশ্নের উত্তরগুলি মূলত বর্তমান বিরোধের সমাধানের সাথে সম্পর্কিত। '

13. 2 আরও, আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5-এর ***সিদ্ধান্তের উল্লেখ করার পরে****একক* বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ -

---

[6] (2007) 1 SCC 386
[7] (2010) 8 SCC 49

"..... রাজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রবিধান নির্ধারণ করতে পারে।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানদণ্ডের প্রেসক্রিপশন সংস্থাগুলি পরিচালনার সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে না।নির্দেশাবলী, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার এবং এর মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে প্রবিধানগুলি নিঃসন্দেহে আরোপ করা যেতে পারে।এটি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে এই জাতীয় বিধিগুলি ডানটির জীবিকা নির্বাহের উপর বিধিনিষেধ নয় যা গ্যারান্টিযুক্ত।অন্যদিকে, তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডের নীচে বা সাধারণ প্যাটার্ন অনুসরণ করতে অস্বীকার করার ব্যবস্থাপনার একচেটিয়া অধিকারের আড়ালে পড়তে দেওয়া যাবে না। "

13. 3.একক বিচারক তখন উপসংহারে বলেছিলেনঃ -

"সুতরাং, আমি দেখতে পেলাম যে আইনের অপ্রচলিত বিধানগুলি সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রদত্ত সুরক্ষিত অধিকার হরণ করে।এই সংস্থাগুলির জন্য শিক্ষকদের বাছাই ও সুপারিশ করার কমিশনের অধিকার খুব বড় উপায়ে সাংবিধানিক ম্যান্ডেট সরবরাহকারী এই সংস্থাগুলি পরিচালনার অধিকারকে কার্যত অকার্যকর করে তোলে।একটি বিরাজমান সামাজিক বাস্তবতার উপলব্ধি সার্কিটভাবে একটি সাংবিধানিক সুরক্ষা রোধ করতে পারে না।

এই আইনের অপ্রচলিত বিধানগুলি কেবল সংবিধানের গ্যারান্টিযুক্ত সুরক্ষার সাথেই নয়, অবশ্যই এর অবজ্ঞার মধ্যে রয়েছে।আইনের 8 নং ধারাটি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যায় না।পরবর্তী বিধানগুলি সহ পড়ুন কমিশনের সুপারিশের ফলস্বরূপ বাধ্যবাধকতার একটি উপাদান রয়েছে যা সত্যই ভারতের সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত স্বাধীনতার পরিপন্থী।উল্লিখিত আইনের 8 নং ধারাটি এইভাবে সংবিধানের চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।আবেদনকারীর প্রার্থনা গঠনের আগে যা আলোচনা করা হয়েছে তা বিবেচনা করে এবং আইনের ধারা 10,11 এবং 12 কেও সংবিধানের চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। "

১৪. কমিশন, রাজ্য এবং কমিশন আইনের বিধানের অধীনে সুপারিশ করা শিক্ষকদের দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জটি হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ প্রত্যাখ্যান করেছিল, যখন একক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।বিভাগ বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ -

"বর্তমান আইনটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থায়নের ভিত্তিতে রাজ্য দ্বারা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মতামত দেওয়া হয়েছে যে এটি কেবল সুপারিশমূলক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রশাসনের সাথে হস্তক্ষেপ নয়।আমরা আশঙ্কা করি যে সুপারিশগুলির প্রকৃতির দ্বারা এটি অবশ্যই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বা সংখ্যালঘু সংস্থাগুলি দ্বারা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিটি দিক এবং সম্মানের সাথে পরিচালনা করার সময় প্রয়োগ করা নিয়ন্ত্রণের উপর স্পর্শ করবে যেহেতু সংস্থাগুলি সুপারিশের বাইরে ব্যক্তিদের বেছে

নেওয়ার বিকল্প রাখে না।।সুতরাং, আইনের স্কিমটি নিয়ন্ত্রক হওয়ার পরিবর্তে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করে।নির্দেশিকা ইত্যাদি সরবরাহ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা একটি বিষয়, তবে কমিশনের সুপারিশকৃত ব্যতীত অন্য কোনও প্রার্থীকে বাছাই করতে নিষেধ করে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পছন্দের অধিকারকে আটকে দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা।

যতক্ষণ না বর্তমান আইনটি সম্পর্কিত, আমরা বিদ্বান একক বিচারকের মতামত থেকে বিচ্যুত হতে পারি না যে এই জাতীয় আইন ভারতের সংবিধানের 29 ও 30 অনুচ্ছেদে সংবিধানের গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়।

যেহেতু 2008 সালের আইনটি আমাদের মতে সংখ্যালঘু সংস্থাগুলিতে সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই ইতিমধ্যে চাকরিতে থাকা এবং তাদের অনুমতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলিতে একচেটিয়াভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরিতে অব্যাহত রাখা এবং/অথবা কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য এই জাতীয় নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, সংযোগের অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হয়। '

১৫. আমরা শুনেছি জনাব মোহন পরশরান, জনাব কল্যাণ ব্যানার্জি, জনাব হুজেফা আহমদী, জনাব জয়ন্ত ভূষণ, জনাব জয়দীপ গুপ্ত, জনাব

সলমান খুরশিদ এবং জনাব পিএস পাটওয়ালিয়া, বিভিন্ন পক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য বিদ্বান অ্যাডভোকেটরা যারা আমাদের ক্ষেত্রটি ধরে রাখার প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ বিধানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।যেহেতু জমাগুলি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, ওভারল্যাপিং ছিল, তাই আমরা স্বতন্ত্রভাবে শিখানো কাউন্সেল দ্বারা অগ্রণী জমাগুলি নিয়ে কাজ করছি না।

১৬. বিবেচনার জন্য উত্থাপিত মূল বিষয়গুলি হ 'ল কমিশন আইনের ধারা ৮, ১০, ১১ এবং ১২ হাইকোর্টের অধীনে থাকা বিধানগুলি অতিমাত্রায় এবং এই বিধানগুলি ভারতের সংবিধানের আওতাধীন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে লঙ্ঘন করে কিনা।আমরা এই আপিলগুলিতে উত্থাপিত মৌলিক বিষয়গুলি মোকাবেলার আগে সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকারের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে রূপান্তর করা দরকার।যেহেতু টিএমএ পাই ফাউন্ডেশনে এই আদালতের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বনাম। কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা এগারো বিচারকের একটি বেঞ্চ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল, আমরা প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি আচ্ছাদন করে তিনটি শিরোনামে আলোচনা ভাগ করেছিঃ - [8]

ক) টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত <unk>

খ) টিএমএ পাই ফাউন্ডেশনে সিদ্ধান্ত <unk> এবং

[8] (2002) 8 SCC 481

গ) টিএমএ পাই ফাউন্ডেশনের পরে সিদ্ধান্ত।

ক) টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত

17. পুনরায় ***মধ্যেঃকেরালা শিক্ষা বিল, 1957, এই আদালতের***[9] সাত বিচারক বেঞ্চ কেরালার শিক্ষা বিল, 1957-এর বিষয়ে সংবিধানের 143 (1) অনুচ্ছেদে ভারতের রাষ্ট্রপতির দেওয়া একটি রেফারেন্স নিয়ে কাজ করেছিল।বিলের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এসআর দাস, সিজে এবং ইনসোফার দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছিল কারণ বর্তমান মামলার বিষয়টি সম্পর্কিত, প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি ছিলঃ -

> "ধারা 9 এ সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের বেতন সরাসরি বা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে প্রদান করা এবং সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নন-টিচিং স্টাফের বেতন প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে।এটি সরকারকে সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অ-শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা, তাদের বেতন, যোগ্যতা এবং পরিষেবার অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়।সরকার উপ-ধারা (3) এর অধীনে ম্যানেজারকে নির্ধারিত হারে এবং উপ-ধারা (4) এর অধীনে ক্রয়, উন্নতি ও মেরামতের জন্য অনুদান প্রদানের জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান প্রদানের জন্য অনুমোদিত কোনও জমি, বিল্ডিং বা কোনও সহায়ক বিদ্যালয়ের সরঞ্জামাদি।ধারা 10 এর জন্য সরকারকে সরকারী বিদ্যালয়ে এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য

[9] (1959) SCR 995

ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে, যার সংজ্ঞা অনুসারে, সহায়তা প্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল রয়েছে।রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে 11 নং ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে সরকারী ও সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের বাছাই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।সংক্ষেপে বলা যায়, পদ্ধতিটি হ 'ল প্রতি বছরের 31 শে মে এর আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিটি জেলার জন্য পৃথকভাবে প্রার্থীদের বাছাই করবে যে বছরের মধ্যে যে সকল শিক্ষকের শূন্যপদ দেখা দিতে পারে তার সম্ভাব্য সংখ্যার বিষয়ে, সেই তালিকার তালিকা নির্বাচিত প্রার্থীদের গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং ম্যানেজার কেবলমাত্র সেই জেলার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করবেন যেখানে বিদ্যালয়টি প্রভিসো সাপেক্ষে ম্যানেজার পর্যাপ্ত কারণে অনুমতি নিয়ে নিয়োগ করতে পারবেন কমিশন, অন্য কোনও জেলার জন্য নির্বাচিত শিক্ষক নিয়োগ করুন।সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগও প্রকাশিত প্রার্থীদের তালিকা থেকে করা উচিত।প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিশনকে শিল্পের ধারা (4) এর অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিধানগুলি বিবেচনা করতে হবে। সংবিধানের 1 16, অর্থাত্ তফসিলি জাতি বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষামূলক চাকরিতে প্রতিনিধিত্ব করুন-এমন একটি বিধান যা অ্যাংলো-ভারতীয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত পরামর্শের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়েছে। '(জোর দেওয়া)

17. 1 উত্থাপিত অভিযোগটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ -

"তাদের অভিযোগ এইভাবে বলা হয়েছেঃকোনও বিদ্যালয়ের প্রশাসনের অধিকারের সংক্ষিপ্তসার হ 'ল শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ এবং বরখাস্তের ক্ষমতা।তবে উক্ত বিলের আওতায় ব্যবস্থাপনার এ জাতীয় ক্ষমতা কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে।সুতরাং পরিচালককে অবশ্যই বার্ষিক বিবৃতি জমা দিতে হবে (ক্লিয়ার 5)।সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের স্থির সম্পদ হিমশীতল এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত মোকাবেলা করা যাবে না (cl।)।কোনও সহায়ক বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার পছন্দের ম্যানেজার নিয়োগ করতে পারে না এবং ম্যানেজার পুরোপুরি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, কারণ তাকে যেভাবে করতে বলা হয় সেভাবে অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন করতে হবে এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার পরে অ্যাকাউন্টগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে (cl।)।সংগৃহীত সমস্ত ফি ইত্যাদি সরকারের কাছে জমা দিতে হবে (সিএল)।8 (3))।সরকার শিক্ষক এবং নন-টিচিং কর্মীদের বেতন দেওয়ার কাজ গ্রহণ করবে (ধারা 9)।সরকার শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে (ধারা 10)।স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দের একক শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে না, তবে অবশ্যই পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়া প্যানেলের বাইরে ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে (ধারা 11)।স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্বের

অনুমোদন ব্যতীত কোনও শিক্ষককে বরখাস্ত, অপসারণ, হ্রাস বা এমনকি স্থগিত করতে পারবেন না (ধারা 12)।(জোর দেওয়া)

17. 2 সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ -

"আমরা এইভাবে যথেষ্ট জটিলতার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি যা সমাধানের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে কঠিন।একদিকে আর্টের অধীনে সংখ্যালঘু অধিকার রয়েছে। 30 (1) তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং শিক্ষার প্রচারের জন্য সরকারের কর্তব্য, অন্যদিকে আর্টের অধীনে রাজ্যের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 45 নিখরচায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করা।আমাদের এই দুটি বিরোধী স্বার্থের মধ্যে পুনর্মিলন করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় তবে উভয়কেই কার্যকর করতে হবে এবং উভয়ের মধ্যে সংশ্লেষণ আনতে হবে।নির্দেশনামূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারগুলিকে উপেক্ষা করতে বা ওভাররাইড করতে পারে না তবে আমরা যেমন বলেছি, মৌলিক অধিকারগুলিকে উপ-পরিবেশন করতে হবে।আমরা ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছি যে আর্ট। 30 (1) সংখ্যালঘুদের দুটি অধিকার দেয়, (1) প্রতিষ্ঠা এবং (2) তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য।প্রশাসনের অধিকারটি স্পষ্টতই মাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।সংখ্যালঘু অবশ্যই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের দ্বারা পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা বা স্বীকৃতি চাইতে পারে না, কোনও উপযুক্ত

শিক্ষক ছাড়াই, যোগ্যতার কোনও লক্ষণ রয়েছে, এবং যা এমনকি শিক্ষার একটি ন্যায্য মান বজায় রাখে না বা যা কল্যাণকে বিপর্যয়কর বিষয়গুলি শেখায় পণ্ডিতদের।তারপরে এটি যুক্তিযুক্ত যে, তাদের পছন্দের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রের দাবির বিরুদ্ধে জোর দিয়ে জোর দেয় না যে সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত বিধিবিধান নির্ধারণ করতে পারে সহায়তা করা।লার্নড অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীকার করেছেন যে রাজ্য অবশ্যই সহায়তার জন্য বা এমনকি স্বীকৃতির শর্ত হিসাবে যুক্তিসঙ্গত বিধিবিধান আরোপ করতে পারে ".....

"..... ধারা 6,7,9,10,11,12,14,15 এবং 20 সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত।এর মধ্যে কয়েকটি বিধান, যেমন, 7,10,11 (1), 12 (1) (2) (3) এবং (5) সহজেই সহায়তা অনুদানের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিধি বা শর্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।ধারা 9,11 (2) এবং 12 (4) অবশ্য অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে।বলা হয়ে থাকে যে ফি আদায় ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন প্রদানের মাধ্যমে সরকার বাস্তবে স্কুল তহবিল বাজেয়াপ্ত করে এবং বিদ্যালয়ের মর্যাদা কেড়ে নেয়, কারণ কেউই যত্ন নেবে না স্কুল কর্তৃপক্ষের জন্য।তেমনি ধারা 11 পরিচালনার একটি সুস্পষ্ট আইটেম কেড়ে নিয়েছে, কারণ ম্যানেজার পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত প্যানেল ব্যতীত অন্য কোনও শিক্ষককে নিয়োগ করতে পারবেন না, যা এই জাতীয় দায়িত্ব

গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন ছাড়াও হতে পারে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন শিক্ষক বাছাই করার জন্য মোটেই যোগ্য হবেন না এবং বিশেষত এই ধারাটির উপ-ধারা (2) এর জন্য এটি আপত্তিজনক কারণ এটি তফসিলি বর্ণের ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেয় যাদের নীতিমালা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই। তাদের ধর্মের এবং অন্যথায় শিক্ষাগতভাবে দুর্বল হতে পারে।বরখাস্ত, অপসারণ, রu200cযাঙ্ক হ্রাস বা স্থগিতের ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারের একটি সূচক এবং এটি ধারা 12 (4) দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।এগুলি নিঃসন্দেহে প্রশাসনের ডানদিকে গুরুতর প্রবেশদ্বার এবং সেই অধিকার লঙ্ঘনের নিকটে বিপদজনকভাবে উপস্থিত হয়।তবে বিবেচনা করে যে এই বিধানগুলি সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ক্লসের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি।9, 11 এবং 12 টি অসুস্থ বেতনভোগী শিক্ষকদের যারা জাতির সেবা প্রদান এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর সুরক্ষায় নিযুক্ত রয়েছে তাদের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আমরা বর্তমানে পরামর্শ অনুসারে এই ধারাগুলি 9,11 (2) এর চিকিত্সা করার জন্য প্রস্তুত) এবং 12 (4) অনুমোদিত বিধি হিসাবে যা রাজ্য তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহায়তা দেওয়ার শর্ত হিসাবে সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে।আমরা অবশ্য ক্লসকে সমর্থন করা অসম্ভব বলে মনে করি।উল্লিখিত বিলের 14 এবং 15 টি নিছক বিধি হিসাবে।এই ধারাগুলির বিধানগুলি আর্টের অধীনে অধিকারগুলির

সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক হতে পারে। 30 (1)।এটি সত্য যে সহায়তার অধিকার আর্টে অন্তর্ভুক্ত নয়। 30 (1) তবে এই ধারাগুলির বিধানগুলি যদি তাদের সহায়তার শর্ত হিসাবে সত্যিকারের বাধ্যবাধকতার কারণে জমা দেওয়া হয় তবে সহজেই শিল্পের লঙ্ঘনকারী হতে পারে। সংবিধানের 30 (1)।কেরালা রাজ্যের জন্য শিক্ষিত পরামর্শ সেই ক্লসকে স্বীকৃতি দেয়।বিলের 14 এবং 15 সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারকে ধ্বংস করতে পারে তবে জমা দেয় যে এই ধারাগুলির বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় নয়

২. তবে, যেমন ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সহায়তা বা স্বীকৃতি চাওয়া সমস্ত নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি ধারা ৩ (৫) দ্বারা আইনের সমস্ত বিধান সাপেক্ষে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, ধারা ৩ (৫) এর সংবিধানের বৈধতা সম্পর্কিত একটি আলোচনায় বিলের অন্যান্য ধারাগুলির বৈধতা নিয়ে আলোচনা একটি পৃথক আইটেমের মাধ্যমে নয় বরং ধারা ৩ (৫) এর বিধানগুলির বৈধতা নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।আমাদের মতে, ধারা 8 এর উপ-ধারা 3 এবং cls।9, 10, 11, 12 এবং 13 নিছক নিয়ন্ত্রক হওয়ায় শিল্পকে আপত্তিজনক করে না। 30 (1), তবে সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্লসের সাপেক্ষে ধারা 3 এর উপ-ধারা (5) এর বিধানগুলি।14 এবং 15 সহায়তা প্রদানের শর্ত হিসাবে আর্টের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। সংবিধানের 30 (1) '<unk> (জোর দেওয়া)

18. রেভ. সিদ্ধাজভাই ***সভাই এবং অন্যান্য বনাম বোম্বাই রাজ্য এবং অন্য একটি মামলায়***[10] এই আদালতের ছয় বিচারকের একটি বেঞ্চকে নিম্নলিখিত বিতর্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিলঃ -

> "আবেদকরা এই আদালতকে ম্যান্ডামাস বা অন্যান্য রিটের প্রকৃতির একটি রিটের জন্য বোম্বাই রাজ্য এবং শিক্ষা পরিচালককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সমাজ এবং আবেদনকারীদের প্রশিক্ষণের 80% বা কোনও আসন সংরক্ষণের জন্য বাধ্য না করা, কলেজের জন্য" সরকার মনোনীত শিক্ষক "বা সমাজ ও আবেদনকারীদের বিধি 5 (2), 11,12 এবং 14 এর বিধান মেনে চলতে এবং কলেজের স্বীকৃতি প্রত্যাহার না করতে বা বিধি 14 বা অন্যথায় অনুদান-সহায়তা রোধ করতে বাধ্য করবেন না।"

18. 1 আবেদনকারীরা, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গঠনের জন্য শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কলেজ পরিচালনা করছিলেন এবং সমস্ত বেসরকারী প্রশিক্ষণ কলেজের 80% আসন 'সরকারী মনোনীত শিক্ষকদের' জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে এই জাতীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা তখন জেলা স্কুল বা পৌর বোর্ড দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের প্রাথমিক ও বেসিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

18. 2 রাজ্যের পক্ষে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যেহেতু পিটিশনারদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলটি রাজ্য থেকে অনুদান পাচ্ছে, তাই রাজ্য উপরের মতো

[10] (1963) 3 SCR 837

আসন সংরক্ষণের অধিকারের মধ্যে ছিল।পুনরায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার পরেঃকেরালা শিক্ষা বিল মামলা 9, এটি এই আদালত দ্বারা নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

> "অনুচ্ছেদ 30 (1) এর বিধানে বলা হয়েছে যে সমস্ত সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার রয়েছে এবং আর্ট। 30 (2) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে কোনও সংখ্যালঘু পরিচালনার অধীনে যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ না করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যকে উপভোগ করে।ধারা (2) সংবিধানের অ-বৈষম্যমূলক ধারাটির একটি পর্যায় এবং ধারা (1) এর বিধান থেকে অবজ্ঞা করে না।ধারাটি নেতিবাচক শর্তে. ালাই করা হয়েছেঃরাজ্যকে এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাতত্ত্বের হাতে রয়েছে, তবে ফর্মটি এই অনুমানের পক্ষে সংবেদনশীল নয় যে রাজ্য অন্যথায় সক্ষম সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারের পদার্থের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা।আর্টের বিপরীতে। 19, আর্টের ধারা (1) এর অধীনে মৌলিক স্বাধীনতা। 30, শর্তাবলী নিখুঁত <unk> এটি প্রকৃতির কোনও যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে আর্টে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক স্বাধীনতা সাপেক্ষে তৈরি করা হয়নি। 19 এর অধীন

হতে পারে।সমস্ত সংখ্যালঘু, ভাষাগত বা ধর্মীয় শিল্পের দ্বারা রয়েছে। 30 (1) তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিখুঁত অধিকার এবং যে কোনও আইন বা নির্বাহী দিকনির্দেশ যা আর্টের অধীনে সেই অধিকারের পদার্থ লঙ্ঘন করতে চায়। 30 (1) সেই পরিমাণে অকার্যকর হবে।তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিবিধান আরোপ করা রাষ্ট্রের পক্ষে উন্মুক্ত নয়।মৌলিক স্বাধীনতা হ 'ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করাঃসত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নাগরিকদের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণকারী প্রতিষ্ঠান বা এর বিভাগগুলি কী তা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার isনির্দেশ, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার এবং এর মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে প্রবিধান নিঃসন্দেহে আরোপ করা যেতে পারে।এই জাতীয় বিধিগুলি ডানটির পদার্থের উপর বিধিনিষেধ নয় যা গ্যারান্টিযুক্ততারা শিক্ষাগত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে।(জোর দেওয়া)

18. 3 রে-তে মতামতের প্রভাবঃকেরালা শিক্ষা বিল ***9 এর অধীনে বিবেচনা করা***হয়েছিলঃ -

সুতরাং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে নিখুঁত শর্তাদি সত্ত্বেও যেখানে আর্টের অধীনে মৌলিক স্বাধীনতা রয়েছে। 30 (1) গ্যারান্টিযুক্ত ছিল, এটি আইন দ্বারা বা নির্বাহী নির্দেশের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল।আদালত অবশ্য প্রবিধানের যুক্তিসঙ্গততার কোনও

পরীক্ষা দেয়নি।আদালত সিদ্ধান্ত নেননি যে জনস্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থই যুক্তিযুক্ততার একমাত্র পরিমাপ বা পরীক্ষাঃএটি সিদ্ধান্ত নেয়নি যে কোনও বিধিবিধান কেবল তখনই অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে যদি এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংখ্যালঘুদের অধিকারকে সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক করে তোলে।কোনও সাধারণ নীতি যার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গততা বা অন্যথায় কোনও বিধিবিধানের পরীক্ষা করা যেতে পারে তা আদালত দ্বারা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়নি।কেরালার শিক্ষা বিলের মামলা 9, অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলের জমা দেওয়া প্রস্তাবের পক্ষে কোনও কর্তৃত্ব নয় যে সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক নয় এমন সমস্ত নিয়মকানুন জাতীয় বা জনস্বার্থ, বৈধ। "

আর্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ডান। 30 (1) নিখুঁতভাবে ঘোষিত একটি মৌলিক অধিকার।আর্ট দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক স্বাধীনতার বিপরীতে। 19, এটি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে নয়।এটি তাদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার সত্যিকারের অধিকার হিসাবে বিবেচিত।অধিকারটি কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়, সামগ্রিকভাবে জনসাধারণ বা জাতির স্বার্থে কল্পনা করা তথাকথিত নিয়মিত পদক্ষেপের দ্বারা তা হ্রাস করা উচিত নয়।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক চরিত্র বজায় রাখার সময় প্রতিটি আদেশ যদি প্রশাসনের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় তবে তা ন্যায়সঙ্গত হয় কারণ এটি জনসাধারণ বা জাতীয়

স্বার্থে, যদিও এটি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে তার স্বার্থে নয়, আর্ট দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত অধিকার। 30 (1) কেবল একটি '<unk> উত্যক্ত মায়া' <unk> হবে, অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি।আইন বা কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে অনুদান বা স্বীকৃতি পাওয়ার শর্ত হিসাবে আইনত আইনানুগভাবে আরোপিত হতে পারে এমন বিধিগুলি অবশ্যই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার চরিত্র বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে তৈরি করার জন্য নির্দেশিত হতে হবে।এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই দ্বৈত পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে-যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাটি যে এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত চরিত্রের নিয়ন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা এটি অবলম্বন করে এমন অন্যান্য ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত। '<unk> (জোর দেওয়া)

18. 4 অবশেষে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

"সুতরাং, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছি যে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির বিধিগুলির বিধি 5 (2) এবং বেসরকারী প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির স্বীকৃতির জন্য বিধি 11 এবং 14, কারণ তারা সরকারের আদেশে সেখানে আসন সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, এবং 80% আসন সংরক্ষণ এবং কলেজের অনুদান-সহায়তা ও স্বীকৃতি রোধ করার হুমকি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, আর্টের আওতায় আবেদনকারীদের গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে। 30 (1)।"

19. রেভ। ***ফাদার ডাব্লু প্রুস্ট এবং অন্যদের মধ্যে।বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য, এই আদালতের পাঁচ***[11] বিচারকের একটি বেঞ্চকে বিহার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 19600 এর ধারা 48-এ সহ কিছু বিধানের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছিল।উক্ত ধারা 48-এ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষেবা কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কোনও কলেজের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কোনও নিয়োগ, বরখাস্ত, অপসারণ ও চাকরির অবসান বা শিক্ষকের পদ হ্রাস করা যাবে না।ধারা 48 এ ()) এর ভিত্তিতে কমিশনকে কলেজের পরিচালনা পর্ষদকে প্রতিটি শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কমিশন কর্তৃক সেরা যোগ্য বলে বিবেচিত দুটি ব্যক্তির নাম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছিল যেমন পোস্টের জন্য।এই আদালতে চ্যালেঞ্জটি বিচারাধীন থাকাকালীন, ধারা 48-বি চালু করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে 48-এ এর উপ-ধারা (6) সহ কিছু বিধানের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অনুমোদিত কলেজের পরিচালনা কমিটি কেবলমাত্র কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনের সাপেক্ষে নিয়োগ, বরখাস্ত, অপসারণ, চাকরির অবসান বা শিক্ষকের পদমর্যাদায় *হ্রাস বা*অন্যান্য শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের অধিকারী হবে।সুতরাং, সংশোধিত বিধানগুলির অধীনে কমিশন সুপারিশ করার পরিবর্তে এখন সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিচালনা কমিটি নিয়োগ দিতে পারে যা কমিশন এবং

[11] AIR 1969 SC 465 = (1969) 2 SCR73

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনের সাপেক্ষে ছিল।আবেদনের অনুমতি দেওয়ার সময় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ -

"বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল আর্ট দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষাটি পড়তে চান। 30 (1) আর্ট থেকে নেওয়া একটি প্রতিচ্ছবি। 29 (1)।তিনি স্বীকার করেছেন যে জেসুইটস সম্প্রদায়টি ধর্মের ভিত্তিতে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সুতরাং, তার পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।তবে তিনি দাবি করেন যে আর্টে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা হিসাবে। 29 (1) কেবলমাত্র নিজস্ব ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার, কলেজটি শিল্পের সুরক্ষার জন্য যোগ্য নয়। 30 (1) কারণ এটি তাদের সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়।সুতরাং, প্রশ্নটি হল কলেজটি কেবল এস এর সুরক্ষা দাবি করতে পারে কিনা।আইনের 48-বি আর্ট সহ পড়ুন। সংবিধানের 30 (1) যদি এটি প্রমাণ করে যে কলেজটি আর্টে উল্লিখিত অধিকারগুলি আরও বাড়িয়ে তুলছে। 29 (1)।

আমাদের মতে, অনুচ্ছেদ 29 (1) এর উপর ভিত্তি করে বিবেচনাগুলি প্রবর্তন করে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর প্রস্থটি হ্রাস করা যাবে না।পরবর্তী নিবন্ধটি একটি সাধারণ সুরক্ষা যা সংখ্যালঘুদের তাদের ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য দেওয়া হয়।প্রাক্তন সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ অধিকার।এই পছন্দটি ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের সন্ধানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি

> তার পছন্দের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও স্বীকার করে নিলে পছন্দটি কেড়ে নেওয়া হবে না।এটি অনুচ্ছেদ 30 (1) প্রয়োগের জন্য অপ্রাসঙ্গিক একটি পরিস্থিতি যেহেতু এ জাতীয় কোনও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করা হয়নি এবং কোনওটিই বোঝানো যায় না।দুটি নিবন্ধ দুটি পৃথক অধিকার তৈরি করে, যদিও এটি কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দেখা হতে পারে।
>
> আমাদের বিচারে আর্টের ভাষা। 30 (1) প্রশস্ত এবং অবশ্যই পুরো অর্থ গ্রহণ করতে হবে।আমরা সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছি এবং সুরক্ষাটি হ্রাস করার চেষ্টা করা যাবে না।আমাদের সুরক্ষা বাড়ানোর দরকার নেই তবে আমরা শব্দ থেকে প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত কোনও সুরক্ষা হ্রাস করতে পারি না।এখানে সুরক্ষা স্পষ্টভাবে শব্দ থেকে প্রবাহিত হয় এবং এমন কোনও কিছুই নেই যার ভিত্তিতে আর্ট থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। '<unk> 29 (1)।

20. কেরালা ***রাজ্যে, ইত্যাদি বনাম খুব রেভ। মাদার প্রাদেশিক ইত্যাদি, এই আদালতের***[ছয়] বিচারকের একটি বেঞ্চ কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 19699 এর কিছু বিধানকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করেছিল।সংশ্লিষ্ট বিধানগুলির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই আদালত নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছিলেনঃ -

> "১৬. ধারা ৫৩, উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে এমনকি অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের পদক্ষেপের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।একইভাবে, উপ-ধারা (4) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট থেকে শিক্ষক নির্বাচনের অধিকার কেড়ে নেয়।উপ-ধারা (4) এ যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া বা উপ-ধারা (1) এ সিনিয়রটি-কাম-ফিটনেসের উপর জোর দেওয়া পরিস্থিতি রক্ষা করে না।ক্ষমতাটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট পরিচালনা দ্বারা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা দ্বারা প্রয়োগ করা হয়।প্রকৃতপক্ষে উপ-ধারা (9) পরিচালনা পর্ষদ বা ম্যানেজিং কাউন্সিলের পদক্ষেপে আক্রান্ত যে কোনও ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের কাছে আপিলের অধিকার দেয় এবং এইভাবে সিন্ডিকেটকে এই বিষয়গুলিতে চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করে তোলে।এর সাথে মিলিত হ 'ল উপাচার্য এবং সিন্ডিকেটের উপ-ধারা (2) এবং (4) এর ধারা 56 এর ক্ষমতা।'

20. 1 এরপরে, এই আদালত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উত্তোলন করেছিল যা পরিচালনা কমিটি এবং ম্যানেজিং কাউন্সিলের কাছ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেছিল।হাইকোর্টের যে সিদ্ধান্তে দেখা গেছে যে আল্ট্রা বায়ার হওয়ার বিধানগুলি এই আদালত দ্বারা নিম্নরূপে নিশ্চিত করা হয়েছেঃ -

> "19. বিধানগুলির উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলাফল যা সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে তা প্রকাশ করে যে

সংবিধানের আলোকে সত্যিকারের অবস্থানের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সঠিক ছিল।আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত যে ধারা 48 এবং 49 এর উপ-ধারা (2) এবং (4) আল্ট্রা বায়ার অনুচ্ছেদ 30 (1)।প্রকৃতপক্ষে আমরা মনে করি যে এই দুটি বিভাগের উপ-ধারা (6) এছাড়াও আল্ট্রা বায়ার।তারা অন্য দুটি অংশের চেয়ে বেশি অপরাধ করে যার মধ্যে তারা একটি অংশ এবং পার্সেল।আমরা এও সম্মত হই যে ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) এবং (৯), ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এবং (৪) ধারা ৪৮ এবং ৪৯ এর সাথে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অতিমাত্রায় ভাইরাস।আমরা এই উপ-বিভাগগুলি সম্পর্কে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করি না।আমরা এও সম্মত হই যে ধারা 58 (যতক্ষণ না এটি অযোগ্যতা সরিয়ে দেয় যা প্রতিষ্ঠাতারা সম্মত হতে পছন্দ করতে পারে না) এবং ধারা 633 সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 30 (1) এর অতিমাত্রায় নিবন্ধ।উচ্চ আদালত বলেছে যে আবেদনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভয়ই ভারতের নাগরিক হওয়ায় এই বিধানগুলি (ধারা 633 ব্যতীত) অনুচ্ছেদ 19 (1) (চ) এর বিরুদ্ধেও আপত্তিজনক।এটি সর্বপ্রথম বিতর্কিত হয়েছিল কমপক্ষে এখন পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত।সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলি 14 অনুচ্ছেদে আবেদন করেছিল এবং বৈষম্যের অভিযোগ করেছে।যাইহোক, কার্যবিধির পরবর্তী পর্যায়ে জনাব মোহন কুমারমঙ্গলাম বলেছিলেন যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত যে কোনও বিধান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের

> বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হবে না তা বলার জন্য তাঁর নির্দেশনা ছিল।সুতরাং এটি কেবল সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অনুচ্ছেদ 19 (1) (চ) এর অধীনে বিষয়টি বিবেচনা করার কাজ থেকে আমাদের মুক্তি দেয়।ধারা 633 এর বিধানগুলি উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানকে একইভাবে প্রভাবিত করে এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই তাকে আল্ট্রা বায়ার হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। '

21. ডিএভি ***কলেজ ইত্যাদিতে.. বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য 11, এই*** আদালতের পাঁচ বিচারকের একটি বেঞ্চ গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয়, অমৃতসর, আইন, 19699 এর কিছু বিধানের চ্যালেঞ্জ এবং এরপরে জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলি বিবেচনা করেছিল।আইনের ধারা 2 (1) (ক) এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলিতে ভর্তির জন্য আবেদন করা একটি কলেজকে সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত 20 জনেরও বেশি লোকের সমন্বয়ে একটি নিয়মিত গঠিত পরিচালনা কমিটি থাকতে বাধ্য ছিল যার মধ্যে দু 'জনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।1 Section অনুচ্ছেদে প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত কর্মীদের উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং পরবর্তী যে কোনও পরিবর্তন উপাচার্যের অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাতে হবে।এই বিভাগগুলি আবেদনকারীদের মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করে এই আদালত দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।আলোচনা চলাকালীন এই আদালত নিম্নরূপ বলেছেনঃ -

> "36. আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে রেভ। ফাদার ডাব্লু প্রস্ট এবং ওরসে। ভি।বিহার ও ওরস. 11 রাজ্য, ধারা 48 (এ)

এর বিধানগুলিতে সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি সহ সমস্ত অনুমোদিত কলেজের শিক্ষকদের নির্বাচন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিষেবা কমিশন কর্তৃক হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অধিকার।সেক্ষেত্রে আবেদনটি আদালতে বিচারাধীন থাকাকালীন বিহার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ধারা 48 (বি) যুক্ত করা হয়েছিল যার মাধ্যমে ধারা 48 (এ) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সংস্থাগুলিকে অনুমোদনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছিল কমিশন এবং সিন্ডিকেট, আবেদনকারীরা ধারা 48 (বি) এর অধীনে অব্যাহতি দাবি করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অনুমোদিত কলেজ হিসাবে তাদের ধারা 48 (এ) থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং যদি এই আবেদনটি গৃহীত হয় তবে তারা এই আবেদনটি প্রত্যাহার করবেন যা অতিরিক্ত পরিমাণে পরিণত হয়েছিল।এমনকি এই প্রার্থনাটি রাজ্য দ্বারা গৃহীত হয়নি এবং ফলস্বরূপ এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে তারা দাবি করা ছাড়ের অধিকারী ছিল।এই সিদ্ধান্তটি এই প্রস্তাবের কোনও কর্তৃত্ব নয় যে এমনকি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্যের অনুমোদনে নিয়োগ, বরখাস্ত বা অপসারণের প্রয়োজনীয়তাও অনুচ্ছেদের অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার লঙ্ঘন করে না। 30 (1)।

37. আমাদের দৃষ্টিতে আবেদনকারী কলেজগুলির পরিচালনার অধিকারে সিদ্ধান্তহীনভাবে হস্তক্ষেপ করে

এমন বিধিগুলির পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা 2 (1) (ক) এবং 17-এ থাকা বিধানগুলির কোনও সম্ভাব্য যৌক্তিকতা নেই।সুতরাং এই বিধানগুলি অধিভুক্তির শর্ত হিসাবে তৈরি করা যায় না, যার অমান্যতা অস্বীকারের সাথে জড়িত এবং ফলস্বরূপ তাদের অনুচ্ছেদ 30 (1) এর আপত্তিজনক হিসাবে আঘাত করতে হবে।

38. ধারা 18 তবে আমাদের দৃষ্টিতে ক্লজ 17 এর মতো একই উপাচারের শিকার হয় না কারণ সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যতটা বিধান প্রযোজ্য তা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষকদের পরিষেবা ও আচরণ পরিচালনার বিধি দ্বারা নির্ধারিত করার ক্ষমতা দেয় যা কার্যকর করা হয়েছে তাদের দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থ।উদাহরণস্বরূপ এটি অবসর গ্রহণের বয়সের বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করতে পারে বা সাধারণভাবে বা নির্দিষ্ট বিষয়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারে।সমস্ত বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষকদের পরিষেবা এবং আচরণের শর্তে অভিন্নতা সম্প্রীতির জন্য তৈরি করবে এবং হতাশা এড়াবে।অবশ্যই উল্লেখ করা বিষয়গুলির বিষয়ে অধ্যাদেশ করার ক্ষমতা অবিস্মরণীয়, যদি অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃতি হয় তবে অধ্যাদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আমদানির উপর নির্ভর করবে এবং যে পদ্ধতিতে এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে পারে, যার সম্পর্কে এখন পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। "

২২. আহমেদাবাদ ***সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি এবং অন্য একটি বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্য ৫***[সংখ্যালঘু] দ্বারা পরিচালিত একটি কলেজের জন্য গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮৯ এর কিছু বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা এই আদালতের নয় বিচারকের বেঞ্চের সামনে ছিল।30 অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী হিসাবে তিন সেট বিধানকে অভিশংসিত করা হয়েছিল, যেমন। (i) ধারা 40 এবং 41 এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি দ্বারা পরিচালিত **হবে** যা শিক্ষক এবং টিউটোরিয়াল কর্মীদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবস্থা করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন দিতে পারে এবং এই জাতীয় কলেজগুলির দ্বারা শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য প্রদত্ত সুবিধাগুলি সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে <unk> (ii) ধারা 33 এ (1) (ক) এবং 33 এ (1) (খ) যার অধীনে প্রতিটি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালনা পর্ষদের অন্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, উপাচার্য কর্তৃক **মনোনীত** বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং কলেজের শিক্ষকদের তিন প্রতিনিধি এবং কলেজের শিক্ষার্থী এবং কলেজের সদস্যদের সদস্যদের কমপক্ষে একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।অধিকন্তু, ধারা 33 এ (1) (খ) এর অধীনে, শিক্ষকতা কর্মীদের অধ্যক্ষ ও সদস্যদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে, একটি বাছাই কমিটি থাকবে, যা অধ্যক্ষের নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকতা কর্মীদের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে, উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং এই জাতীয় শিক্ষকের দ্বারা

শেখানো বিষয় সম্পর্কিত বিভাগের প্রধান <unk> (iii) ধারা ৫১ এ এবং ৫২ এ যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অনুমোদিত কলেজের শিক্ষক ও নন-টিচিং কর্মীদের কোনও তদন্ত ব্যতীত চাকুরী থেকে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদমর্যাদায় হ্রাস করা যাবে না <unk> উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত না হলে এ জাতীয় কোনও সদস্যের চাকরির অবসান বৈধ হবে না <unk> এবং কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং শিক্ষকতা বা নন-টিচিং স্টাফের মধ্যে যে কোনও বিরোধ **অবশ্যই** কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য বা নন-টিচিং এর সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হতে হবে।

22. 1.রায়, সিজে, নিজের জন্য এবং পালেকার, জে দ্বারা রচিত শীর্ষস্থানীয় রায়টিতে সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অধীনে 'পরিচালনার অধিকার' <unk> এর পরিমাণ এবং উক্ত অধিকারের প্রস্থের উপর নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ -

> "19..... পরিচালনার অধিকারটি চারটি মূল বিষয় নিয়ে গঠিত বলে জানা গেছে।প্রথমত এর পরিচালনা বা পরিচালনা কমিটি বেছে নেওয়ার অধিকার।বলা হয়ে থাকে যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নিজস্ব কমিটি বা সংস্থার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে।দ্বিতীয়টি তার শিক্ষক বাছাই করার অধিকার।বলা হয়ে থাকে যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি চায় শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হন।তৃতীয়টি শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য না হওয়ার অধিকার।অন্য কথায়, সংখ্যালঘু

প্রতিষ্ঠানগুলি একাডেমিক যোগ্যতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত বিধি সাপেক্ষে তাদের পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকার পেতে চায়।চতুর্থটি তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য তার সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যবহারের অধিকার।

২০. ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অধিকার নিখুঁত অধিকার নয়।এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত নয়।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত চরিত্র এবং বিষয়বস্তু বজায় রাখার জন্য যেমন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তেমনি সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।কেরালার শিক্ষা বিল মামলায় দাস, সিজে, এক বাক্যে এই বলে প্রশাসনের অধিকারের প্রকৃত অর্থের সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছিলেন যে প্রশাসনের অধিকার মাল-প্রশাসনের অধিকার নয়।

22. 1. 1 একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের গুরুত্ব বিবেচনা করার সময় রায়, সিজে বলেছিলেনঃ -

"৩০. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার মন্দির।মানব বুদ্ধিমত্তার গুণাবলী শিক্ষার দ্বারা দক্ষ এবং সুরেলা হয়।যেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষকদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে, যেখানে শিক্ষক প্রদান করে এবং শিক্ষার্থী গ্রহণ করে, যেখানে শিক্ষকের সম্পূর্ণ উত্সর্গ রয়েছে এবং শেখার ক্ষেত্রে শেখানো হয়, যেখানে শিক্ষক এবং শেখানো উভয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা রয়েছে, যেখানে উভয়ই উপাসক শেখার,

কোনও বিভেদ বা চ্যালেঞ্জ উত্থাপিত হবে না।যখন শিক্ষক এবং শিক্ষকরা জ্ঞানের সাধনার সাধারণ আদর্শের সাথে নিযুক্ত হন তখন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলে।সুতরাং এটি প্রকাশিত যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং চরিত্রটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার রয়েছে।এই অধিকারটি সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম রেন্ডার করার বাধ্যবাধকতা এবং কর্তব্যকে বোঝায়।প্রশাসনের অধিকারে, ভাল শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পরিষেবার শর্তাদি নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার আকারে চেক এবং ব্যালেন্স প্রয়োজন।প্রশাসনের অধিকার হ 'ল সুষ্ঠু প্রশাসনের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের সাথে মেজাজ করা।সেরা প্রশাসন সংখ্যালঘুদের কোনও চিহ্ন বা রঙ প্রকাশ করবে না।একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে অনুকরণীয় পরিবেশনায় আলোকিত হওয়া উচিত।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে যে সর্বোত্তম প্রশংসা দেওয়া যেতে পারে তা হ 'ল এটি তার সংখ্যালঘু চরিত্রের উপর নির্ভর করে না বা ঘোষণা করে না।

31. প্রবিধানগুলি যা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ পরিবেশন করবে, প্রবিধানগুলি যা শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করবে ভাল প্রশাসনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে।অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য শিক্ষকদের দক্ষতার স্বার্থে প্রবিধান, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও ন্যায্যতা প্রয়োজনীয়।

32. জাতির অখণ্ডতা বিকাশে শিক্ষার একটি দুর্দান্ত সম্মিলিত শক্তি হওয়া উচিত।শিক্ষা জাতির নীতি বিকাশ করে।প্রবিধানগুলি তাই দেখতে হবে যে প্রশাসনে কোনও বিভাজনকারী বা বিচ্ছিন্ন শক্তি নেই। "

(জোর দেওয়া)

22. 1. 2 বিদ্বান প্রধান বিচারপতি উপসংহারে পৌঁছেছিলেনঃ -

45. এই কারণে 40,41,33-এ (1) (ক), 33-এ (1) (খ), 51-এ এবং 52 এ ধারায় থাকা বিধানগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যাবে না।এই বিধানগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।

46. একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত লক্ষ্যও সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান শেখার অগ্রগতি।এই আদালত ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে যে শিক্ষার মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিন্নতা অর্জনের জন্য কেবল শিক্ষাগত এবং একাডেমিক বিষয়গুলিতে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করা জায়েয নয়, কাম্য।

47. প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকবে বলে দাবি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।প্রশাসন দক্ষ ও সুদৃ. ৃ এবং প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক চাহিদা পূরণ করবে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের উপর নজরদারি প্রয়োজন হতে পারে।সংখ্যালঘুদের তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার এর অংশ হিসাবে সুশাসনের একটি পারস্পরিক কর্তব্য জড়িত।

48. শিক্ষক এবং শেখানো তাদের নিজস্ব একটি বিশ্ব গঠন করে যেখানে প্রত্যেকে শেখার ভোটার।তাদের কোনও পার্থক্য জানা উচিত নয়।তাদের সম্প্রীতি শেখার নিবেদিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুসরণের উপর নির্ভর করে।সংখ্যালঘুদের প্রশাসনের ক্ষেত্রগুলি শিক্ষাকে সবচেয়ে দুর্দান্ত করে তোলার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য সামঞ্জস্য করা উচিত।এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যটি অনুসরণ করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি যে কোনও সম্প্রদায় এবং পার্থক্য নির্বিশেষে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের একসাথে শিক্ষার উপাসনার স্থান। "

(জোর দেওয়া)

22. 2 পূর্বোক্ত বিধানগুলির বিষয়ে বিদ্বান প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হওয়ার সময়, জগন্মোহন রেড্ডি জে নিজের এবং আলাগিরিস্বামী জে এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন, সময়ে সময়ে এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য আসা বিভিন্ন বিধিবিধানের বিধানগুলিও সংক্ষিপ্ত করেছিলেন।।রে-তে মতামত হিসাবেঃকেরালা শিক্ষা বিল, 19579, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

"কেরালার শিক্ষা বিল, 1957-এ সংবিধানের 143 অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি রেফারেন্সের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার সময় এই আদালত প্রথম অনুচ্ছেদ 29 (1) এবং 30 (1) এর অধীনে অধিকারের ক্ষেত্র এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন।এই রেফারেন্সে রাষ্ট্রপতির কাছে যে প্রতিবেদনটি করা হয়েছিল, তা সত্য, পরবর্তী

কোনও ক্ষেত্রে এই আদালতের উপর বাধ্যতামূলক নয়, যেখানে কোনও কংক্রিটের ক্ষেত্রে কোনও অনুরূপ বিধানের অধীনে অধিকারের সীমানা প্রশ্নে বলা যেতে পারে, যদিও তা রয়েছে দুর্দান্ত ওজনের অধিকারী।143 অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালত তার মতামত প্রকাশ করে যদি তা বেছে নেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এটি তার মতামত প্রকাশ করতে অস্বীকার করতে পারে, দাসের অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত এস্টেট ডিউটির রে লেভিতে, কেরালার শিক্ষা বিল, 1957-এ সিজে।কিছু ক্ষেত্রে মতামত নির্দিষ্ট বর্ণিত পরিস্থিতি বা কিছু অনুমিত বা অনুমানমূলক পরিস্থিতির উপর ***ভিত্তি করে হতে পারে যেখানে***[12] এই আদালতের সামনে একটি কংক্রিট মামলায় 12 1944 এফসিআর 317 অনুচ্ছেদের অধীনে 133 অনুচ্ছেদের অধীনে বা বিশেষ ছুটির মাধ্যমে আবেদন করা যেতে পারে 32 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন, 141 অনুচ্ছেদ অনুসারে এটি দ্বারা ঘোষিত আইন ভারতের ভূখণ্ডের সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।তবুও দাসের অনুচ্ছেদ 29 (1) এবং অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকারের বিভিন্ন দিকগুলির প্রকাশ, সিজে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে কথা বলছেন, অত্যন্ত স্পষ্টতা, দুর্দান্ত স্পষ্টতা এবং প্রজ্ঞার সাথে এই আদালত যে পাঠ্য থেকে আঁকেন তার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে এর ভরণপোষণ।এই আদালত যে পরিমাণে এই নীতিগুলি কংক্রিট মামলায় প্রয়োগ করেছে, তাতে দাস, সিজে যা

[12] 1944 FCR 317

পর্যবেক্ষণ করেছেন তার সাথে কোনও বিরোধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না, এই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকা সিদ্ধান্তগুলি প্রথম দিকের হিসাবে বিবেচিত হবে এই মামলাগুলি পরিচালনা করুন, যদি না এই বৃহত্তর বেঞ্চ তাদের থেকে পৃথক হতে বেছে নেয়। '

22. 3 খান্না, জে তার একমত মতামত অনুসারে, বিধিগুলি কতটা নির্ধারিত হতে পারে তা বিবেচনা করেঃ -

"90. আমরা এখন অনুচ্ছেদ 30 এর ধারা (1) দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারের সুযোগ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করতে পারি।এই ধারাটি সমস্ত সংখ্যালঘুদের ধর্ম বা ভাষার উপর ভিত্তি করে তাদের পছন্দের শিক্ষামূলক নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে।সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারের ক্ষেত্রে ধারা দ্বারা প্রদত্ত অধিকারটি নিখুঁত শর্তে এবং বিধিনিষেধের সাপেক্ষে নয়।সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার অবশ্য এই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিধিবিধান তৈরি করতে বাধা দেয় না।সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রবিধানগুলি অগত্যা তৈরি করতে হবে।এগুলি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এটি শিক্ষার জন্য কার্যকর যান হিসাবে তৈরি হয়।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারটি স্পষ্টতই মাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবাসন রোধ করার পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত একটি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন বা ধারাবাহিকতা রোধ করার জন্য প্রবিধান তৈরি করা যেতে পারে।রাজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে প্রবিধান নির্ধারণ করতে পারে।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানদণ্ডের প্রেসক্রিপশন সংস্থাগুলি পরিচালনার সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে না।নির্দেশ, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার এবং এর মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে প্রবিধানগুলি নিঃসন্দেহে আরোপ করা যেতে পারে।এই জাতীয় বিধিগুলি ডানটির পদার্থের উপর বিধিনিষেধ নয় যা গ্যারান্টিযুক্ততারা শিক্ষাগত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে [রেভ। সিদ্ধজভাই সভাই 10 পি-তে শাহ, জে। এর পর্যবেক্ষণ দেখুন।850]।হিদায়াতুল্লাহ যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, খুব রেভ। মাদার প্রাদেশিক 4 এর ক্ষেত্রে সিজে মানদণ্ডগুলি দেহের রাজনৈতিক উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং দেশ ও জনগণের অগ্রগতির বিবেচনায় নির্ধারিত হয়।সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি পরীক্ষার জন্য সিলেবি প্রতিষ্ঠা করে তবে অবশ্যই তাদের অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত, তবে সংস্থাগুলি যে বিশেষ বিষয়গুলি শেখানোর চেষ্টা করতে পারে, এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজ্য শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের শর্ত এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে students।এই জাতীয় বিধিগুলি সরাসরি পরিচালনার উপর বহন করে না যদিও তারা পরোক্ষভাবে এটি প্রভাবিত করতে পারে।তবুও *শিক্ষা, শিক্ষাগত মান* এবং জড়িত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার রাষ্ট্রের অধিকারকে অস্বীকার করা

যায় না।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের *প্রত্যাশিত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডের নিচে,* বা পরিচালনার একচেটিয়া অধিকারের আড়ালে, সাধারণ প্যাটার্ন অনুসরণ করতে অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।যদিও পরিচালনা তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারা অন্যের সাথে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হতে পারে।

91. আমার মতে, মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখের আগে নিয়মিত বেতন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিধি তৈরি করা জায়েয।প্রবিধানগুলি ভালভাবে সরবরাহ করতে পারে যে প্রতিষ্ঠানের তহবিল শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ব্যয় করা উচিত, বহিরাগত উদ্দেশ্যে নয়।প্রবিধানগুলিতে প্রতিষ্ঠানের তহবিলের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের পকেটে বা অন্য কোনও উপায়ে তাদের আত্মসাৎ রোধ করার বিধানও থাকতে পারে।প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টগুলির নিরীক্ষণের বিধানগুলি অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণযোগ্য হবে।তেমনিভাবে, প্রবিধানগুলি সরবরাহ করতে পারে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং কর্মীদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনও ক্রিয়াকলাপে দোষী হওয়া উচিত হয়নি।সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতোই জাতির অংশ, এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে জড়িত যে কোনও কিছুই অবশ্যই তার চূড়ান্ত কার্যক্রমে অবশ্যই এই বিশাল ভূমিতে বসবাসকারী সকলের স্বার্থকে প্রভাবিত করবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু অংশের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা

নির্বিশেষে জনসংখ্যা.সুতরাং সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সংখ্যালঘু সংস্থাগুলিকে যে সুরক্ষা দেওয়া হয় তা জাতীয় স্বার্থকে বিপর্যয়কর কিছু করার জন্য চাদর হিসাবে ব্যবহার করা হয় না তা নিশ্চিত করা।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশবিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধের বিধিগুলি তাই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে।

92. একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার রোধে যে বিধিবিধান তৈরি করা হয়েছে তা 30 অনুচ্ছেদের ধারা (1) কে আপত্তিজনক বলা যায় না।একই সাথে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে বিধিবিধান তৈরির ক্ষমতার অধীনে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র থেকে বিচ্যুত হবে বা সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারের উপর চাপিয়ে দেবে এমন কিছুই করা হয়নি। পছন্দ।30 (1) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারটি বাস্তব এবং কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং নিছক ধার্মিক এবং বিমূর্ত অনুভূতি নয় <unk> এটি বাস্তবতার প্রতিশ্রুতি এবং উত্যক্ত মায়া নয়।এই জাতীয় অধিকারকে কোনও নিয়ম হিসাবে মাস্কারেডিং দ্বারা কোনও পদক্ষেপের দ্বারা হুইটল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।এই আদালত রেভ। সিদ্ধজভাই সভাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, অনুদান বা স্বীকৃতি পাওয়ার শর্ত হিসাবে আইনত বা কার্যনির্বাহী পদক্ষেপ দ্বারা আইনীভাবে আরোপিত হতে পারে এমন বিধিগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার চরিত্রটি কার্যকর রাখার সময় প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর করার জন্য নির্দেশিত *হতে হবে একটি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।এই জাতীয়

নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই দ্বৈত পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে- যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাটি যে এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত চরিত্রের নিয়ন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা এটি অবলম্বন করে এমন অন্যান্য ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত।

উক্ত কর্তৃপক্ষ সর্বদা বিধিবিধান নির্ধারণ করতে পারে এবং জোর দিয়ে বলতে পারে যে এটি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বা স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তাদের মেনে চলতে হবে।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা অস্বীকার করার ফলে এর আসল সারমর্মের অধিভুক্তি বা স্বীকৃতি ধারণাটি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও নির্দিষ্ট মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অধিভুক্তি বা স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না।প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত মানদণ্ডের সত্যই অধিভুক্তি বা স্বীকৃতির ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করে।সুতরাং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিধিবিধান নির্ধারণ করা জায়েয যা কোনও প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি এবং স্বীকৃতি চাইতে এবং ধরে রাখতে পারার আগে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানের প্রেসক্রিপশনে কোনও সীমাবদ্ধতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।যতক্ষণ না এই দিকটি সম্পর্কিত, প্রবিধানগুলি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সংবিধান তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলি সেই

অধিকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।সুতরাং, দুটি উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের মান নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।দুটি উদ্দেশ্য আলিঙ্গন এবং পুনর্মিলন করে এমন বিধিগুলি যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

অবশ্যই, রাজ্য এবং এর শিক্ষাগত কর্তৃপক্ষের পক্ষে শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা জায়েয, তবে একবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে গেলে, রাজ্যের নির্বাচনের ভেটো দেওয়ার অধিকার থাকবে না এই শিক্ষক।একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সংখ্যালঘুদের অনুচ্ছেদ 30 (1) লঙ্ঘন না করে এ জাতীয় নির্বাচন ও নিয়োগের অধিকারকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা যায় না।রেভ। ফাদার ডাব্লু। প্রস্ট 11 এর ক্ষেত্রে এই আদালত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা 48-এ নিয়ে কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে উক্ত বিধানটি কলেজের গভর্নিং বডির স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কেড়ে নিয়েছিল এবং কলেজের নিয়ন্ত্রণকে কার্যত অর্পণ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিষেবা কমিশন।এই ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের সুরক্ষার অধিকারী ছিলেন।এই বিভাগের বিধানগুলি আগে উল্লেখ করা

হয়েছে।বিভাগ অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগের অনুমোদনের সাপেক্ষে, বরখাস্ত, অপসারণ, চাকরির অবসান বা রাজ্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনও অনুমোদিত কলেজের শিক্ষকদের পদমর্যাদা হ্রাস *করতে হবে কলেজের পরিচালনা*পর্ষদ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পরিষেবা কমিশনের সুপারিশ।এই বিভাগে আরও বলা হয়েছে যে কলেজের শিক্ষকদের প্রভাবিত সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়ে উক্ত কমিশনের সাথে কলেজের গভর্নিং বডির পরামর্শ নেওয়া হবে এবং কলেজের শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বা তার সাথে সামঞ্জস্য না করে কোনও শাস্তিও দেওয়া হবে না। কমিশনের অনুসন্ধান

104. গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিএভি কলেজের ক্ষেত্রে, গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (অমৃতসর) আইনের অধীনে সংবিধি 1 17 প্রণীত হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত কর্মীদের উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং পরবর্তী সমস্ত পরিবর্তনগুলি উপাচার্যের অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হবে।এই আদালত বলেছিল যে সংবিধি 17 আবেদনকারী কলেজগুলির পরিচালনার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং যেমন অনুচ্ছেদ 30 (1) কে ক্ষুব্ধ করেছে।

105. যদিও সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে থাকবে, তবে আমার মতে, শিক্ষকদের চাকরির যথাযথ শর্ত নিশ্চিত করার জন্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু

পদ্ধতি সুরক্ষার জন্য প্রবিধান তৈরি করা যেতে পারে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেশিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণনা করা হয় এমন বিধানগুলির ফলে মেয়াদের সুরক্ষা পাওয়া যায় এবং এইভাবে অনিবার্যভাবে শিক্ষকদের পদগুলির জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করা যায়।এ জাতীয় বিধান শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার সম্ভাব্য কারণও দূর করবে।এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিগুলি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বিবেচনা করা উচিত এবং যেমন তারা অনুচ্ছেদ 30 (1) লঙ্ঘন করবে না। "

(জোর দেওয়া)

22. 4 তার একমত দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যাথিউ, জে নিজের পক্ষে কথা বলছেন এবং চন্দ্রচুদ, জে। (তত্কালীন বিদ্বান প্রধান বিচারপতি হিসাবে) বিধিগুলি কতটা নির্ধারিত হতে পারে তাও মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ -

"174. আমরা এই প্রস্তাবটি সাবস্ক্রাইব করা অসম্ভব বলে মনে করি যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত কোনও প্রবিধান অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকারকে কেড়ে নেয় বা হ্রাস করে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানদণ্ড রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তা।কোনও আইনসভা যদি রাষ্ট্র বা সমাজের স্বার্থে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে তবে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীন অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে বন্ধ হয়ে যাবে।এটি স্ববিরোধী বলে মনে হয় যে সংবিধান নির্মাতারা যে অধিকারটি নিরঙ্কুশ হতে চেয়েছিলেন তা বিধিবিধানের অধীনে থাকতে পারে যা

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার নেবুলাস এবং স্থিতিস্থাপক পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট করে।অন্যান্য মৌলিক অধিকারের বিপরীতে সংবিধানের তৃতীয় অংশে এই অধিকারকে নিখুঁত শর্তে অন্তর্ভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের নাগাল থেকে প্রত্যাহার করা।সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা কল্পনা করা হিসাবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার প্রোটিন ধারণা দ্বারা নির্ধারিত বিধিগুলির আজ অধিকারকে সাপেক্ষে হ 'ল অধিকারটি যে উদ্দেশ্যটির জন্য দেওয়া হয়েছিল তা হ্রাস করা।

175. তারপরে অতিরিক্ত বিধিগুলি কী যা বৈধভাবে একটি ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে যা সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেয় এবং স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি চায়?

176. কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেওয়া হয়, যথা, এটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাগত মান পৌঁছেছে।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষায় অংশ নিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত একটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সক্ষম করার লক্ষ্যে স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি চাওয়া হয়।সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষার মান অর্জন করতে পারে।স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আগ্রহ তৈরি করে তা নিশ্চিত

করার জন্য যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি উদ্দেশ্যযুক্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এবং যে কোনও প্রবিধান যা সেই উদ্দেশ্যটি সংরক্ষণ বা অগ্রসর করবে তা যুক্তিসঙ্গত হবে এবং ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না বা এই বিধিগুলি জমা না দিয়ে অধিভুক্তি।এটি স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির দামঃতবে এর অর্থ এই নয় যে এটি সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত কোনও অধিকার বা স্বাধীনতার আত্মসমর্পণের জন্য একটি বিধিবিধানের কাছে জমা দেওয়া উচিত, যা স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত নয়।অন্য কথায়, স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি এমন একটি সুবিধা যা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয়, সেখানে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষায় বসার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, এবং অতএব, এটি ধরে রাখার কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে যে কোনও বিধিবিধান যা উদ্দেশ্যটির সাথে সম্পর্কিত নয় তা আরোপ করা যাবে না।স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির পাশাপাশি যদি কোনও ধর্মীয় সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেওয়া হয়, তবে যে উদ্দেশ্যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তার জন্য এই সহায়তা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আরও বিধিবিধান অনুমোদিত হবে।বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দু হ 'ল ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি অধিভুক্তি বা স্বীকৃতি চায় তবে আইনসভা বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবিধান থেকে সম্পূর্ণ

দায়মুক্তি দাবি করতে পারে না তবে অনুমোদিত বিধিগুলির চরিত্রটি অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যটির উপর নির্ভর করবে।যেমনটি আমরা বলেছি, এই জাতীয় বিধিগুলি যদি স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির বিষয়টিকে সুরক্ষিত বা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক হয় তবে তা অনুমোদিত হবে।সীমান্ত লাইনের ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন যেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ সত্যই স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করে কিনা।তবে এটি নীতি প্রশ্নে প্রভাব ফেলবে না।প্রতিটি ক্ষেত্রে, যখন কোনও বিধিবিধানের যুক্তিসঙ্গততা আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য আসে, তখন জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তর দেওয়া প্রশ্নটি হ 'ল এই বিধিটি সংরক্ষণ করার জন্য গণনা করা হয় বা কার্যকরভাবে স্বীকৃতি বা অধিভুক্তির উদ্দেশ্যটি সংরক্ষণ করবে, যথা, শ্রেষ্ঠত্ব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং এটি অবলম্বন করে এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য একটি বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠান।কোনও বিধিবিধান জনসাধারণের স্বার্থে রয়েছে কিনা এই প্রশ্নের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, যদি এটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য যানবাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বকে অগ্রসর না করে, তবে একমাত্র অনুমোদিত বিধিবিধানগুলি হ 'ল যা এর কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে সুবিধার উদ্দেশ্য, যথা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তাদের শিক্ষাগত মানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব।এই কারণেই এই আদালত বারবার বলেছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং এর অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত না হলে সাধারণ জনস্বার্থকে এগিয়ে

নেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধিবিধান গণনা করা হয় কিনা এই প্রশ্নের কোনও ফল হয় না।

182. এটি একটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বর এবং মেজাজ নির্ভর করে।তাদের উপর নির্ভর করবে এর খ্যাতি, শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষাদানের দক্ষতার উপর।অধ্যক্ষকে বাছাই করার এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সামগ্রিক মূল্যায়নের পরে ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার অধিকার সম্ভবত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য বা বিভাগের প্রধানের জেদের জন্য বাছাই কমিটিতে থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটিতে থাকার কোনও কারণ আমরা বুঝতে পারি না। শিক্ষকতা কর্মীদের সদস্য।যতক্ষণ নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা থাকে ততক্ষণ পছন্দটি অবশ্যই পরিচালনার উপর ছেড়ে দিতে হবে।এটি সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার মৌলিক অধিকারের অংশ। "

(জোর দেওয়া)

22. 5 তাঁর একমত মতামত অনুসারে, বেগ, জে। (তত্কালীন বিদ্বান প্রধান বিচারপতি হিসাবে) তবে কিছুটা আলাদা ছন্দকে আঘাত করেছিলেন।শুরুতে তিনি বলেছিলেনঃ -

> 197..... তবে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, অধিকার এবং কর্তব্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এটি অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে সংখ্যালঘুদের এই বিস্তৃত অধিকারের পরিধি থেকে অনুসরণ করে যারা তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারে না বা তার বিশ্বাসে সাবস্ক্রাইব করতে পারে তাদের এমনকি সাধারণ বা অ-বর্ণবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান করতে পারে, যখন কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষার এই বিস্তৃত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই নিখরচায় পছন্দের কারণেই, এটি দেশে এই জাতীয় শিক্ষার সাধারণ প্যাটার্নের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা বেছে নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে, কমপক্ষে যখনই সেই পছন্দটি বিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে করা হয়।তার শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বা চরিত্র দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন একটি শিক্ষা দেওয়ার পছন্দটি অগত্যা '<unk> ধর্মনিরপেক্ষ' <unk> শিক্ষার ধরণ যা জাতীয় সংহতকরণ বা উচ্চতরকরণের উদ্দেশ্যগুলি প্রচার করে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রের পছন্দের অপরিহার্য প্রয়োজনের প্রতি সম্মতি জাগায় আমাদের সংবিধানের উপস্থাপিত এবং এটি দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়।যদি এ জাতীয় পছন্দ করা সংখ্যালঘুদের অধিকারের অংশ হয় তবে এটি সাধারণ প্যাটার্ন মেনে চলার

> জন্য তার বাধ্যবাধকতার অংশ হওয়া উচিত, যা অগত্যা পছন্দ থেকে অনুসরণ করে।এই জাতীয় পছন্দের যৌক্তিক ভিত্তি হ'ল নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান, যা এই জাতীয় সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান করতে পছন্দ করে, সেই উচ্চতর স্বাধীনতার পছন্দ করে যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে,' সংকীর্ণ ঘরোয়া দেয়াল 'যা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে জাতির পতন এবং পতন হবে.....

22. 5. 1 তাঁর দৃষ্টিতে সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারের সারমর্মের উপর ধারা 51 এ এবং 52 এ নামে তৃতীয় সংস্থার কোনও অযৌক্তিক দখল গঠন করা হয়নি।এটি পরিলক্ষিত হয়েছিলঃ -

> 212. আইনের ধারা 51-এ আমার কাছে প্রযোজ্য সকল কলেজের কর্মীদের বরখাস্ত, অপসারণ, পদমর্যাদা হ্রাস এবং সমাপ্তির জন্য সাধারণ শর্ত রেখেছিল বলে মনে হয়।আবার, আমাদের এখানে এ জাতীয় বিধানের বুদ্ধি বা অযৌক্তিকতা বা আইনের ধারা 51-এ এর যে কোনও অংশের বৈধতা বিবেচনা করতে হবে না যে এটি অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা প্রদত্ত ব্যতীত অন্য কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে) সংবিধানের।আমি উপরে যেমন ইঙ্গিত করেছি যে, কোনও সংস্থা পরিচালনা বা পরিচালনার অধিকারের সাথে বৃহত্তর হস্তক্ষেপকে কোনও আইন দ্বারা পরিচালিত কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য সংখ্যালঘুদের বিকল্প প্রয়োগের যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে অনুমোদিত হতে পারে, এর সমস্ত সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি, আমার কাছে মনে হয় যে ধারা 51-এ এর বিধানগুলি সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত সংখ্যালঘু

> প্রতিষ্ঠানের অধিকারের সারমর্মের উপর অযৌক্তিক অযৌক্তিক দখল গঠন করে না যা নির্বাচনের স্বাধীনতা নিয়ে গঠিত।অনুরূপ কারণে, আমি মনে করি না যে আইনের ধারা 52-এ সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ সংখ্যালঘু অধিকারের লঙ্ঘন গঠন করে যখন প্রতিষ্ঠানটি কোনও বিধিবদ্ধ অধিকারের পক্ষে নির্বাচন করে যা অগত্যা বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের সাথে জড়িত।অবশ্যই, যদি এই বিধানগুলি সমস্ত অনুমোদিত কলেজগুলির বিপরীতে কোনও ভিত্তিতে অবৈধ বলে ধরে রাখা যেতে পারে, তারা কোনও রাজ্যে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সেগুলি সেই ভিত্তিতে আবেদনকারী কলেজের বিরুদ্ধেও অবৈধ বলে ধরা যেতে পারে।তবে, যেমনটি আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আমরা এখানে এ জাতীয় ভিত্তি বা প্রশ্নগুলির সাথে মোটেই উদ্বিগ্ন নই। '

22. 5. 2 বেগ, জে, তারপরে এই আদালতের পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ -

> "221. স্পষ্টতই, এর অর্থ হ 'ল প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া পরিচালনার অধিকার শিক্ষার চরিত্র এবং এর মান নির্ধারণের অধিকার থেকে পৃথক।এটি ব্যাখ্যা করতে পারে যে কেন শিক্ষার 'মান' মোটেই 'পরিচালনার অংশ নয়' হিসাবে কথা বলা হয়েছিল।এর অর্থ হ 'ল পরিচালনার অধিকার, নিরঙ্কুশ শর্তে ভূষিত হওয়ার পরে, কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করা যায়নি যদিও সেই ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যটি রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত একটি সাধারণ প্যাটার্ন

দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে যা সিলেবি এবং মান নির্ধারণ করতে পারে শিক্ষা.নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য, আমি কাকে শেখানো উচিত এবং তাদের যোগ্যতা কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণের অধিকার থেকে শিক্ষার বিষয়গুলি এবং মানগুলি পৃথক করা খুব কঠিন বলে মনে করি।তদুপরি, যদি 'শিক্ষার মান' পরিচালনার অংশ না হয় তবে নিয়ন্ত্রণ থেকে পরিচালনার স্বাধীনতার নীতিতে এগুলি কীভাবে ব্যতিক্রম তা দেখা মুশকিল।আবার, যা সরাসরি লক্ষ্য করা হয়েছে তা যদি এর পরোক্ষ প্রভাব থেকে আলাদা করা হয় তবে শিক্ষকদের মেয়াদের সুরক্ষা এবং কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দ্বারা তাদের জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিধানগুলিও সরাসরি হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে নয় এর ব্যবস্থাপনার সাথে।প্রতিষ্ঠানে উপলব্ধ শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্ব উন্নত করতে এবং তাই শিক্ষার সাধারণ মান বাড়াতে তাদের আরও সঠিকভাবে ডিজাইন করা হিসাবে দেখা যেতে পারে।আমি মনে করি যে আমাদের পক্ষে এটি পৃথক করা সহজ কারণ আমাদের ব্যাখ্যার বিধানগুলি সম্পুর্ন আলাদা, যদিও, আমার আমার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমি সম্মানের সাথে জানাই যে আমি মানতে পারি না যে প্রত্যেকতি প্রস্তাব সঠিক। সেক্ষেত্রে 19699 সালের কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় আইন 9 এর বিধানগুলি সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছিল যা তাদের কার্যক্রম থেকে মুক্ত থাকার অধিকার দাবি করেছিল।যেমনটি আমি ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমাদের আগে ক্ষেত্রে, আইনের ধারা 38-বি দাবি

করা হলে আইনের ধারা 5,40 এবং 41 ব্যতীত বিধানগুলির বাধ্যবাধকতা থেকে পালানোর একটি ব্যবহারিকভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আমাদের সামনে আবেদনকারী কলেজকে সরবরাহ করে। এর পক্ষে করা সঠিক।

229. এটি হতে পারে যে সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদটি সংখ্যালঘুদের দ্বারা উপভোগ করা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতির একটি প্রাকৃতিক ফলাফল যা একটি গ্যারান্টি দ্বারা অপসারণ করতে হয়েছিল যা '<unk> টিজিং মায়া' <unk> এ হ্রাস করা যায়নি।তবে, সংখ্যালঘুদের পছন্দকে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে রাজ্য যে প্রতিনিধিত্ব করে তা পুরো সংগঠিত সমাজের প্রতি উদাসীনতা এবং উদাসীনতার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা কি বিভ্রান্তির চেয়ে বেশি কিছু? '

232. এমনকি যদি সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু সংস্থাগুলিকে পরিচালনার নিরঙ্কুশ ও নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে কেবল স্বাস্থ্য ও আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে একেবারে ন্যূনতম এবং নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে, এটি বোঝানো যায় না যখন কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং অ-সম্প্রদায়গত শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, মূলত এমন শিক্ষকদের নিয়োগ দেয় যারা সংশ্লিষ্ট বিশেষ সংখ্যালঘুদের সদস্য নয়, এবং যখন এটি তার আয়ের বৃত অংশ থেকে প্রাপ্ত হয় যারা নির্দিষ্ট সংখ্যালঘুদের সদস্য নয়

তাদের দ্বারা প্রদত্ত ফি।যারা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং এটি প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তবে যারা পরিচালনায় সংখ্যালঘুদের সদস্য নয় তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা এ জাতীয় বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত করা যেতে পারে।অন্য কথায়, যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণের ডিগ্রি পরিস্থিতি থেকে পৃথক হতে হবে।ইতিমধ্যে উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমি মনে করি যে আইনের ধারা 5,40 এবং 41 বাদে সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত আবেদনকারী সংখ্যালঘু পরিচালিত কলেজের অধিকারের উপর প্রত্যক্ষ ও অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি না যে অন্যান্য বিধানগুলির সেই প্রভাব রয়েছে।আমাদের সামনে বিবেচনাধীন পরিস্থিতিতে, আইনটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান, তার পক্ষ থেকে দাবি করা দাবির ভিত্তিতে, আইনের ধারা 5,40 এবং 41 ব্যতীত ধারা 38-এ অবলম্বন করে অপ্রয়োজনীয় বিধান থেকে পালানোর একটি উপায় করেছে। আইনের বি।

22.. 6 তার মতবিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিবেদী, জে নিয়ন্ত্রক ক্ষমতার পরিমাণ সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রকাশ করেছেনঃ -

"266. ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুসারে রাজ্যের নিয়ন্ত্রক ক্ষমতার পরিমাণ পৃথক হতে পারে।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারেঃ(1) সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশের প্রকৃতি অনুসারে।এটি ধর্মীয়,

সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত নির্দেশনা বা ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষা বা মিশ্র হতে পারে <unk> (2) রাষ্ট্র দ্বারা সহায়তা এবং স্বীকৃতি প্রদান অনুসারে।কিছু প্রতিষ্ঠান সহায়তা পেতে পারে <unk> অন্যরা নাও পারে।একইভাবে, কিছু প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেতে পারে <unk> অন্যরা নাও পারে।আরও কিছু থাকতে পারে যা সহায়তা এবং স্বীকৃতি উভয়ই পেতে পারে <unk> কেউ কেউ সহায়তা বা স্বীকৃতি নাও পেতে পারে।(3) প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষার মান দেওয়া হচ্ছে-প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর।(4) সামরিক একাডেমির মতো শিক্ষার প্রকৃতি অনুসারে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে রাজ্য বিভিন্ন কারণে প্রাণবন্তভাবে আগ্রহী।

267. নিয়ন্ত্রক শক্তির পরিমাণ শ্রেণি থেকে শ্রেণির পাশাপাশি একটি শ্রেণীর মধ্যেও পরিবর্তিত হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, সহায়তা এবং স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি উভয়েরই চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে হতে পারে।একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত নির্দেশনা প্রদানের চেয়ে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে হতে পারে।

268. একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠিত হবেঃ(1) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি, (2) শিক্ষকতা কর্মী, (3) নন-টিচিং স্টাফ, (4) শিক্ষার্থী <unk> এবং (5) বিভিন্ন ধরণের সম্পত্তি।এখানে আবার, নিয়ন্ত্রক শক্তির পরিমাণ এক উপাদান থেকে অন্য

> উপাদানগুলিতে পরিবর্তিত হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষকতা কর্মী এবং সম্পত্তি পরিচালনা সংস্থার রচনার চেয়ে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে হতে পারে।স্পষ্টতই, কোনও সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় পৃথক পৃথক চিকিত্সার জন্য চিহ্নিত করা যায় না।এই জাতীয় বৈষম্যমূলক আচরণের একটি নিয়ন্ত্রণ সভা 30 (1) অনুচ্ছেদে আপত্তিজনক হবে। '

22. 7 এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের অপারেটিভ অংশটি ছিলঃ -

23. গান্ধী ***ফয়েজ-এ-আম কলেজ, শাহজাহানপুর বনাম আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য একটি আদালতে এই***[13] আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ বিবেচনা করেছিল যে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সংবিধি 14 এ সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে কিনা।প্যারা 3 এ বর্ণিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ -

> "৩. আপিলকারী শাহজাহানপুরে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি নিবন্ধিত সমিতি।উদ্বেগজনকভাবে, সম্প্রদায়টি দেশে সংখ্যালঘু হিসাবে স্থান পেয়েছে এবং এটি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে 30 অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক কম্পাসের মধ্যে শিথিল করে 'সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান' বলা যেতে

[13] (1975) 2 SCC 283

পারে।প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ইতিহাস আমাদের আটকে রাখার দরকার নেই এবং এর বিবর্তনের দিকে দ্রুত নজর দেওয়া যথেষ্ট।এভি মিডল স্কুল ছিল শাহজাহানপুর জেলার মুসলিম সংখ্যালঘু বাসিন্দার প্রচেষ্টার সন্তান।এটি পরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং পরে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মর্যাদা অর্জন করে।অবশেষে এটি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি ডিগ্রি কলেজে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।1948 সালে জাতির পিতা হত্যার সময় এই কলেজটির স্মরণে গান্ধী ফয়েজ-ই-আম কলেজ নামকরণ করা হয়।19644 সালের আগস্টে সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃত, আরবি, সামরিক স্টাডিজ, অঙ্কন ও চিত্রকলা সহ অধ্যয়নের কোর্সে পাঠদান শুরু করার অনুমতির জন্য কলেজ পরিচালনার পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবেদন করা হয়েছিল।বিশ্ববিদ্যালয় এই ধারণাটি উপভোগ করেছিল যে একটি নতুন সাংগঠনিক শৃঙ্খলা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে আনতে হবে এবং কলেজের প্রশাসনিক সংস্থায় কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনের বিষয়ে অধ্যয়নের কোর্স হিসাবে এই অতিরিক্ত বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্ত হিসাবে জোর দিয়েছিল।আমাদের সামনে বিতর্কের হাড়, যেমনটি হাইকোর্টের আগে ছিল, তা হ 'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রেসক্রিপশনটি সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকারের আক্রমণ is ভারত।হাইকোর্ট ম্যানেজমেন্টের আবেদন এবং সেই সিদ্ধান্ত থেকে আপিল ইস্যুগুলিকে নেতিবাচক করেছে। "

23. 1 অনুচ্ছেদ 6 এ উদ্ধৃত সংবিধি 14 এ নিম্নলিখিত প্রভাবটি ছিলঃ -

> "14 এ। প্রতিটি কলেজ, ইতিমধ্যে অনুমোদিত বা অধিভুক্ত, যা সরকার কর্তৃক একচেটিয়াভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না, অবশ্যই একটি নিয়মিত গঠিত গভর্নিং বডির পরিচালনায় থাকতে হবে (যার মেয়াদে ম্যানেজিং কমিটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) যার উপর কলেজের কর্মীরা কলেজের অধ্যক্ষ এবং কমপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন কলেজের শিক্ষকদের একজন প্রতিনিধি কলেজের চাকরির দৈর্ঘ্য দ্বারা নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে আবর্তনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন, যিনি এক শিক্ষাবর্ষের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।"

23. 2 কৃষ্ণ আইয়ার, জে নিজের এবং গুপ্তের পক্ষে কথা বলছিলেন, জে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য গণনা করা বিধানটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাই চ্যালেঞ্জটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি ছিলঃ -

> "১৬. আলোচনাটি আমাদের ব্যবস্থাপনার অধিকারের মাংসটি কেটে দেয় বা কেবল তার স্বাস্থ্য এবং অভ্যাসকে বাড়িয়ে তোলে কিনা তা দেখার জন্য সংবিধি ১৪ এ এর ঘনিষ্ঠ অধ্যয়নের দিকে ফিরে যায়।বিশ্ববিদ্যালয় যে দুটি প্রয়োজনীয়তা চেয়েছিল তা হ 'ল ম্যানেজিং বডি (তার নাম যাই হোক না কেন) অবশ্যই (ক) কলেজের অধ্যক্ষকে নিতে হবে <unk> (খ) এর সিনিয়র শিক্ষক।এই ইচ্ছার বিষয়টি কি ব্যবস্থাপনার স্বায়ত্তশাসনের কামড় হিসাবে বরখাস্ত করা

যায় বা অধিকারের সারমর্মকে আহত না করে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা যায়?সাংবিধানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যত্ন সহকারে এবং সচেতন হয়ে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝুঁকছি যে এই মামলাটি সূক্ষ্ম রেখার বৈধ দিকে পড়ে।নিয়ন্ত্রণ যা সীমাবদ্ধ তা খারাপ <unk> তবে নিয়ন্ত্রণ যা সহজতর করে তা ভাল।এই সূক্ষ্ম পার্থক্য কোথায় মিথ্যা?কোনও অনমনীয় সূত্র সম্ভব নয় তবে একটি নমনীয় পরীক্ষা সম্ভব।যেখানে কোনও বিষয় এবং প্রভাব প্রশাসনের স্বর এবং মেজাজকে অপরিচিত ব্যক্তিকে বাধ্য না করেই উন্নত করা, তবে তার গুণাবলী দুর্দান্ত, যেখানে পরিচালনা পর্ষদকে পুনর্গঠন করার নয় বরং প্রান্তিক অনুঘটক আনয়নের মাধ্যমে এর কার্য সম্পাদনের উন্নতি করার নির্দেশনা রয়েছে, যেখানে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কোনও বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের ফিয়াট বা অনুমোদন বা বাইরের মনোনীত প্রার্থীকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি তবে একা স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিযুক্ত একটি অভ্যন্তরীণ মূল কার্যনির্বাহী অন্তর্ভুক্তির জন্য বলা হয়েছে, বিধানটি সালাম এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে, স্বাধীনতার স্বাধীনতা হ্রাস করার কোনও ডিক্ট্যাট নয়।

আমাদের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন কার্যত অক্ষত থাকে এবং পুনর্গঠন নয়, পুনর্নবীকরণ নির্ধারিত হয়।অধিকারের মূলটি মোটেই ছাঁটাই হয় না এবং বিধিটি একবারে যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য গণনা করা হয়-সাংবিধানিক শর্তের একটি পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ। "

23. 3.ম্যাথিউ, জে একটি ভিন্নমত পোষণ করেছেন।আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5-এ প্রকাশিত বিভিন্ন ***মতামতের উপর নির্ভর করে*** বিদ্বান বিচারক নিজেই উপস্থাপন করেছেন, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ -

> "41. ধর্মীয় সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সংস্থার গঠনের সংকল্পটি অবশ্যই সংখ্যালঘুদের উপর ছেড়ে যেতে হবে কারণ এটিই প্রশাসনের অধিকারের মূল বিষয়।সেই দেহ দ্বারা দূষিত হওয়া রোধ করার বিধিগুলি অনুমোদিত।যেহেতু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করবে এমন সংস্থার গঠন নির্ধারণের অধিকার হ 'ল অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের গ্যারান্টিযুক্ত পরিচালনার অধিকারের মূল সারমর্ম, বাইরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেই অঞ্চলে কোনও হস্তক্ষেপ হতে পারে না এই অধিকারের সংক্ষিপ্তসার ছাড়া আর কিছু।ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অবশ্যই এজেন্সি গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে যার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তাব দেয় যেমন অনুচ্ছেদ 30 (1) এর গ্যারান্টি দেয়।এর সৃষ্টির আকার দেওয়ার অধিকারটি একটি বিষয়ঃএটি অস্তিত্বের পরে এটি যেভাবে কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার অন্যটি।বিধিবিধানগুলি দূষিত হওয়া রোধ করার জন্য অনুমোদিত তবে তারা কেবল প্রশাসনের যে পদ্ধতিটি পরিচালনা করতে হবে তা অস্তিত্বের পরে প্রশাসনের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

> 42. সংবিধি 14 এ এর বিধানগুলি আইনের ধারা 33-এ (1) (ক) এর সাথে পরী মেটেরিয়ায় রয়েছে যা আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মামলায় (সুপ্রা) বিবেচনার জন্য পড়েছিল কেবলমাত্র অধ্যক্ষ এবং সিনিয়র সদস্য ব্যতীত একা কর্মীদের এখানে কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।তবে, নীতিগতভাবে, এটি কোনও পার্থক্য করে না।নীতিটি, যেমনটি আমি বলেছি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব পছন্দের একটি সংস্থায় কলেজের প্রশাসনের ন্যস্ত করার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে এবং বাইরের কর্তৃপক্ষের যে কোনও বাধ্যবাধকতা সেই দেহের অন্য কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার তার মৌলিক অধিকার। '

23. 4 সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, চ্যালেঞ্জটি উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং সংবিধি 14 এ দুর্বল বা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি।

২৪. লিলি ***কুরিয়ান বনাম সিনিয়র লুইনা এবং অন্যান্যদের মধ্যে,***[14] এই আদালতের পাঁচ বিচারকের একটি বেঞ্চকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে প্রদত্ত আপিল ক্ষমতা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকার প্রয়োগ ও নিশ্চিতকরণের অধিকারকে অমান্য করবে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য বলা[15] হয়েছিল এর শিক্ষকদের উপর শৃঙ্খলা।বিষয়টি এই আদালত নিম্নরূপ বিবেচনা করেছিলেনঃ -

---

[14] (1979) 2 SCC 124

[15] By Ordinance 33 against any order passed by the Management taking disciplinary action against a teacher

"51. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মামলার রায় বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে নয় জন বিচারকের মধ্যে সাতজন ধার্য করেছেন যে আইনের ধারা 51-এ এর উপ-ধারা (1) এবং (2) এর ধারা (খ) এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না কারণ তারা এর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উপর পরিচালনার শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করে।সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলি হ 'ল শিক্ষকের কোনও সদস্য বা অন্যান্য একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের পরিষেবা বন্ধ করার পরিচালনার ক্ষমতা কোনও নিয়োগকর্তা এবং তার কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং এতে কোনও অঘটন করা যায়নি। চাকরীর চুক্তির অধীনে তাদের পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার অধিকার, যা প্রশাসনের অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এবং এই বিধানগুলি উপাচার্য বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনও কর্মকর্তাকে, বেআইনী, নিরবচ্ছিন্ন এবং সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেছিল পরিচালনার ক্রিয়াকলাপ ভেটো।সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুসারে উপাচার্য এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থীর উপর এ জাতীয় কম্বল ক্ষমতা অর্পণ করা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও ভাষাগত অনুচ্ছেদে 30 (1) এর অধীন গ্যারান্টিযুক্ত প্রশাসনের অধিকার লঙ্ঘন ছিল।সংখ্যাগরিষ্ঠরা সেই মতামত অনুসারে ছিলেন যে আইনের ধারা 51-এ এর উপ-ধারা (1) এবং (2) এর ধারা (বি) এর অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি

সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান ও নন-টিচিং কর্মীদের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করার প্রভাব ফেলেছিল। উপাচার্য বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কর্মকর্তার মতো বাইরের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পেলে কলেজের কোনও সদস্যকে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না।বিপরীতে, দু 'জন ভিন্নমত পোষণকারী বিচারকের ধারণা ছিল যে এই বিধানগুলি অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ছিল।

52. অধ্যাদেশ 33 (4) এর অধীনে উপাচার্যকে প্রদত্ত আপিলের ক্ষমতা কেবল প্রশাসনিক বিষয়গুলিতে শৃঙ্খলা প্রয়োগ ও নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠানের অধিকারের উপর মারাত্মক অঘটন নয়, তবে এটি কোনও বিধিনিষেধ না রেখে এই অর্থে বেআইনী ও নির্বিঘ্নিত শক্তি প্রয়োগের উপর।উপাচার্যের আপিল ক্ষমতার সীমা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষমতা সীমাহীন।উপাচার্য যে ভিত্তিতে এই জাতীয় আপিলগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন তাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।তিনি কেবল একজন শিক্ষককে বরখাস্ত করার আদেশকে সরিয়ে রেখে তার পুনঃস্থাপনের আদেশ দিতে পারেন না, তবে অধ্যাদেশ 33 (2) এর আইটেম (ii) থেকে (v) এ বর্ণিত যে কোনও শাস্তিতেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন, অর্থাত্ তিনি এমনকি ছোটখাটো শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন।কোনও গাইডলাইনের অভাবে, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে অধ্যাদেশ 33 (4) এর অধীনে উপাচার্যের ক্ষমতা কেবল অব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি চেক ছিল।

53. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নির্ধারিত *হিসাবে, এই জাতীয় কম্বল* শক্তি তার শিক্ষকদের উপর সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলার সত্যতার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য এবং তদনুসারে এটি অবশ্যই ধরা উচিত যে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রচলিত অধ্যাদেশ 33 (4) সংবিধানের 30 (1) লঙ্ঘন করছে।উপাচার্যের মতো বাইরের কর্তৃত্বের উপর যদি এ জাতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক চরিত্র বজায় রেখে প্রশাসনের ক্ষমতা, অর্থাৎ এর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত বলে ধরা হয় কারণ এটি জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থ, যদিও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে এর স্বার্থে নয়, অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারটি সুপরিচিত অভিব্যক্তি, একটি 'টিজিং মায়া', 'অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি' ব্যবহার করা হবে।

25. অল ***সেন্ট হাই স্কুল, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য বনাম অন্ধ্র প্রদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের মধ্যে, এই***[16] আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চের সামনে বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ স্বীকৃত বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (নিয়ন্ত্রণ) এর কিছু বিধান কিনা? আইন, 1975 অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা সংখ্যালঘুদের দেওয়া মৌলিক

[16] (1980) 2 SCC 478

অধিকারকে ক্ষুব্ধ করেছে।ধারা 3 (1) এবং 3 (2) এর শর্তে, কোনও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোনও শিক্ষককে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদমর্যাদায় হ্রাস করা যাবে না <unk> এবং ধারা 3 (2) এর শর্তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে বলে সন্তুষ্ট হন তবে এ জাতীয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।ধারা 3 (3) (ক) এর বিধানে বলা হয়েছে যে এই জাতীয় শিক্ষকের স্থূল দুর্ব্যবহারের তদন্ত বিবেচনা করা ব্যতীত কোনও শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা যাবে না এবং ধারা 3 (3) (খ) এর শর্তাবলী অনুসারে কোনও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকতে পারে না যদি সেই সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হয় তবে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে।

25. 1.চন্দ্রচুদ, সিজে ফজল আলী, জে এর সাথে একমত হয়েছিলেন যে ধারা 3 (1) এবং 3 (2) অনুচ্ছেদ 30 (1) কে লঙ্ঘন করবে এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যাবে না।বিদ্বান প্রধান বিচারপতি ফয়জাল আলী, জে ইনসোফারকে ধারা 3 (3) (ক) এবং 3 (3) (খ) হিসাবে সম্মত হননি তবে কৈলাসম, জে এর সাথে একমত হয়েছিলেন যে এই বিধানগুলি 30 অনুচ্ছেদে লঙ্ঘন করেনি (1)।ফয়জাল আলী, জে সমস্ত বিধানকে অবৈধ বলে মনে করেছিলেন, যখন কৈলাসম, জে সম্পর্কিত বিধানগুলি বৈধ এবং সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী নয় বলে মনে করেছিলেন।

26. ফ্র্যাঙ্ক ***অ্যান্টনি পাবলিক স্কুল কর্মচারীদের সমিতি বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যদের মধ্যে দিল্লি***[17] স্কুল শিক্ষা আইনের ধারা 12 এর বৈধতা যার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে আইনের কিছু বিধান বিনা সহায়তা প্রাপ্ত সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল।আবেদনকারীদের দ্বারা এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে একটি বিনা সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলে কর্মরত শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীরা একই আইনের বিধান দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা উপভোগ করা একই বেতন-স্কেল, ভাতা এবং সুবিধাগুলির অধিকারী এবং ধারা 12 বাদ দেওয়া হয়েছে আইনের কিছু বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা, সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদে ধারাটি আঘাত হানে।প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিটি ছিলঃ
-

> "১৪..... কর্মীদের সদস্যদের নিয়োগের অধিকার নিঃসন্দেহে পরিচালনার অধিকার এবং তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণের অধিকার ইত্যাদি তাদের নিয়োগের অধিকারের অংশ হিসাবে, এ জাতীয় অধিকার সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা থেকে কেড়ে নেওয়া যায়নি।"

2. 1. 1 আবেদনের অনুমতি দেওয়ার সময় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

> "১৬. কোনও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নির্দেশের শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি শিক্ষকদের কর্মীদের শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করবে এবং পরিবর্তে এটি শিক্ষকদের গুণমান এবং সন্তুষ্টির উপর নির্ভর

[17] (1986) 4 SCC 707

করবে।শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা, তাদের বেতন, ভাতা এবং পরিষেবার অন্যান্য শর্তাদি সম্পর্কিত পরিষেবার শর্তাদি যা শিক্ষকদের সুরক্ষা, সন্তুষ্টি এবং শালীন জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে এবং ফলস্বরূপ তাদের প্রতিষ্ঠানে আরও ভাল পরিষেবা দিতে সক্ষম করে এবং শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বলা যায় না সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকার লঙঘনকারী হতে হবে।সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকারের আড়ালে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার অনুমতি দেওয়া যাবে না, অন্য কোনও বেসরকারী কর্মচারীর চেয়ে তার কর্মীদের উপর অত্যাচার বা শোষণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা অন্যান্যদের জন্য প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলার বিষয়টিকে বিরূপ প্রভাবিত করে এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপর নিপীড়ন বা শোষণ অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষার মানের অসন্তুষ্টি ও অবনতির দিকে পরিচালিত করতে বাধ্য persons ব্যক্তি যারা এটি অবলম্বন।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংস্থা পরিচালনার মৌলিক অধিকারের আক্রমণকে অভিযোগ করতে পারে না যখন এটি তার কর্মীদের সদস্যদের 30 (1) অনুচ্ছেদে অর্জনের সুযোগকে অস্বীকার করে যা প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলে।

(জোর দেওয়া)

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি যে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভরশীল এবং উচ্চতর বেতনের জন্য শিক্ষকদের দাবির কোনও উত্তর নেই যে প্রতিষ্ঠানটি তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য উপভোগ করা উচ্চ খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুলে দিল্লি স্কুল শিক্ষা আইনের ধারা 10 এর মতো বিধান প্রয়োগ করার চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয়।অন্যদিকে, আমাদের মনে করা উচিত যে শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে উচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছেন তা অর্জনের জন্য যে অবদান রেখেছিল তা ব্যবস্থাপনাকে কমপক্ষে একই ধরণের বেতনের স্কেল গ্রহণ করতে উত্সাহিত করবে যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।শ্রী ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করতে হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা কেবল আশা করতে পারি যে ব্যবস্থাপনার মুখটি সত্ত্বেও নাকের কাছে কিছুই করবে না, কেবল 'শিক্ষকদের তাদের যথাযথ স্থানে রাখার' জন্য।এখানে ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রকাশিত ভয়ের একই আংটি রয়েছে যা প্রতিটি শিল্পের ব্যবস্থাপনার দ্বারা অনিবার্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল যে বিপর্যয়কর ফলাফল অনুসরণ করবে যা মজুরির স্কেলগুলি সংশোধন করা হলে এমনকি শিল্পটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। '

27. বিহার ***রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পাটনা বনাম মাদ্রাসা হানফিয়া আরবি কলেজ, জামালিয়া এবং অন্যদের মধ্যে***[18] হাইকোর্টের এই ঘোষণা যে ধারা 7 (2) (এন) অসাংবিধানিক ছিল কারণ এটি বোর্ডকে

[18] (1990) 1 SCC 428

ম্যানেজিং কমিটি বিলুপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। একটি মাদ্রাসা, চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল।এই আদালত নিম্নোক্ত হিসাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তটি বহাল রেখেছিলঃ

> "৬. বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হ 'ল ধারা ৭ (২) (এন) যা কোনও সহায়ক ও স্বীকৃত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বিলুপ্ত করার জন্য বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করে তা সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাংবিধানিক অধিকার লঙঘন করে কিনা।এই আদালত সর্বদাই ধরে রেখেছে যে যদিও সংখ্যালঘুদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে তবে তাদের খারাপ-প্রশাসনের কোনও অধিকার নেই এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনের স্বার্থে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করার রাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা।এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ সংখ্যালঘুদের পরম অধিকারের উপর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে তবে এটি সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদ লঙঘন করবে না কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।রাজ্য অবশ্য সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পুরোপুরি নেওয়ার ক্ষমতা রাখেনি।প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা সুরক্ষার জন্য শিক্ষাগত মান নিয়ন্ত্রণের ছদ্মবেশে, রাজ্য প্রশাসনের অধিকার সমর্পণ করতে পরিচালিত বিধি বা বিধি প্রণয়নের অধিকারী নয়।কেরালা রাজ্যে বনাম ভেরি রেভ। মাদার প্রাদেশিক, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 19699 এর 633 (1) ধারা যা

রাজ্যের নির্দেশনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা গ্রহণের জন্য সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এই বিধানগুলি তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিল এই কারণে সরকারকে চূড়ান্ত ঘোষণা করা *হয়েছিল।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের একচেটিয়া পরিচালনার অধিকারের অজুহাতে শ্রেষ্ঠত্বের* মানের নিচে নামতে দেওয়া যাবে না তবে একই সাথে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার সাংবিধানিক অধিকারকে ম্যানেজিং কমিটিকে তদারকি বা দ্রবীভূত করে বা অ্যাডহক কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া যাবে না। এর জায়গায়।তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ধারা ((2) (এন) সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার স্পষ্টভাবে লঙ্ঘনকারী কারণ এটি একটি মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিধান দিয়েছে।আমরা হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত। "

28. সেন্ট ***স্টিফেন কলেজ বনাম। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এই আদালতের***[19] পাঁচ বিচারকের একটি বেঞ্চের দুটি সহায়ক সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান যেমন গৃহীত ভর্তি প্রক্রিয়া বিবেচনা করার একটি উপলক্ষ ছিল। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজ এবং নানির এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট।শেঠি, জে দ্বারা রচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বাস্তব প্রসঙ্গটি নিম্নরূপঃ -

[19] (1992) 1 SCC 558

68. সেন্ট স্টিফেন কলেজ এবং এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট সরকারের কাছ থেকে অনুদান-সহায়তা পাচ্ছে তা নিয়ে কোনও বিরোধ নেই।সেন্ট স্টিফেন কলেজ খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়।এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের জন্য 50 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করে।অগ্রাধিকার বা সংরক্ষিত কোটার বিপরীতে ভর্তিচ্ছু খ্রিস্টান শিক্ষার্থীরা অন্যান্য প্রার্থীদের তুলনায় যোগ্যতা পরীক্ষায় কম যোগ্যতা অর্জন করছে।আরও যোগ্যতার সাথে অন্যান্য প্রার্থীদের এই কারণে ভর্তি অস্বীকার করা হয় যে তারা খ্রিস্টান নয়।

69. বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যেহেতু উভয় প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাচ্ছে, তাই ধর্মের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পছন্দ সংবিধানের 29 (2) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারী।প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মের ভিত্তিতে প্রার্থীদের ভর্তি পছন্দ বা অস্বীকার করবে না।অন্যদিকে, সংস্থাগুলির পক্ষে দাবি করা হয়েছিল যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের যে কোনও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা অনুচ্ছেদ 29 (2) এর অধীনে বৈষম্য হতে পারে না।প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাদের সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ভর্তি করতে বাধা দেওয়া হয় তবে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যটি পরাজিত হবে।সংখ্যালঘুরা তাদের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার বা সংরক্ষণের মাধ্যমে ভর্তির অধিকারী।তারা তাদের অন্য সকলের বর্জনে স্বীকৃতি দেওয়ারও অধিকারী এবং এই

অধিকার অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীন গ্যারান্টিযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার থেকে প্রবাহিত হয়েছে। "

28. 1 সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্থাপিত দাখিলগুলি নিম্নরূপ মোকাবেলা করেছেঃ -

"80. একইভাবে, সংখ্যালঘুরা তাদের একচেটিয়া সুবিধার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারী দ্বিতীয় জমাটি গ্রহণ করা কঠিন হবে।30 (1) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানের পছন্দের অর্থ এই নয় যে সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মানুষের সুবিধার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে।আসলে, তারা পারে না।কেরালার শিক্ষা বিলে রে-তে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে সংখ্যালঘুরা কেবল তাদের সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।যদি এই লক্ষ্যটি *থাকে তবে 30 (1)* অনুচ্ছেদে অন্যরকম শব্দ করা হত এবং এতে 'তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্য' শব্দটি থাকতে পারে।এই জাতীয় শব্দের অভাবে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব সুবিধার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার হিসাবে নিবন্ধটি গঠন করা আইনত অনিবার্য।

81. এমনকি বাস্তবে, এই জাতীয় দাবিগুলি যথেষ্ট বৈরিতার সাথে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তুলনামূলকভাবে সমজাতীয় সমাজ থাকা উপযুক্ত নাও হতে পারে।এটি ধর্মীয় গোঁড়ামির দিকে পরিচালিত করতে পারে যা মানবজাতির নিষেধ।ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র

সাম্প্রদায়িক স্কুল বা কলেজ সহ দেশ গঠনে সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৃথক অনুষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।তারা সংবিধানে এম্বেড ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যতার কেন্দ্রীয় ধারণার সাথে বেমানান হবে।প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তা নির্বিশেষে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি 'গলানো পাত্র'।শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা সমালোচনামূলক উপাদান।সেখানেই তারা অন্যের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতা বিকাশ করে।সুতরাং এটি অপরিহার্য যে, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের যথাযথ মিশ্রণ হওয়া উচিত। "

28. 2 সেন্ট স্টিফেন কলেজ খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের যে শিথিলতা দিয়েছে তা নিম্নরূপে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ -

"50. খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের জন্য, 10 শতাংশ পর্যন্ত শিথিলকরণ দেওয়া হয়।ন্যূনতম 50 শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের অনার্স কোর্সে বাছাইয়ের জন্য সাক্ষাত্কারের জন্য ডাকা হয়।বিএ পাস কোর্সের জন্য তাদের আরও ছাড় দেওয়া হয় এবং যোগ্যতা অর্জনের নম্বর 50 শতাংশের নিচে হ্রাস করা হয়।যতদূর ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়াবিদ মহিলাদের কথা, জাতীয় বা রাজ্য স্তরের খেলোয়াড়দের সাধারণত 10 শতাংশ পর্যন্ত এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে 15 শতাংশ বা তারও বেশি ছাড় দেওয়া হয়।তবে, একজন খ্রিস্টান শিক্ষার্থী, যিনি 10 শতাংশেরও

বেশি কাট-অফ শতাংশের নিচে রয়েছেন, তাকে কখনও সাক্ষাত্কারের জন্য ডাকা হয় না।

51. কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়ের প্রকৃত কাজ এবং বেশ কয়েক বছরে প্রাপ্ত ফলাফলটি 1980 সালের 1868 নং রাইট পিটিশন-এ সংযুক্ত করা হয়েছে।খ্রিস্টান শিক্ষার্থীরা যারা 10 শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পান এবং এর মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক ভর্তি হন তারা মাত্র 6 শতাংশ থেকে 10 শতাংশ।এগুলিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে ভর্তি হয় এবং যারা মানের নিচে পড়ে তাদের কেউই কলেজে ভর্তি হয়নি।
"

28. 3 সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়, তখন বিষয়টি 'সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং ভারসাম্য স্বার্থের' দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ -

"101. অনুচ্ছেদ 30 (1) এ সংখ্যালঘুদের অধিকার খোদাই করা আইনগুলি অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী, আক্রমণাত্মক বা ন্যায়বিচারহীন হতে হবে না <unk> তাদের অবশ্যই লক্ষ্য এবং নিযুক্ত উপায়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে।স্বতন্ত্র অধিকারগুলি অগত্যা প্রতিযোগিতামূলক সংখ্যালঘু স্বার্থের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।সিদ্ধাজভাই মামলায় সরকার সংখ্যালঘু পরিচালিত কলেজকে *সরকারী মনোনীত প্রার্থীদের* জন্য 80 শতাংশ আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় এবং অনুদান-সহায়তা ও স্বীকৃতি রোধ করার হুমকি দিয়ে পরিচালনার জন্য মাত্র 20 শতাংশ আসনের অনুমতি দেয় আদালত 30 (1) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন হিসাবে।সংবিধানের

337 অনুচ্ছেদেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যা সংবিধান শুরুর পর থেকে দশ বছরের জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়কে একটি বিশেষ ছাড় দিয়েছে।30 (2) অনুচ্ছেদের বিপরীতে এটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়কে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাওয়ার একটি ইতিবাচক অধিকার প্রদান করেছে, তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে বার্ষিক ভর্তির কমপক্ষে 40 শতাংশ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল।

102. এই সমস্ত নীতি ও কারণগুলির আলোকে এবং সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিবেচনা করে সংখ্যালঘু সহায়তাকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু বজায় রাখতে তাদের সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার অধিকারী অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র।সংস্থাটি যে অঞ্চলে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রয়েছে সেই অঞ্চলে সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তার কারণে রাজ্য এই বিভাগে গ্রহণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।তবে কোনও অবস্থাতেই এ জাতীয় গ্রহণ বার্ষিক ভর্তির 50 শতাংশের বেশি হবে না।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের বার্ষিক ভর্তির কমপক্ষে 50 শতাংশ সরবরাহ করবে।অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ভর্তি নিখুঁতভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হবে। "

28. 4 এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করে এবং অনুমোদিত সংস্থাগুলির মধ্যে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে অভিন্নতা রক্ষা করে এমন বিধিগুলি বৈধভাবে তৈরি করা যেতে পারে।59 অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি নিম্নরূপঃ -

> 59. এই দিকটি সম্পর্কে বিশদ অধ্যয়নের প্রয়োজন সত্যই প্রয়োজনীয় নয়।সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় বা ভাষাগত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার এবং একাডেমিক বিষয় এবং পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রের ক্ষমতা এখন মোটামুটি সুস্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।প্রশাসনের অধিকারের মধ্যে দূষিত করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।রাজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ায় সমস্ত একাডেমিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার এবং কর্তব্য রয়েছে।প্রবিধানগুলি যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করবে এবং অনুমোদিত সংস্থাগুলির মধ্যে শিক্ষার মানের অভিন্নতা বজায় রাখতে পারে।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি এ জাতীয় সাধারণ প্যাটার্ন এবং স্ট্যান্ডার্ডের বিরুদ্ধে বা আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম সম্পর্ক, সমাজকল্যাণ আইন, চুক্তি, টোরটস ইত্যাদির মতো সাধারণ আইনগুলির বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা দাবি করতে পারে না যা সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য।যতক্ষণ না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয় না, ততক্ষণ রাজ্য নিয়ন্ত্রক আইন করতে সক্ষম।বিধিগুলি অবশ্য সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে তাদের বাচ্চাদের শিক্ষিত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রভাব ফেলবে

না।সংবিধানের ৩০ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারের মধ্যে এই অধিকারের উল্লেখ রয়েছে।

(জোর দেওয়া)

28. 5 কাসলিওয়ালের মতবিরোধমূলক মতামত, জে। গণপরিষদের বিতর্ক (সিএডি) এর একটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে নিম্নে তুলে ধরেছেঃ -

137. এগুলি একদিকে অনুচ্ছেদ 23 (1) এবং অন্যদিকে খসড়া সংবিধানের 23 (3) (ক) এবং 23 (3) (খ) ছিল।প্রথমত, ডঃ বি আর আম্বেদকর সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ 28 এর সাথে সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ 23 (2) এর খসড়া সম্পর্কিত বলেছিলেন যে এমনকি 30 ও 29 অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও রাজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা দিতে বা না দিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুরা।তিনি বলেছিলেনঃ[20]

"এখন, দ্বিতীয় ধারাটি সম্পর্কে আমি মনে করি এটি যথেষ্ট ভালভাবে বোঝা যায়নি।আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের দাবির সাথে পুনর্মিলন করার চেষ্টা করেছি যা শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব বাচ্চাদের অগ্রগতির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরু করেছে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নির্দেশনা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য <unk> তবুও এটি রাজ্য থেকে নির্দিষ্ট সহায়তা পেয়েছে।রাজ্য অবশ্যই সহায়তা দিতে স্বাধীন, সহায়তা না দিতে স্বাধীন <unk>

[20] VII CAD 884

> আমরা যে একমাত্র সীমাবদ্ধতা রেখেছি তা হ 'ল, রাজ্য কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে যে কোনও সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং কোনও সরকারী সংস্থা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না তার ভিত্তিতে সংস্থাটিকে তার অনুদান-সহায়তা কোডের অধীনে সহায়তা দাবি করা থেকে বিরত রাখবে না।আমরা সেখানে আরও একটি যোগ্যতা সরবরাহ করেছি, যদিও প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নির্দেশনা দেওয়া নির্দ্বিধায় এবং রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এ জাতীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, তবে এটি নির্দেশ দেবে না বা তৈরি করবে না বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শিশুরা যতক্ষণ না তারা এই শিশুদের পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ করে।এটি, আমি মনে করি, এটি একটি নমস্কার বিধান।এটি দুটি ফাংশন সম্পাদন করে.....

শ্রী এইচভি কামথঃস্পষ্টির এক পর্যায়ে নিজস্ব শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলগুলি সম্পর্কে কী বলা যায়- এমন একটি স্কুল নয় যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় মিশ্রিত হয় তবে তার নিজস্ব শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুল?

মাননীয় ডাঃ বি আর আম্বেদকরঃআমার বন্ধু, মিঃ কামথ যদি অন্য নিবন্ধটি পড়েন তবে তিনি দেখতে পাবেন যে একবার কোনও প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত

হোক বা না হোক, অনুদান পেলে শর্তটি হ 'ল এটি স্কুলটি সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত রাখবে।এই বিধানটি তিনি পড়েননি। '

138. তিনি অনুচ্ছেদ 23 এর খসড়াটি সরাসরি উল্লেখ করার সময় এই স্কুলগুলিকে সহায়তা দেওয়ার বা না দেওয়ার রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন যা বর্তমান অনুচ্ছেদ 29 এবং 30 এর পূর্বসূরীঃ[21]

> "আমি মনে করি আর একটি বিষয় যা 23 অনুচ্ছেদে পড়তে হবে তা হ 'ল এটি রাষ্ট্রের উপর কোনও বাধ্যবাধকতা বা বোঝা চাপায় না।এটি বলা যায় না যে, উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজের লোকেরা যখন বোম্বাইয়ে আসে, তখন বোম্বাই সরকারকে তামিল ভাষায় বা অন্ধ্র ভাষায় বা অন্য কোনও ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার যে কোনও প্রকল্পের অর্থায়ন করতে হবে।রাজ্যের উপর কোনও বোঝা চাপানো হয় না।23 অনুচ্ছেদের দ্বারা আরোপিত একমাত্র সীমাবদ্ধতা হ 'ল যদি এমন কোনও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু থাকে যা তার ভাষা, তার লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে চায় তবে রাজ্য আইন দ্বারা তার উপর অন্য কোনও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবে না যা স্থানীয় বা অন্যথায় হতে পারে।'

এবং, পর্যবেক্ষণ করে যে একবার কোনও প্রতিষ্ঠান সহায়তা পাওয়ার পরে, '<unk> কলেজের শিক্ষার্থীদের

[21] VII CAD 923

> ভর্তির ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই অনুচ্ছেদ 29 (2) এর কঠোরতা মেনে চলতে হবে' <unk> এবং '<unk> ইতিমধ্যে আমার দ্বারা অধিষ্ঠিত, সেন্ট স্টিফেন কলেজ এবং এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোনও অগ্রাধিকার অধিকার বা সংরক্ষণের দাবি করার অধিকারী নয় কারণ তারা অনুদান-সহায়তা পাচ্ছে এবং যেমন আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে আর শ্রম করা প্রয়োজন বলে মনে করি না কোন শতাংশকে যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে'

29. আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5-এর সিদ্ধান্তের পরে আমাদের অবশ্যই এই আদালতের দুটি সিদ্ধান্তের কথা ***উল্লেখ করতে হবে যেখানে***সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

29. 1 ***মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বোর্ডে বনাম জে। পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, সাগর এবং অন্যান্য, এই আদালতের***[22] দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

> "৩. এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার করে দেয় যে অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার পছন্দ রয়েছে।এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে যে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের অন্যতম ঘটনা হ 'ল অধ্যক্ষের নির্বাচন।পরিচালনার এই অধিকার হরণ করে এমন যে কোনও বিধি সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে ধরা হয়েছে।এক্ষেত্রে

[22] (1998) 8 SCC 555

> ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত জুলিয়াস প্রসাদ এবং তৃতীয় উত্তরদাতা উভয়ই নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য এবং যোগ্য।প্রশ্নটি হ 'ল ম্যানেজমেন্ট তাদের পছন্দের কোনও ব্যক্তি বাছাই করার অধিকারী নয় কিনা।কেরালা রাজ্য বনাম খুব রেভ। মাদার প্রাদেশিক এবং আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি বনাম গুজরাট রাজ্যের সিদ্ধান্ত সহ এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই অধিকার কোনও বিধি বা বিধি দ্বারা কেড়ে নেওয়া যাবে না বা রাজ্য দ্বারা তৈরি কোনও আইন দ্বারা।সুতরাং, আমরা এই মতামত নিয়েছি যে হাইকোর্ট অন্যথায় ধরে *রাখা ঠিক ছিল না।রাজ্য নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলিও* শৃঙ্খলা *ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।তবে সেই প্রক্রিয়াতে,* সরকার শতভাগ অনুদান দিলেও পরিচালনার পূর্বোক্ত অধিকার হরণ করা যাবে না।আমাদের এই আবেদনে অন্য কোনও প্রশ্নে যাওয়ার দরকার নেই। "
>
> (জোর দেওয়া)

29. 2 ***এন আম্মাদ বনাম ম্যানেজার, এমজে হাই স্কুল এবং অন্যদের***[23] মধ্যে এই আদালতের দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ, সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের পরিচালনা কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেছে নিতে এবং নিয়োগ দিতে স্বাধীন ছিল কিনা' এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় নিম্নরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

[23] (1998) 6 SCC 674

"18. একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন এবং নিয়োগ (বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ) সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে প্রধান গুরুত্ব বহন করে।প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনার মূল পোস্ট।তিনি সেই কেন্দ্র যেখানে বিদ্যালয়ের সমস্ত স্পোক সেট করা হয় যার চারপাশে তারা ফলাফল তৈরি করতে ঘোরাফেরা করে।একটি স্কুল তার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বযুক্ত এবং তিনি সেই কেন্দ্রবিন্দু যার উপর বাইরের লোকেরা বিদ্যালয়ের দিকে তাকাচ্ছে।একজন খারাপ প্রধান শিক্ষক পুরো প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট করতে পারেন, একজন দক্ষ এবং সৎ প্রধান শিক্ষক লাফিয়ে ও সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে এটি উন্নত করতে পারেন।কোনও বিদ্যালয়ের কার্যকরী কার্যকারিতা তার প্রধান শিক্ষকের দক্ষতা এবং উত্সর্গের উপর নির্ভর করে।বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার কাঠামোগত নিদর্শনগুলিতে অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই আদিম নিয়মটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

19. একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলদো মারিয়া পাত্রনী বনাম ইসি কেশভানে কেরালার হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ অত্যন্ত করুণভাবে বলেছে।প্রধান বিচারপতি এমএস *মেনন এমন একটি স্টাইলে যা অনিবার্য, এভাবে বলেছেনঃ*

"বিদ্যালয়ের জীবনে প্রধান শিক্ষকের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তাঁর চারপাশে প্রতিষ্ঠানের সুর ও মেজাজ চাকা <unk> তার উপর নির্ভর করে এর

traditionsতিহ্যের ধারাবাহিকতা, শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর শিক্ষার দক্ষতা।প্রধান শিক্ষক বাছাই করার অধিকার সম্ভবত একটি স্কুল পরিচালনার অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা নির্ধারণের পরিমাণ ব্যতীত-এর উপর যে কোনও ট্রামেল চাপিয়ে দেওয়া-এটি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকার লঙঘন।অন্যথায় ধরে রাখা হ 'ল সঠিক' <unk> একটি উত্যক্ত মায়া, অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি '<unk> করা।

২০. বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক যে মূল ভূমিকা পালন করেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে আরও ভালভাবে বর্ণিত হতে পারে না।আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটির নয় *বিচারকের বেঞ্চ একটি কলেজের অধ্যক্ষের* ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।এই সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কে কে ম্যাথিউ, জে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 815-16, অনুচ্ছেদ 182)

"182. এটি একটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বর এবং মেজাজ নির্ভর করে।তাদের উপর নির্ভর করবে এর খ্যাতি, শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষাদানের দক্ষতার উপর।অধ্যক্ষকে বাছাই করার এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ও দর্শনের সামগ্রিক মূল্যায়নের পরে ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার অধিকার সম্ভবত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। "

২১. এইচআর খান্না, জে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যে এমনকি স্কুল পরিচালনার অধিকারে শিক্ষক নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।শিক্ষিত বিচারক এভাবে বলেছেনঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 789 থেকে 103)

"একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সংখ্যালঘুদের অনুচ্ছেদ 30 (1) লঙ্ঘন না করে এ জাতীয় নির্বাচন ও নিয়োগের অধিকারকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা যায় না।"

22. কৃষ্ণ আইয়ার, জে। যিনি গান্ধী ফয়েজ-ই-আম কলেজ বনাম আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, তবুও,* নিম্নলিখিত কথায় অধ্যক্ষ পদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেনঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 293 থেকে 21)

"21. একজন কর্মী অধ্যক্ষ এই দায়িত্বগুলি পালনের ক্ষেত্রে একটি সম্পদ যা একাডেমিক কার্যাবলীর সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত।অধ্যক্ষ একজন অমূল্য অভ্যন্তরীণ-ম্যানেজমেন্টের নিজস্ব পছন্দ-উপাচার্যের কাছে জবাবদিহি করা বহিরাগত

নয়।তিনি ম্যানেজিং কমিটির কাজ নিয়ে আসেন যা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং ছাত্র-শিক্ষক আকাঙ্ক্ষা এবং অভিযোগগুলির প্রয়োজনীয় প্রকাশ যা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বতন্ত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সুখী বিবাহ অর্জনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। '

২৩. কলেজের অধ্যক্ষের পদটির গুরুত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের সমতুল্য বল প্রয়োগের সাথে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৪. স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার বিষয়ে বিধিনিষেধের সাপেক্ষে এ জাতীয় মূল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কর্মীদের বাছাই করার জন্য খুব বিস্তৃত স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তবে স্কুল পরিচালনার অধিকার অনেক হ্রাস পাবে। '

(জোর দেওয়া)

খ) <u>টিএমএ পাই ফাউন্ডেশনে সিদ্ধান্ত</u>

30. সংবিধানের 29 ও 30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করার জন্য এগারো বিচারকের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল।এই শক্তির বেঞ্চ গঠনের কারণগুলি কিরপাল, সিজে দ্বারা রচিত শীর্ষস্থানীয় বিচারের 3 নং অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ

"৩. এই মামলার শুনানির ইতিহাস রয়েছে।ইসলামী একাডেমি অফ এডুকেশন কর্তৃক দায়ের করা 1993 সালের 350 নং রিট পিটিশন এবং সংযুক্ত আবেদনগুলি পাঁচ বিচারকের বেঞ্চের সামনে রাখা হয়েছিল।যেহেতু বেঞ্চ এই মতামতের প্রথম দিক ছিল যে 30 অনুচ্ছেদে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে *তার নিজস্ব* নির্বাচনের পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষমতা এবং সেন্ট স্টিফেন কলেজ বনাম দিল্লির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আদালতের সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করা হয়েছিল, এটি নির্দেশিত হয়েছিল যে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির কর্তৃত্ব মূলকভাবে বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা উত্তর দেওয়া *উচিত।এরপরে এই মামলাগুলি সাত বিচারকের বেঞ্চের সামনে* রাখা হয়েছিল।উত্থাপিত প্রশ্নগুলি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছিল এবং 6-2-1997-এ আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিষয়টি কমপক্ষে এগারো বিচারকের একটি বেঞ্চের সামনে রাখা উচিত, কারণ অনুভূত হয়েছিল যে সংবিধানের চল্লিশ-দ্বিতীয় সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে, যার মাধ্যমে '<unk> শিক্ষা' <unk> সপ্তম তফসিলের তালিকার তৃতীয় তালিকার 25 এন্ট্রিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কাকে 'সংখ্যালঘু' হিসাবে বিবেচনা করা হবে এই প্রশ্নটি বিবেচনা করা দরকার কারণ পূর্ববর্তী মামলা-আইন সংশোধন-পূর্ব যুগের সাথে সম্পর্কিত, যখন শিক্ষা ছিল কেবল রাজ্য তালিকায়।মামলাগুলি যখন এগারো-বিচারক বেঞ্চের সামনে শুনানির জন্য আসে, 19-3-1997-এ শুনানি চলাকালীন, নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

"যেহেতু আমাদের যুক্তি চলাকালীন একটি সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে এই বেঞ্চ নিজেকে অনুপাতের দ্বারা আবদ্ধ মনে করবে কিনা-কেরালার শিক্ষা বিল, 1957, রে এবং আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি বনাম গুজরাট রাজ্যে এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই আকারের বেঞ্চ সেই ক্ষেত্রে প্রকাশিত মতামত দ্বারা নিজেকে বাধা বোধ করবে না যেহেতু বর্তমান প্রচেষ্টা সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের প্রকৃত সুযোগ এবং ব্যাখ্যাটি উপলব্ধি করা, যা প্রভাবশালী প্রশ্ন হওয়ার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন হবে এর মূল বিশুদ্ধতা।ফ্যাক্টাম রেকর্ড করা হয়। '

31. বেঞ্চ 11 টি প্রশ্ন তৈরি করেছে।বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা মূলত নং 4 এবং 5 এর প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাথে উদ্বিগ্ন।শিরোনামের অধীনে '<unk> 3. যদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী বিধিবিধান হতে পারে এবং যদি তা হয় তবে কতটা?' <unk>, '<unk> আলোচনাটি বিভিন্ন উপ-শিরোনামের অধীনে ছিল।প্রথম উপ-শিরোনাম ছিল 'বেসরকারী বিনা সহায়তাকারী অ-সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'।এই উপ-শিরোনামের অধীনে শীর্ষস্থানীয় রায়টির 50 অনুচ্ছেদে '<unk> প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনার অধিকার' কী রয়েছে তা নীচে বর্ণিত হয়েছেঃ

"৫০. বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারে নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছেঃ

(ক) শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা <unk>

(খ) যুক্তিসঙ্গত ফি কাঠামো স্থাপন <unk>

(গ) পরিচালনা কমিটি গঠন

(ঘ) কর্মী নিয়োগ (শিক্ষাদান ও শিক্ষাদান) <unk> এবং

(ঙ) কোনও কর্মচারীর পক্ষ থেকে কর্তব্যকে হ্রাস করা হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। "

অন্যান্য উপ-শিরোনামগুলি হ 'ল' বেসরকারী বিনা সহায়তা প্রাপ্ত পেশাদার কলেজ '<unk>,' <unk> বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠান ' (সংখ্যালঘু)' এবং 'অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান' যেহেতু এই উপ-শিরোনামের অধীনে আলোচনার পাশাপাশি পরবর্তী শিরোনামটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে বিষয়টি কঠোরভাবে মোকাবেলা করে না, তাই আমরা পরবর্তী শিরোনামে ফিরে যেতে পারি "5। সহায়তাকারী *বেসরকারী সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির অধিকার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?*

31. 1.সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করার পরে, শীর্ষস্থানীয় রায় এই বিষয়টিতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক মামলা বিবেচনা করে।নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি লক্ষণীয়ঃ

"90. ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের এই অধিকারের প্রয়োগে সমাজের সেই অংশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে।30 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারের সাথে তার পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রয়োজনীয় সহকারী।30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার নিখুঁত নয়।29 (2) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজ্য দ্বারা পরিচালিত হয় বা রাষ্ট্রীয়

তহবিলের বাইরে সহায়তা পায়, সেখানে কোনও নাগরিককে কেবল ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যে কোনও একটির ভিত্তিতে ভর্তি হতে অস্বীকার করা হবে না।29 (2) অনুচ্ছেদে '<unk> যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' <unk> অভিব্যক্তিটির ব্যবহার (যেমন নয়) কারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, তবে যা রাজ্য দ্বারা পরিচালিত হয় বা রাষ্ট্রীয় তহবিলের সহায়তায় প্রাপ্ত হয়।অন্য কথায়, সাধারণ পাঠের ভিত্তিতে, রাষ্ট্র-পরিচালিত বা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা সে সরকার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে কোনও নাগরিককে ভর্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

আবেদনকারীরা সরকারের *আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে 80% আসন সরকারের* মনোনীত প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা উচিত, এই কারণে যে আবেদনকারীরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন এবং তারা একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু গঠন করেছিলেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মূলত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এটি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ছিল যে সরকারের সিদ্ধান্তটি অনুচ্ছেদ 30 (1), 26 (ক), (খ), (সি) এবং (ডি) এবং 19 (1) (চ) দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং (ছ)।30 অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার

সময়, এই আদালত এসসিআর পৃষ্ঠা 849-50 এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"সমস্ত সংখ্যালঘু, ভাষাগত বা ধর্মীয় অনুচ্ছেদে 30 (1) অনুচ্ছেদে তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিখুঁত অধিকার রয়েছে <unk> এবং যে কোনও আইন বা নির্বাহী নির্দেশ যা অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে সেই অধিকারের পদার্থ লঙ্ঘন করতে চায় তা সেই পরিমাণে বাতিল হবে।তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিবিধান আরোপ করা রাষ্ট্রের পক্ষে উন্মুক্ত নয়।মৌলিক স্বাধীনতা হ 'ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করাঃসত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নাগরিকদের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণকারী প্রতিষ্ঠান বা এর বিভাগগুলি কী তা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার isনির্দেশ, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার এবং এর মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে প্রবিধান নিঃসন্দেহে আরোপ করা যেতে পারে।এই জাতীয় বিধিগুলি ডানটির পদার্থের উপর বিধিনিষেধ নয় যা গ্যারান্টিযুক্ততারা শিক্ষাগত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে। "

106. এই সিদ্ধান্তে পৌঁছার সময় যে বেসরকারী প্রশিক্ষণ কলেজগুলির তাদের পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকার কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল, এই আদালত কেরালার শিক্ষা

বিল, 1957 মামলায় মতামতকে উল্লেখ করেছে তবে আদালত তা *করেনি তা পর্যবেক্ষণ করে* এটিকে আলাদা করেছে সেক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণের যুক্তিসঙ্গততার কোনও পরীক্ষা দিন।কেরালার শিক্ষা বিল, 1957-এর ক্ষেত্রে কোনও বিধিবিধানের যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা করা যেতে পারে এমন কোনও সাধারণ নীতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়নি এবং তাই সিদ্ধজভাই সভাই মামলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এই ক্ষেত্রে মতামত এই *প্রস্তাবের পক্ষে কর্তৃপক্ষ নয়।* যে সমস্ত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, যা সংখ্যালঘু দ্বারা *প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের* ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক ছিল না, শর্ত থাকে যে বিধিগুলি জাতীয় বা জনস্বার্থে ছিল, বৈধ ছিল।এই প্রসঙ্গে এটি আরও এসসিআর পৃষ্ঠা 856-57 এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নিম্নরূপঃ

> "অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকারটি নিখুঁতভাবে ঘোষিত একটি মৌলিক অধিকার।19 অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক স্বাধীনতার বিপরীতে এটি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে নয়।এটি তাদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার সত্যিকারের অধিকার হিসাবে বিবেচিত।অধিকারটি কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়, সামগ্রিকভাবে জনসাধারণ বা জাতির স্বার্থে কল্পনা করা সামাজিক নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের দ্বারা তা হ্রাস করা উচিত নয়।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক চরিত্র বজায় রাখার সময় প্রতিটি আদেশ যদি প্রশাসনের

ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় তবে তা ন্যায়সঙ্গত হয় কারণ এটি জনসাধারণ বা জাতীয় স্বার্থে, যদিও এটি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে তার স্বার্থে নয়, অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারটি কেবল একটি 'টিজিং মায়া' হবে, অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি।আইন বা কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে অনুদান বা স্বীকৃতি পাওয়ার শর্ত হিসাবে আইনত আইনানুগভাবে আরোপিত হতে পারে এমন বিধিগুলি অবশ্যই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার চরিত্র বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে তৈরি করার জন্য নির্দেশিত হতে হবে।এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই দ্বৈত পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে- যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাটি যে এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত চরিত্রের নিয়ন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা এটি অবলম্বন করে এমন অন্যান্য ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত। '

107. পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি ইঙ্গিত দেয় যে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীন অধিকার এতটা নিখুঁত নয় যে সরকার যে কোনও নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে বাধা দেয়।ইতিমধ্যে উপরে উল্লিখিত হিসাবে, সিদ্ধাজভাই সভাই ক্ষেত্রে এটি *নির্ধারণ করা হয়েছিল* যে নির্দেশনা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা এবং জনশৃঙ্খলার দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে প্রণীত বিধিগুলি আরোপ করা যেতে পারে।যদি এটি হয় তবে জাতীয় স্বার্থে থাকা বিধিবিধান প্রণয়ন থেকে সরকারকে

কীভাবে আটকানো যেতে পারে তা উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ এটি উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।জাতীয় স্বার্থে প্রণীত যে কোনও বিধিবিধান অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এই জাতীয় সীমাবদ্ধতা অবশ্যই 30 অনুচ্ছেদে পড়তে হবে।30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার জাতীয় স্বার্থকে ওভাররাইড করা বা সরকারকে সেই পক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না।এটি অবশ্যই সত্য যে সরকারী বিধিবিধানগুলি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রকে ধ্বংস করতে পারে না বা নিছক মায়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার তৈরি করতে পারে না <unk> তবে 30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার আইনের aboveর্ধ্বে এতটা নিরঙ্কুশ নয়।আরও দেখা যাবে যে সিদ্ধাজভাই সভাই মামলায় সংবিধানের 29 (2) অনুচ্ছেদে কোনও রেফারেন্স দেওয়া হয়নি।সুতরাং, এই সিদ্ধান্তটি আমাদের সামনে ক্যানভাস করা প্রস্তাবের জন্য কর্তৃপক্ষ হতে পারে না। "

(জোর দেওয়া)

31. 2.এরপরে শীর্ষস্থানীয় রায়টি আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত ***বিবেচনা করেছিল এবং এর***থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করার সময় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

119. একযোগে রায় দেওয়ার সময়, (এসসিসি পৃষ্ঠা 7700, প্যারা 73 এ) উল্লেখ করে যে 29 অনুচ্ছেদের ধারা (2)' রাজ্য দ্বারা পরিচালিত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নাগরিকদের

ভর্তি অস্বীকার করা বা রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যে কোনও একটির ভিত্তিতে, ' খান্না, জে।' তারপরে অনুচ্ছেদ 30 পরীক্ষা করে এবং এসসিআর পি-তে পর্যবেক্ষণ করেছেন।222, নিম্নরূপঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 770 থেকে 74)

"৭৪. ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সমস্ত সংখ্যালঘুকে তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার দেয়।এই ধারাটি বিশ্লেষণ করে এটি অনুসরণ করবে যে ধারাটি দ্বারা প্রদত্ত অধিকারটি দুই ধরণের সংখ্যালঘুদের উপর।এই সংখ্যালঘুরা ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে হতে পারে।উল্লিখিত সংখ্যালঘুদের দেওয়া অধিকারটি হ 'ল তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।'প্রতিষ্ঠিত' শব্দটি অস্তিত্বের অধিকারকে নির্দেশ করে, যখন কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের অর্থ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কার্যকরভাবে পরিচালনা ও পরিচালনার অধিকার।প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলির পরিচালনাকে বোঝায়।ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠাতা বা তাদের মনোনীত প্রার্থীরা যথাযথ বলে মনে করেন এবং সাধারণভাবে এবং বিশেষত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ কীভাবে সর্বোত্তমভাবে পরিবেশন করা হবে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটিকে moldালতে

পারেন।'তাদের পছন্দের' শব্দটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যোগ্য করে তোলে এবং দেখায় যে সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীর হওয়া উচিত নয় <unk> সংখ্যালঘুদের যেমন তারা বেছে নেয় তেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার এবং স্বাধীনতা রয়েছে।30 অনুচ্ছেদের ধারা (2) রাষ্ট্রকে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করতে বাধা দেয় যে প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের পরিচালনায় রয়েছে। '

120. অনুচ্ছেদ 30 এর পিছনে যুক্তি ব্যাখ্যা করে, এটি এসসিআর পি এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।224, নিম্নরূপঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 772 থেকে 77)

"77. সংখ্যালঘুদের কিছু বিশেষ অধিকার দেওয়ার ধারণাটি জনসংখ্যার এক ধরণের সুবিধাবঞ্চিত বা লালিত অংশ নয় বরং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বোধ এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেওয়া।অনাদিকাল থেকেই ভারতের মহান নেতারা সহনশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্যাথলিকতার মতবাদ প্রচার করেছিলেন।এই মহৎ ধারণাগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল।সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ অধিকারগুলি বৈষম্য তৈরি না করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।তাদের আসল প্রভাব ছিল সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ

নিশ্চিত করে এবং সেই সংস্থাগুলির প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসনের গ্যারান্টি দিয়ে সমতা আনা।সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকার দিয়ে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের উদ্দেশ্য একটি ভারসাম্য আনা, যাতে সাম্যের আদর্শকে নিছক বিমূর্ত ধারণার মধ্যে হ্রাস না করা যায় তবে এটি একটি জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হওয়া উচিত এবং ফলস্বরূপ সত্য, আসল সাম্যতা, একটি সাম্যতা হওয়া উচিত নিছক তত্ত্ব নয় বরং বাস্তবে। '

121. সংবিধানের বিধানগুলি উদার, উদার এবং সহানুভূতিশীল পদ্ধতি অনুসারে গঠন করা উচিত এবং এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি থেকে তাঁর যে নীতিগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে তা বিবেচনা করার পরে, খান্না, জে, এসসিআর পি-তে পর্যবেক্ষণ করেছেন।234, নিম্নরূপঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 781 থেকে 89)

সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতো মাটির যতটুকু সন্তান এবং এই পদ্ধতিটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে সংখ্যালঘুদের অধিকারের বোধ, সুরক্ষার অনুভূতি, সাম্যতা এবং সচেতনতার চেতনা থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কিছুই করা উচিত নয়। সচেতনতা যে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা এবং লিপি সংরক্ষণ এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক অধিকার।সংবিধান-নির্মাতাদের এই নিবন্ধগুলি খসড়া তৈরি এবং তাদেরকে মৌলিক

অধিকারের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একই উদার, উদার ও সহানুভূতিশীল পদ্ধতির 29 ও 30 অনুচ্ছেদগুলি গঠনের ক্ষেত্রে আদালতের সাথে বিবেচনা করা উচিত।জনসংখ্যার অংশগুলির মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়সের কম বয়সী বা অন্যথায় কোনও ধরণের দুর্বলতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের সুরক্ষা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।সংবিধান এবং সভ্য দেশগুলির দ্বারা তৈরি আইনগুলিতে সাধারণত এই স্বার্থগুলির সুরক্ষার বিধান থাকে।এটি প্রকৃতপক্ষে কোনও জাতির সভ্যতা এবং ক্যাথলিকিটির স্তরের একটি সূচক হিসাবে বলা যেতে পারে যে তাদের সংখ্যালঘুরা কতটা সুরক্ষিত বোধ করে এবং কোনও বৈষম্য বা দমন-পীড়নের শিকার হয় না। '

122. তত্ক্ষণাত বিদ্বান বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিধিবিধান তৈরি করতে বাধা দেয়নি।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার অধিকারকে মাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না তা স্বীকৃতি দিয়ে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে অনুদান এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আইনত আইনত আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার চরিত্র বজায় রাখার অনুমতি দেয়।প্রবিধানটি 'অবশ্যই একটি দ্বৈত পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে'-যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাটি যে এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত

চরিত্রের নিয়ন্ত্রক *এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা অন্যান্য ব্যক্তিদের যারা অবলম্বন করে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত এটি.(এসসিসি পৃষ্ঠা 783, অনুচ্ছেদ 92) কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি এবং স্বীকৃতি চাইতে বা ধরে রাখতে পারার আগে কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রবিধান নির্ধারণ করা জায়েয ছিল, যা মেনে চলতে হবে।তবে এটিও বলা হয়েছিল যে* কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।সুতরাং, দুটি উদ্দেশ্য-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের মান নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।দুটি উদ্দেশ্য গ্রহণ এবং পুনর্মিলন করা বিধিগুলি যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।এটি, আমাদের দৃষ্টিতে, সমস্যার সঠিক পদ্ধতি।

123. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বের মামলাগুলি উল্লেখ করার পরে, খান্না, জে দ্বারা এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যে সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করেছিল তা হ 'ল এমন একটি আইন যা সংখ্যালঘুদের যোগ্য শিক্ষকদের পছন্দ বা শিক্ষকদের উপর এর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অন্যান্য সদস্যরা অকার্যকর ছিল, কারণ এটি অনুচ্ছেদ 30 (1) লঙ্ঘনকারী ছিল।রাজ্য এবং এর শিক্ষাগত কর্তৃপক্ষের পক্ষে শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা জায়েয ছিল, তবে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী

শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে গেলে, রাজ্যের নির্বাচনের ভেটো দেওয়ার অধিকার থাকবে না এই শিক্ষক।একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগকে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে কেরালার শিক্ষা বিল, 1957 এর ক্ষেত্রে এই আদালত মতামত দিয়েছে যে 11 এবং 12 অনুচ্ছেদে সরকারী পরিষেবা কমিশন কর্তৃক প্রতিটি জেলা থেকে নির্বাচিত প্যানেল থেকে শিক্ষক নির্বাচন করা সমস্ত সহায়ক বিদ্যালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে এবং না অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্বের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনও সহায়ক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদমর্যাদায় হ্রাস করা যেতে পারে।এসসিসিতে পি।792, খান্না, জে। পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কেরালার শিক্ষা বিল, 1957-এর মতামতের পরবর্তী ক্ষেত্রে এই আদালত ধারা 11 এবং ধারা 12 এর ধারা 30 (1) (মামলার ক্ষেত্রে) লঙ্ঘনকারী হিসাবে অনুরূপ বিধান রেখেছিল সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান।তারপরে তিনি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 792 থেকে 109)

> "রে কেরালা শিক্ষা বিল, 1957-এ এই আদালত যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা একটি পরামর্শমূলক চরিত্রের ছিল এবং যদিও এর প্ররোচনামূলক মূল্যের কারণে এটির সাথে দুর্দান্ত ওজন যুক্ত করা উচিত, তবে উক্ত মতামত পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতামূলক মামলায় এই আদালতের দ্বারা প্রকাশিত মতামতকে

> অগ্রাহ্য করতে পারে না।পরবর্তী আদালত প্রতিযোগিতামূলক মামলায় এই আদালত ঘোষিত আইন যা বাধ্যতামূলক প্রভাব ফেলবে।'বর্তমানে যেমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে' এবং পূর্ববর্তী বাক্যটি ইঙ্গিত দেয় যে এই বিষয়ে 1957 সালে রে কেরালার শিক্ষা বিলে এই আদালত যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থায়ী ছিল এবং এই বিষয়ে চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।
>
> (জোর দেওয়া)

31. 3।সমস্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে, বিষয়টি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিলঃ

> "135. আমরা বিদ্বান সলিসিটার-জেনারেলের যুক্তির সাথে একমত যে তৃতীয় খণ্ডের সংবিধানে কোনও পরম অধিকার নেই বা নেই।সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত সমস্ত অধিকার উল্লিখিত অংশের কমপক্ষে অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে।এটা বোঝা মুশকিল যে সংবিধানের কাঠামোকারীরা ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এমন নিখুঁত অধিকার দিতেন, যা তাদেরকে এমনভাবে <u>শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সক্ষম করবে যাতে অন্যান্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে সংবিধান।আমরা এটি মেনে নিতে অসুবিধা বোধ করি যে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনে জমির কোনও আইন, এমনকি সংবিধানও তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।</u>

137. এটি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে অনুসরণ করে যে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর শব্দগুলি অযোগ্য হলেও এই আদালত বলেছে যে স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং শিক্ষার মান সম্পর্কিত জমির কমপক্ষে কিছু অন্যান্য আইন প্রযোজ্য।30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারটি আইনের অন্যান্য বিধানের নিখুঁত বা উপরের হিসাবে ধরা হয়নি এবং আমরা একই পুনরাবৃত্তি করি।একই উপমা অনুসারে, যথাযথ একাডেমিক পরিবেশ সরবরাহের জন্য সাধারণত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কল্যাণ সম্পর্কিত বিধি বা শর্তাদি প্রযোজ্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ এই বিধানগুলি কোনওভাবেই অধিকারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে প্রশাসন বা পরিচালনা।

138. আমরা যেমন এটি দেখি, অনুচ্ছেদ 30 (1) ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারের এক ধরণের গ্যারান্টি বা আশ্বাস।ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যতা সংবিধানের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ 30 (1) ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যার ফলে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করা যায়।তদ্ব্যতীত, সাম্যের নীতিগুলি অবশ্যই এই জাতীয় অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।এমন কোনও আইন প্রণয়ন করা যাবে না যা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সংখ্যালঘুদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে।অন্যদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অসুবিধায় ফেলতে পারে এমন কোনও আইন বা বিধি বা বিধিবিধানকে আঘাত করতে হবে।একই সাথে, কোনও বিপরীত বৈষম্যও হতে পারে না।এটি এসসিআর পি-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কেস 5 এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।192 যেঃ(এসসিসি পৃষ্ঠা 743 থেকে 9)

"30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রদানের পুরো উদ্দেশ্যটি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সমতা থাকবে তা নিশ্চিত করা।সংখ্যালঘুদের যদি এ জাতীয় বিশেষ সুরক্ষা না থাকে তবে তাদের সাম্যতা অস্বীকার করা হবে।"

অন্য কথায়, অনুচ্ছেদ 30 (1) এর সারমর্মটি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমান আচরণ নিশ্চিত করা।কোনও ধরণের বা প্রতিষ্ঠানের বিভাগকে অসম্মানিত করা উচিত নয় বা সে ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে অনুকূল চিকিত্সা গ্রহণ করা উচিত।বিধি ও বিধি সহ জমির আইনগুলি অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে অ-সংখ্যালঘু সংস্থাগুলি যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা করতে হবে।

139. অন্যান্য বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মতো ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত অনুরূপ বিনা সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও এর সাথে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেয় <unk> উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক

নিয়োগের পদ্ধতি, ফি আদায় এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তির পদ্ধতি।তাদের স্বীকৃতির শর্তাবলী মেনে চলতে হবে, যা 30 অনুচ্ছেদের অধীনে ডানদিকে সাদা করার মতো হতে পারে না। '

(জোর দেওয়া)

31. 4বিষয়টি তখন সেই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং প্রশাসনে এর স্বায়ত্তশাসন কতটা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

"144. এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে না যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেওয়ার সময় কোনও শর্ত আরোপ করা যায় না।এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান হোক না কেন, কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুদান-সহায়তার যথাযথ ব্যবহারের সাথে প্রাসঙ্গিক সমস্ত শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।30 (2) অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তা হ 'ল যে কোনও প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের পরিচালনার অধীনে, ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে, সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না, যদি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধিকারী হয় সহায়তা পান।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান বা অনুদান না দেওয়ার শর্তগুলি সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা সংখ্যালঘু পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হোক না কেন।সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মতো, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান যে মুহূর্তে সহায়তা

অনুদান পায়, সংবিধানের 28 অনুচ্ছেদটি কার্যকর হয়।যখন কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তখন সেখানে কোনও ধর্মীয় নির্দেশনা সরবরাহ করা যায় না।28 (1) অনুচ্ছেদে বলা হয়নি যে এটি কেবলমাত্র এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।তদ্ব্যতীত, সহায়তা প্রাপ্তির পরে, অনুচ্ছেদ 28 (3) এর বিধানগুলি সংখ্যালঘু বা অ-সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।অনুচ্ছেদ 28 (3) হ 'ল কোনও রাষ্ট্র-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সহায়তা প্রাপ্ত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ব্যক্তির অধিকার, যদি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় তবে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও ধর্মীয় নির্দেশে অংশ না নেওয়া এটি ছিল (বা তার অভিভাবকের সম্মতি যদি এই জাতীয় ব্যক্তি নাবালক হয়)।যেমন কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহায়তা নেওয়ার মুহূর্তে অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং (3) প্রযোজ্য হয়, তেমনি, অনুচ্ছেদ 29 (2) এছাড়াও আকৃষ্ট হবে এবং রাজ্য দ্বারা পরিচালিত বা রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে সহায়তা প্রাপ্ত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।দৃrenতার সাথে দাবি করা হয়েছিল যে ভর্তি দেওয়ার অধিকার ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত প্রশাসনের অধিকারের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান এবং এই অধিকারটি কোনওভাবেই কমানো উচিত নয়।এই যুক্তি গ্রহণ করা কঠিন।যদি অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং (3) কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা রাষ্ট্রীয় তহবিলের

বাইরে সহায়তা পায়, তবে অনুচ্ছেদ 30 এর ভাষায় এমন কিছুই নেই যা অনুচ্ছেদ 29 (2) এর বিধানকে অযোগ্য করে তুলবে।অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং অনুচ্ছেদ 28 (3) এর মতো, অনুচ্ছেদ 29 (2) 'রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত বা রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে সহায়তা প্রাপ্ত যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' বোঝায়।একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান একইভাবে অনুচ্ছেদ 29 (2) এর আওতায় আসবে যেভাবে অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং অনুচ্ছেদ 28 (3) একটি সহায়তাকারী সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এটি সত্য যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অন্যতম অধিকার হ 'ল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা।যতক্ষণ না কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সহায়তা না পায়, ততক্ষণ আমাদের মতে, এই জাতীয় শিক্ষার্থীদের যেমন ভর্তি করা বা বাছাই করা হয়েছে তার সাপেক্ষে *ভর্তি করা তার অধিকার এবং বিচক্ষণতা হবে আগে স্পষ্ট।প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অধিকারের* মধ্যে, অনুচ্ছেদ 29 (2) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভর্তি দেওয়ার অধিকারকে হ্রাস করে।29 (2) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে কোনও নাগরিককে কেবল ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যে কোনও একটির ভিত্তিতে সহায়তা প্রাপ্ত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান দ্বারা ভর্তি অস্বীকার করা যাবে না।সন্দেহ নেই যে 29 (2) অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে, তবে সহায়তা পাওয়ার পরে, বিনা সহায়তায় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের কিছু অধিকারও অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং 28 দ্বারা কমানো হয়েছে (3)।একটি সংখ্যালঘু

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় নির্দেশনা দেওয়ার অধিকার রয়েছে- এই অধিকারটি অনুচ্ছেদ 28 (1) দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যদি সেই সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে পুরোপুরি বজায় থাকে।একইভাবে রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বা রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পরে, কোনও শিক্ষার্থীর ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের নিখুঁত অধিকার অনুচ্ছেদ 28 (3) দ্বারা হ্রাস করা হয়েছে।28 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সহায়তা প্রাপ্তি বা রাষ্ট্রীয় তহবিলের বাইরে পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের হ্রাস যদি বৈধ হয়, তবে 29 (2) অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য হওয়ার কোনও কারণ নেই।28 (1) এবং (3), অনুচ্ছেদ 29 (2) এবং অনুচ্ছেদ 30 এর ভাষায় কিছুই নেই যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য, সহায়তা পাওয়ার পরে, অনুচ্ছেদ 28 (1) এবং (3) প্রযোজ্য হবে, তবে অনুচ্ছেদ 29 (2)) হবে না।সুতরাং, 30 অনুচ্ছেদে আওতাধীন সংস্থাগুলি 29 (2) অনুচ্ছেদের আদেশের বাইরে যে যুক্তি রয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না।

151. সহায়তাকারী সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অধিকার, যখন অনুচ্ছেদ 29 (2) প্রযোজ্য ছিল, সেন্ট স্টিফেন কলেজ মামলায় এক দশক আগে এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছিল।শিক্ষার্থীদের ভর্তির পদ্ধতি বহাল রাখার সময়, এই আদালত আরও বলেছে যে সহায়তাকারী সংখ্যালঘু

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ভর্তি করার পক্ষে অগ্রাধিকার পাবে যাতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্র বজায় রাখতে পারে এবং রাজ্য এই বিভাগে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল সেই অঞ্চলে, তবে এই সেবনটি কোনও ক্ষেত্রেই 50% এর বেশি হওয়া উচিত নয়।সুতরাং, সেন্ট স্টিফেন দুটি নিবন্ধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।যদিও আমরা সেন্ট স্টিফেনের অনুপাতটি গ্রহণ করি যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ক্ষেত্রটি ধরে রেখেছে, তবে এতে নির্ধারিত কঠোর শতাংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ রয়েছে।যেহেতু অনুচ্ছেদ 29 এবং অনুচ্ছেদ 30 কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানেই নয় স্কুলগুলিতেও প্রযোজ্য, 50% সিলিং যথাযথ হবে না।এটি আরও উপযুক্ত হবে যে প্রতিষ্ঠানের স্তরের উপর নির্ভর করে এটি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ, পেশাদার বা অন্যথায় এবং যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটি হতে হবে তার জনসংখ্যা এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে অবস্থিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের এমন শতাংশের জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করে রাজ্য যথাযথভাবে সকলের স্বার্থকে ভারসাম্য বজায় রাখে, যাতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থকে পর্যাপ্তভাবে পরিবেশন করতে পারে।

152. একই সাথে, সংখ্যালঘু বা অ-সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের দেওয়া সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থাগুলিতে ভর্তি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার পরম মিষ্টি ইচ্ছা

এবং সন্তুষ্টিতে হতে পারে না।যেহেতু একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং মান প্রচারের বিধিগুলি 30 অনুচ্ছেদের অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারগুলিকে অচল করে না, তাই সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যোগ্য সংখ্যালঘু আবেদনকারীদের মধ্যে আন্তঃযোগ্যতা এবং প্রার্থীদের দ্বারা সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, যেখানে সেখানে একটি, পেশাদার এবং অ-পেশাদার কলেজগুলিতে *ভর্তির বিষয়ে।যদি* এ জাতীয় কোনও পরীক্ষা না হয় তবে তুলনামূলক মেধা নির্ধারণের একটি যৌক্তিক পদ্ধতি বিকশিত করতে হবে।সংখ্যালঘু বিভাগের ক্ষেত্রে, কোনও রাজ্য এজেন্সি দ্বারা সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারে।যে কোর্সগুলির জন্য এই জাতীয় পরীক্ষা এবং কাউন্সেলিং প্রচলিত নেই, সেখানে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারে।সংখ্যালঘু আসনের মধ্যে থেকে সমাজের দুর্বল অংশের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ আসন বরাদ্দ দেওয়ার জন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে জোর দেওয়া হবে। "

(জোর দেওয়া)

31. 5.পরিশেষে, প্রশ্ন নং 5 (গ) সম্পর্কিত, শীর্ষস্থানীয় রায়টি তার উত্তরটি নিম্নরূপ দিয়েছেঃ -

প্রঃ 5।(গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা পর্ষদের উপর নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি/প্রত্যাহার সহ অধিভুক্তির শর্তাদি এবং কর্মচারী, কর্মচারী, শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের

তাদের পরিষেবার শর্তাদি এবং নিয়ন্ত্রণ সহ প্রশাসনের দিকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এমন বিধিবদ্ধ বিধানগুলি কিনা? ফি ইত্যাদি সংখ্যালঘুদের প্রশাসনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে?

উঃ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসনের দিকগুলি নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবদ্ধ বিধানগুলি সম্পর্কিত, কোনও সহায়তাবিহীন সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রক পরিমাপ ন্যূনতম হওয়া উচিত এবং স্বীকৃতির শর্তাদি পাশাপাশি একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের সাথে অধিভুক্তির শর্তাদি মেনে চলতে হবে, তবে প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন কর্মী নিয়োগ, শিক্ষাদান ও অ-শিক্ষাদান এবং তাদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিচালনার স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং কোনও বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থাকা উচিত নয়।তবে শিক্ষকতা কর্মীদের বাছাই এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি যৌক্তিক পদ্ধতি নিজেই ব্যবস্থাপনার দ্বারা বিকশিত হতে হবে।

সহায়তা প্রাপ্ত ও বিনা সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অভিযোগ নিরসনের জন্য যারা শাস্তি বা চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, তাদের একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং আমাদের মতে উপযুক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এ জাতীয় ট্রাইব্যুনালের সভাপতিত্ব করা যেতে পারে জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা দ্বারা।

রাজ্য বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগের জন্য কোনও ব্যক্তির যোগ্যতার উপর ন্যূনতম যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করতে পারে।

"কর্মচারীদের উপর পরিচালনার সামগ্রিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ না করে, শিক্ষকতা এবং অন্যান্য কর্মীদের জন্য রাজ্য কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হয় এমন পরিষেবার শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবিধান তৈরি করা যেতে পারে।

বিনা সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থাগুলি দ্বারা চার্জ করা ফি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তবে কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া উচিত নয়। "

গ) টিএমএ পাই ফাউন্ডেশনের পরে সিদ্ধান্ত

৩২. ব্রাহ্ম ***সমাজ শিক্ষা সমিতি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, দুই বিচারকের একটি***[24] বেঞ্চ এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে যা নিম্নরূপ উত্থাপিত হয়েছিলঃ -

"৫. বিবেচনার জন্য মূল প্রশ্নটি হ 'ল, কলেজ সার্ভিস কমিশন নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি রয়েছে কি না, অন্য কথায়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বোঝার জন্য।টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন বনাম কর্ণাটক রাজ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19 (1) (ছ) এর অধীনে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা একটি

[24] (2004) 6 SCC 224

অধিকার হিসাবে ধরা হয়েছে।সংবিধানের 19 ()) অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার সাধারণ জনগণের স্বার্থে রাজ্য *কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে।একই সাথে, জনশৃঙ্খলা,* নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্যের সাপেক্ষে, প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা এর যে কোনও বিভাগ সংবিধানের 2 26 (ক) অনুচ্ছেদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে পারে।সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19 (1) (ছ) এবং 2 26 (ক) একসাথে পড়লে আবেদনকারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার রয়েছে এবং তাই আমরা সংখ্যালঘু/সম্প্রদায়গত স্থিতির বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি না বিষয়টি হাতে হাতে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্রাহ্ম সমাজ।আমাদের দৃষ্টিতে, এই বিষয়টি বর্তমান মামলার প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় না।

৬. এখন আমাদের সামনে প্রশ্নটি হল কলেজ সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীদের নিয়োগের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে কোনও সহায়ক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সাধারণ মানুষের স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া।আবেদনকারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার রয়েছে।কেবলমাত্র আবেদনকারীরা সহায়তা পাচ্ছে বলে তাদের প্রশাসনের স্বায়ত্তশাসন পুরোপুরি সীমাবদ্ধ করা যায় না এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী মালিকানাধীন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।অবশ্যই রাজ্য শিক্ষার মান যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

এবং অব্যবস্থাপনা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারে।টিএমএ পাই8 এ বলা হয়েছে যেঃ

". 1. পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা দেওয়ার সময়, কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিধি বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সহায়তা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, যে শর্তগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্ত কলেজগুলিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি দেওয়া হবে, তার সাথে রিজার্ভেশন নীতিও থাকবে রাজ্যের।মেধা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কর্তৃক কাউন্সেলিং দ্বারা পরিচালিত একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বা পৃথক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে-অনুসরণ করার পদ্ধতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনও সহায়তাকারী পেশাদার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি অনুমোদিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ অন্যান্য উপায়ও তৈরি করতে পারে।এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে বিবেচনা করা উচিত তা সরবরাহ করা জায়েয হবে।(এসসিসি পৃষ্ঠা 550 থেকে 71)

72. একবার কোনও বেসরকারী পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহায়তা মঞ্জুর হয়ে গেলে, সরকার বা রাজ্য সংস্থা, সহায়তা প্রদানের শর্ত হিসাবে, প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার

উপর চাপ দিতে পারে।রাজ্য, যা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়, শিক্ষার উচ্চমানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারে কারণ আর্থিক বোঝা রাজ্য ভাগ করে নেয়।রাজ্যও শিক্ষাদান এবং নন-টিচিং কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার বাধ্যবাধকতার অধীনে থাকবে।অনেক রাজ্যে, এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বিধিবদ্ধ বিধান রয়েছে যেখানে রাজ্যগুলি অনুদান বা সহায়তা হিসাবে, শিক্ষাদান ও নন-টিচিং কর্মীদের বেতন, বেতন এবং ভাতা সহ রাজস্ব ব্যয়ের যথেষ্ট পরিমাণে দেয়।এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত শিক্ষকরা যথাযথ পরিষেবার শর্ত দ্বারা পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা তার দায়িত্ব হবে।রাজ্য, এ জাতীয় সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণের পরে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।কেরালার শিক্ষা বিল, 1957 সাল থেকে, এই আদালত সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, এই বিধিগুলি যে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করেছিল তা বহাল রেখেছে।প্রশাসন দক্ষ ও সুদৃ. ৃ এবং প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক চাহিদা পূরণ করবে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের উপর নজরদারি প্রয়োজন হতে পারে।অন্য কথায়, শিক্ষকদের দক্ষতা, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও ন্যায্যতা এবং অনুমোদিত সংস্থাগুলির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে সুশাসনের

প্রচার ও দূষিততা রোধ করার নিয়মকানুন *প্রণয়ন করা যেতে পারে।একই সাথে* এটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানও সরকারী মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়।সাধারণত, যে সহায়তা দেওয়া হয় তা শিক্ষকতা কর্মীদের বেতন এবং ভাতার সাথে সম্পর্কিত।এছাড়াও, বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থাগুলির পরিচালনকে রাজস্ব এবং মূলধন ব্যয় বহন করতে হয়।এই জাতীয় সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও বেসরকারী সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন পরিচালনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ অর্জন করতে পারে না, তবে একই সাথে এটি বিভাগীয়ভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে না বা সম্পূর্ণ মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পরিচালনা পর্ষদ গঠনে হস্তক্ষেপ বা পরিচালনার উল্লেখ ছাড়াই কর্মীদের ঠেলাঠেলি করা।

73. স্কুল এবং অ-পেশাদার কলেজগুলির মতো প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা রাজ্যের সহায়তা ব্যতীত পরিচালনা করতে পারে না।যদিও এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনহিতকর বা অন্যান্য জনসাধারণের দ্বারা উত্সাহিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে শিক্ষার্থীদের সাশ্রয়ী মূল্যের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে

> পড়ে।এই জাতীয় ক্ষেত্রে, পেশাদার সহায়তাকারী সংস্থাগুলি যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, যখনই রাজ্য কর্তৃক পদগুলির জন্য সহায়তা দেওয়া হয় তখন সরকার শিক্ষাদান ও নন-টিচিং কর্মীদের কর্মসংস্থানের শর্তাদি সম্পর্কিত বিধিবিধান করার অধিকারী হবে পাশাপাশি ভর্তি পদ্ধতি।এই জাতীয় নিয়মকানুনগুলি কোনও শিক্ষক বা কর্মচারীর অন্য কোনও সদস্যকে অপসারণের কারণ এবং পদ্ধতিও সরবরাহ করতে পারে।
>
> আমরা বরং বলতে চাই যে রাজ্য সরকার এই বিষয়ে এই আদালতের দ্বারা প্রণীত আইনের ঘোষণাগুলি নোট করবে এবং তাদের আইন, বিধি ও বিধিগুলিতে যথাযথ সংশোধন করবে যাতে এতে বর্ণিত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য হয়। "

33. পিএ ***ইনামদার এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যদের মধ্যে এই***[25] আদালতের সাত বিচারকের একটি বেঞ্চ এর বিবেচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়গুলি নীচে তুলে ধরেছেঃ

> "26. এই বিষয়গুলি পিএ ইনামদার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যে 15-7-2004 তারিখের আদেশ অনুসারে ভারতের প্রধান বিচারপতির আদেশে সাত বিচারকের বেঞ্চের সামনে শুনানির জন্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 29-7-এর আদেশ অনুসারে-2004 পুষ্পগিরি মেডিকেল *সোসাইটি*

[25] (2005) 6 SCC 537

বনাম কেরালার রাজ্যে।আমাদের আগে আক্রান্ত[26] ব্যক্তিরা আবার এক শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ, *অর্থাৎ বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু এবং অ-সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান*[27] পেশাদার শিক্ষা প্রদান করে।আমাদের সামনে সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত বিষয়গুলি কেবল তিনটি:

(i) বিনা সহায়তা প্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভর্তি/শিক্ষার্থীদের 'কোটা' নির্ধারণ <unk>

(ii) এই জাতীয় কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া, অর্থাৎ কে প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে <unk> এবং

(iii) ফি কাঠামো।

রেফারেন্সের আদেশ দ্বারা প্রশ্নগুলি বানান

27. এখানে উপরে উল্লিখিত দুটি রেফারেন্সের আদেশের আলোকে আমরা আমাদের আলোচনাটি এখানে বর্ণিত প্রশ্নগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব দিই যা আমাদের মতে সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত হয়ঃ

(1) রাজ্য বিনা সহায়তা প্রাপ্ত (সংখ্যালঘু বা অ-সংখ্যালঘু) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?রাজ্য কি তার সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগ করতে পারে এবং/অথবা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও কোটা নিজের পক্ষে উপযুক্ত?

---

[26] (2004) 8 SCC 139
[27] (2004) 8 SCC 135

(2) বিনা সহায়তাকারী (সংখ্যালঘু ও অ-সংখ্যালঘু) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব ভর্তি পদ্ধতি তৈরি করতে স্বাধীন কিনা বা রাজ্য বা সংস্থাগুলির সমিতি দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে *একটি প্রবেশিকা*[28] পরীক্ষা করার জন্য ইসলামী একাডেমিতে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে কিনা? এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য, পাই ফাউন্ডেশনে প্রণীত আইনের আলোকে টিকিয়ে রাখা যায়?

(3) শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদেয় ফি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলামী একাডেমি গাইডলাইন জারি করতে পারত কিনা?

(4) ইসলামী একাডেমি গঠনের আদেশ দেওয়া কমিটিগুলি কি ভর্তি পদ্ধতি এবং ফি কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতে বা গ্রহণ করতে পারে? '

33. 1।সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার সময় বলা হয়েছিলঃ -

"70. অনুচ্ছেদ 30 এর আসল উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বৈষম্য রোধ করা এবং তাদের অ-সংখ্যালঘুদের সাথে সমান ভিত্তিতে স্থাপন করা।বিপরীত বৈষম্য 30 অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য ছিল না।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানো যদি অন্য কোনও ব্যবসা পরিচালনার অধিকারের চেয়ে উচ্চতর বিমানের কথা বলা যায় না, তবে ব্যবসা পরিচালনার অধিকারের মতো যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ

[28] (2003) 6 SCC 697

> পেশাদার কোর্স পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখা যেতে পারে।এই বিধিনিষেধের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু এবং অ-সংখ্যালঘু উভয়কেই সমানভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং অনুচ্ছেদ 30 (1) এর কোনও লঙ্ঘন হবে না, যা সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছ থেকে সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কেবল সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়।শিক্ষার ক্রিয়াকলাপগুলি মূলত দাতব্য প্রকৃতির, একটি অ-সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘু উভয় চরিত্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে যাতে তারা অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষার আসন বিক্রি করতে লিপ্ত না হয়।তাদের ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য এবং এর আরও বৃদ্ধির জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় তহবিল তৈরি করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। '
>
> (জোর দেওয়া)

33. 2 আলোচনাটি দেখায় যে বিষয়টি বিনা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকারের প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল, 'সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত' সম্পর্কিত নয়, যেমন সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ নং-123 থেকে প্রমাণিত হয়েছে।সিদ্ধান্তের প্যারা নং 103 দেখায় যে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনটি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং পেশাদার এবং অ-পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পয়েন্ট নং 104 এর পরে পার্থক্য রয়েছে।অনুচ্ছেদ নং 104 থেকে 107 নিম্নরূপঃ

> **"পেশাদার এবং অ পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য**

104. অনুচ্ছেদ 30 (1) সাধারণত 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে কথা বলে এবং তাই অনুচ্ছেদ 29 (2)।এই নিবন্ধগুলি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা বা পেশাদার বা অ-পেশাদার শিক্ষা বিতরণকারী কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনও পার্থক্য আঁকেন না।যাইহোক, পাই ফাউন্ডেশনে শেষ হওয়া ধারাবাহিক বিচারিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে চিন্তার ভূখণ্ডটি বিকশিত হয়েছে যে সংবিধানের বিধানের *পটভূমিতে শিক্ষার*ধারণার দিকে তাকালে পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অ-শিক্ষাদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হিসাবে একটি শ্রেণি গঠন করে। পেশাদার শিক্ষা।পাই ফাউন্ডেশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে পেশাদার অধ্যয়নের প্রসঙ্গে যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ তাত্পর্য ধরে নিয়েছে বলে আমাদের সামনে উত্থাপিত ইস্যুটির এই দিকটি গভীরভাবে যাওয়ার দরকার নেই।যদিও যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব অ-পেশাদার শিক্ষার পক্ষে অ্যানথেমা নয়, তবুও *সেই স্তরে* এবং শিক্ষার প্রকৃতির কারণে যা আরও সাধারণ, সেখানে যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজনীয়তা পেশাদার প্রসঙ্গে বলা হয় না। শিক্ষা।

105. বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন *করে, পাই*ফাউন্ডেশন 8 ধার্য করেছে যে ভর্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রটি পদক্ষেপ নেওয়ার পথে আর্টিকেল আসে না।শিক্ষাগত মান নিশ্চিত করার জন্য এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপগুলি অনুচ্ছেদ 30 (1) দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার জন্য কোনও অভিশাপ নয়।যাইহোক,

একদিকে স্কুল এবং স্নাতক কলেজগুলির স্তরের বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত, যারা পেশাগত শিক্ষা প্রদান করে তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য আঁকতে হবে।পূর্বে, যোগ্যতা ভিত্তিক নির্বাচনের সুযোগটি ব্যবহারিকভাবে শূন্য এবং তাই নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানাতে পারে না।তবে পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং যোগ্যতার বিষয়ে অনিবার্যভাবে যত্ন নিতে হবে এবং আপস করা যাবে না।শিক্ষাগত মান নিশ্চিত করার এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থাকতে পারে।(পাই ফাউন্ডেশনে প্যারা 1 161 দেখুন, প্রশ্নের উত্তর 4 দেখুন।) উপরে বর্ণিত দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই পার্থক্যের উত্সটি এই নীতিতে পাওয়া যায় যে প্রশাসনের অধিকারে অপব্যবহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

106. এসবি সিনহা, জে, ইসলামী একাডেমিতে তার পৃথক মতামতে (199 *অনুচ্ছেদে) পরিস্থিতিটিকে* পিরামিডের মতো পরিস্থিতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারকে মৌলিক দায়িত্বের সাথে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।শিক্ষার স্তর উচ্চতর, আসনগুলি কম এবং যোগ্যতার জন্য বিবেচনার জন্য উচ্চতর ওজন।এটি অগত্যা, আরও বেশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাবে এবং সংখ্যালঘুদের পক্ষে কম বলবে।

107 উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন স্নাতক স্তর এবং তদূর্ধ্ব এবং বিশেষত বিশেষায়িত শিক্ষা যেমন

প্রযুক্তিগত বা পেশাদার, একটি পৃথক শ্রেণি গঠন করে।সাংবিধানিক তাত্পর্যপূর্ণ বিষয়গুলির সমাধানের সূচনা করার সময়, যেখানে সংবিধানের চিঠিটি স্পষ্ট নয়, আমাদের সংবিধানের চেতনা মাথায় রাখতে হবে, যেমনটি এর পুরো পরিকল্পনা দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।পেশাদার বা প্রযুক্তিগত যোগ্যতা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষাগত নির্দেশাবলীর চেয়ে আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে।অন্যান্য বিধান ছাড়াও, অনুচ্ছেদ 19 (6) একটি স্পষ্ট সূচক এবং তাই অনুচ্ছেদ 51-এ এর ধারা (জ) এবং (জ) রয়েছে। স্নাতক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য কেবল মনকে সমৃদ্ধ করা এবং একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে রূপ দেওয়া।স্নাতক স্তরের অধ্যয়ন পেশাদার বা প্রযুক্তিগত বা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির দ্বার এবং সুতরাং, সেই স্তরে পেশাদার বা প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।এটি জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় সম্পদ শক্তিশালীকরণ, শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।একদিকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা এবং অন্যদিকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এবং অন্যদিকে পেশাদার ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকে অভিন্ন বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ না জানিয়ে বিভিন্ন স্তরে চিকিত্সা করা উচিত, এটি পাইয়ের পরে আর কোনও বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত নয়। ফাউন্ডেশন।শিক্ষার ক্ষেত্র দখলকারী বেশ কয়েকটি আইন যার সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে তা পরামর্শ দেয় যে স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার জন্য স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি আবশ্যক নাও হতে পারে বা প্রয়োজনে

এমনকি রুটিন, স্বীকৃতির বিষয় হিসাবে মঞ্জুর করা যেতে পারে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ডিগ্রি, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং প্রযুক্তিগত বা পেশাদার শাখায় ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে *অনুমোদিত হওয়া* আবশ্যক এবং কঠোর তদন্তের সাপেক্ষে।ইসলামী একাডেমিতে জে। এর মতামত, এসবি সিনহার 81 এবং 82 অনুচ্ছেদে এ জাতীয় কিছু আইন পাওয়া যায়।

34. কন্যা ***জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে, বাল বিদ্যা মন্দির, এটা, ইউপি ভি।ইউপি বেসিক শিক্ষা পরিষদ, এলাহাবাদ, ইউপি এবং অন্যান্যরা যে বিষয়টি***[29] উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি হ 'ল বিদ্যালয়টি ইউপি রাজ্যে একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বলা যেতে পারে কিনা? যেহেতু স্কুলটি এলাহাবাদের বিচারিক হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল, তাই এই পদমর্যাদাকে অস্বীকার করা যায় না এবং যেমন কোনও শিক্ষকের সেবা বন্ধ করার আগে জেলা বেসিক শিক্ষা কর্মকর্তার পূর্ব অনুমোদন ছিল প্রয়োজনীয় ছিল না।

35. সেক্রেটারি, মালানকারা ***সিরিয়ান ক্যাথলিক কলেজ বনাম টি। জোসে এবং অন্যান্যদের মধ্যে***যে মূল প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তা হ 'ল সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকারের অংশ কিনা।এই আদালত এই বিষয়টিতে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করেছে এবং ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুল কেস 17-

[29] (2006) 11 SCC 92

এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের প্যারা নং-16 উদ্‌ধৃত করেছে।সংখ্যালঘুদের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ নীতিগুলি নিম্নরূপ ***সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিলঃ***

> "19. সংখ্যালঘুদের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসন সম্পর্কিত সাধারণ নীতিগুলি এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ
>
> (i) সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারে নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছেঃ
>
> (ক) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও পরিচালনার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে এমন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করা <unk>
>
> (খ) শিক্ষকতা কর্মী (শিক্ষক/প্রভাষক এবং প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষগণ) এবং নন-টিচিং স্টাফ নিয়োগ করা এবং এর কোনও কর্মীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব হ্রাস পেলে ব্যবস্থা নেওয়া <unk>
>
> (গ) তাদের পছন্দের যোগ্য শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা এবং যুক্তিসঙ্গত ফি কাঠামো স্থাপন করা <unk>
>
> (ঘ) প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে এর সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করা।
>
> (ii) 30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারটি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সমতা নিশ্চিত করার জন্য এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তুলনায় আরও সুবিধাজনক অবস্থানে রাখার উদ্দেশ্যে নয়।সংখ্যালঘুদের

পক্ষে কোনও বিপরীত বৈষম্য নেই।সকলের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সুরক্ষা, সমাজকল্যাণ, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, কর ইত্যাদি সম্পর্কিত জমির সাধারণ আইন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

(iii) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার নিখুঁত নয়।এটিতে দূষিত করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত নয়।শিক্ষাগত চরিত্র এবং মান নিশ্চিত করতে এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থাকতে পারে।প্রশাসনের দক্ষ ও দৃ sound় যাতে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক চাহিদা মেটাতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের উপর চেক থাকতে পারে।সাধারণভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কল্যাণ সম্পর্কিত রাজ্য কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নিয়োগের যোগ্যতার বিধি বিধানের পাশাপাশি কর্মচারীদের চাকরির শর্তাদি (শিক্ষাদান এবং অ-শিক্ষাদান উভয়ই), কর্মচারীদের শোষণ বা নিপীড়ন রোধে বিধিমালা, এবং সিলেবাস এবং অধ্যয়নের পাঠ্যক্রম নির্ধারণকারী বিধিগুলি এই বিভাগের অধীনে আসে।এই জাতীয় বিধিগুলি কোনওভাবেই অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

(iv) রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত/যোগ্যতা সাপেক্ষে, বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের যে কোনও যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষক/প্রভাষক নিয়োগের স্বাধীনতা থাকবে।(v) রাজ্য দ্বারা

সহায়তার সম্প্রসারণ সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং চরিত্রকে পরিবর্তন করে না।অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকারকে হ্রাস বা সংক্ষিপ্ত না করে সহায়তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য কর্তৃক শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

(i) নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড,

(ii) কর্মীদের উপর পরিচালনার দ্বারা সামগ্রিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ না করে কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাদি,

(iii) কর্মীদের অভিযোগ নিরসনের একটি ব্যবস্থা,

(iv) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারকে হ্রাস বা হ্রাস না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তার যথাযথ ব্যবহারের শর্তাদি।

অন্য কথায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত সমস্ত আইন সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।তবে যদি এই জাতীয় কোনও বিধিবিধান কর্মীদের উপর পরিচালনার দ্বারা সামগ্রিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করে, বা অন্য কোনও উপায়ে সংক্ষিপ্ত/পাতলা করে দেয়, তবে সেই

পরিমাণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। '

35. 1 অধ্যক্ষকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার বিষয়ে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

২২. কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী দক্ষতার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান এবং শৃঙ্খলার জন্যও দায়ী।তিনি প্রতিষ্ঠানের দর্শন এবং বিষয়গুলি বজায় রাখার জন্যও দায়বদ্ধ।

35. 2 এটি এন আম্মাদ 23-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে উত্তরণের উপরও নির্ভর করেছিলঃ -

25. এন. আম্মাদে আপিলকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি সহায়তাকারী সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের সিনিয়র সর্বাধিক স্নাতক শিক্ষক হওয়ায় তাকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া উচিত এবং অন্য কেউ নয়।তিনি কেরালার শিক্ষা বিধিমালার 44-এ-এর উপর নির্ভর করেছিলেন যা সরবরাহ করেছিল যে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ সাধারণত বিধি 34 এর ধারা (ক) এবং (খ) এর অধীনে প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা জ্যেষ্ঠতা তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে হবে।এই আদালত অনুষ্ঠিতঃ(এসসিসি পি।680, অনুচ্ছেদ 18-19)

"18. একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন এবং নিয়োগ (বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ) সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে প্রধান গুরুত্ব বহন করে।প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনার মূল পোস্ট।তিনি

সেই কেন্দ্র যেখানে বিদ্যালয়ের সমস্ত স্পোক সেট করা হয় যার চারপাশে তারা ফলাফল তৈরি করতে ঘোরাফেরা করে।একটি স্কুল তার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বযুক্ত এবং তিনি সেই কেন্দ্রবিন্দু যার উপর বাইরের লোকেরা বিদ্যালয়ের দিকে তাকাচ্ছে।একজন খারাপ প্রধান শিক্ষক পুরো প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট করতে পারেন, একজন দক্ষ এবং সৎ প্রধান শিক্ষক লাফিয়ে ও সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে এটি উন্নত করতে পারেন।কোনও বিদ্যালয়ের কার্যকরী কার্যকারিতা তার প্রধান শিক্ষকের দক্ষতা এবং উত্সর্গের উপর নির্ভর করে।বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার কাঠামোগত নিদর্শনগুলিতে অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই আদিম নিয়মটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

19. একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলদো মারিয়া পাত্রনী বনাম ইসি কেশভানে কেরালার হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ অত্যন্ত করুণভাবে বলেছে।প্রধান বিচারপতি এমএস *মেনন এমন একটি স্টাইলে যা অনিবার্য,*[30] এভাবে বলেছেনঃ

> '<unk> বিদ্যালয়ের জীবনে প্রধান শিক্ষকের পদটি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব বহন করে।তাঁর চারপাশে প্রতিষ্ঠানের সুর ও মেজাজ

[30] 30 AIR 1965 Ker 75 : 1964 KLT 791 (FB)

> চাকা <unk> তার উপর নির্ভর করে এর traditionsতিহ্যের ধারাবাহিকতা, শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর শিক্ষার দক্ষতা।প্রধান শিক্ষক বাছাই করার অধিকার সম্ভবত একটি স্কুল পরিচালনার অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা নির্ধারণের পরিমাণ ব্যতীত-এর উপর যে কোনও ট্রামেল চাপিয়ে দেওয়া-এটি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকার লঙ্ঘন।অন্যথায় ধরে রাখা হ 'ল সঠিক' <unk> একটি উত্যক্ত মায়া, অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি '<unk> করা।

এরপরে, এই আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা একই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকে বা বাইরে থেকে কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে শূন্যপদ পূরণ করতে মুক্ত <unk> এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার ব্যবস্থাপনার অধিকার সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের প্রতিরক্ষামূলক কভার দ্বারা ভালভাবে উত্তাপিত এবং পদটির জন্য যোগ্যতা এবং পরিষেবার শর্তাদি নির্ধারণ ব্যতীত কোনও আইনসভা আইন বা নির্বাহী বিধি দ্বারা এটিকে ছেঁটে দেওয়া যাবে না <unk> এবং এই জাতীয়

> কোনও বিধিবদ্ধ বা নির্বাহী ফিয়াট অনুচ্ছেদ 30 (1) এ অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী হবে এবং তাই এটি বাতিল হবে।এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিদ্যালয়ের পরিচালনাকে যদি প্রধান বিষয়টির মূল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার বিস্তৃত স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, অবশ্যই, রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার বিষয়ে বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে, প্রশাসনের অধিকার স্কুল অনেক হ্রাস পাবে।

35. 3 এরপরে এটি উপসংহারে পৌঁছেছিলঃ -

> "27. এইভাবে এটি স্পষ্ট যে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা সর্বদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।এটি কোনওভাবেই টিএমএ পাই দ্বারা মিশ্রিত বা পরিবর্তিত হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রশাসনে অধ্যক্ষের মূল ভূমিকা সম্পর্কে বিবেচনা করে, কোনও সন্দেহ নেই *যে অধ্যক্ষকে* বেছে নেওয়ার অধিকার প্রশাসনের অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা করা হলেও সেখানে থাকতে পারে উক্ত অধিকারের সাথে কোনও হস্তক্ষেপ নেই।অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের পদও রাষ্ট্রীয় সহায়তায় আচ্ছাদিত হওয়ার বিষয়টি কোনও পার্থক্য করবে না। "

36. সিন্ধি ***এডুকেশন সোসাইটি এবং অন্য বনাম চিফ সেক্রেটারি, দিল্লির এনসিটি সরকার এবং অন্যান্য*** *7* ***এই আদালতের***[দুই] বিচারকের

একটি বেঞ্চ দিল্লি স্কুল শিক্ষা বিধি, 19 1973 এর বিধি 644 (1) (খ) এর অধীনে আন্তঃসম্পর্কিত বিবেচনা করেছে, তফসিলি জাতি ও তপশিলী উপজাতির বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা সংরক্ষণের নীতি অনুসারে একটি সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পদ পূরণের জন্য নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে।এই আদালত পুনরায় সিদ্ধান্ত নেওয়া মামলার অনুপাতঃকেরালা শিক্ষা বিল, 1957 9 এবং আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5 এ নিম্নরূপ বিবেচনা করা হয়েছিলঃ

> "46. **উক্ত** মামলায় আদালত বলেছিল যে সংখ্যালঘুদের অধিকার কিছুটা হলেও এই অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল যে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে আইন অনুসারে।এভাবেই বিলের 11 ধারা, যা আমাদের আগে উত্তরদাতাদের দ্বারা খুব বেশি নির্ভর করা হয়েছিল, তাদের পছন্দের শিক্ষক নিয়োগের উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং জনসেবা দ্বারা নির্বাচিত প্যানেল থেকে কেবল শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে কমিশন।এই ধারাটি সংবিধান লঙ্ঘন না করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে 14 এবং 15 ধারা, যা এতে বর্ণিত শর্তগুলির জন্য একটি সহায়ক বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত ছিল, এটি অসাংবিধানিক এবং খারাপ বলে ধরা হয়েছিল।এটি বিলের অধীনে বর্ণিত আইন এবং এর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যা পূর্বোক্ত ফলাফলগুলি রেকর্ড করার জন্য আদালতের সাথে ওজন করেছিল।

47. তবুও এই আদালতের আরও সাত বিচারকের বেঞ্চ, আহমেদাবাদ সেন্ট *জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি 5-এ মূলত* সংবিধানের 29 ও 30 অনুচ্ছেদের সুযোগের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সংখ্যালঘুদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার অধিকার এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির ধারণার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত।অবশ্যই, আদালত বলেছিল যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিভুক্তি পাওয়ার জন্য সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের কোনও মৌলিক অধিকার নেই।যখন কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কোনও বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদিত হওয়ার জন্য আবেদন করে, তখন সে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলীর কোর্সে অংশ নেওয়ার পছন্দ প্রকাশ করে এবং এটি অধ্যয়নের অভিন্ন কোর্সগুলি অনুসরণ করতে সম্মত হয়।সুতরাং, অধ্যয়নের কোর্স, শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ, শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের শর্তাদি, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে এমন পদক্ষেপগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির জন্য জার্মানি।

36. 1 টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এর সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে, ***এটি পর্যবেক্ষণ করা***হয়েছিলঃ

55. **উত্তরদাতারা** বেঞ্চের দ্বারা বর্ণিত আইনের উপর নির্ভরতা রেখেছেন যে জাতীয় স্বার্থে প্রণীত যে কোনও বিধিবিধান অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এই

জাতীয় সীমাবদ্ধতা অবশ্যই 30 অনুচ্ছেদে পড়তে হবে।30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে বিধিটি জাতীয় স্বার্থকে ওভাররাইড করা বা সরকারকে সেই পক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না।এটি অবশ্যই সত্য যে সরকারী বিধিগুলি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রকে ধ্বংস করতে পারে না বা নিছক মায়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার তৈরি করতে পারে না <unk> তবে 30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার আইনের aboveর্ধ্বে এতটা নিরঙ্কুশ নয়।

৫৬. আপিলকারী আদালতও এই মতামত থেকে সুবিধা অর্জনের চেষ্টা করেছেন যে প্রশাসনের অধিকার নিরঙ্কুশ নয় এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য যুক্তিসঙ্গত বিধিবিধানের সাপেক্ষে।জমির এ জাতীয় সাধারণ আইন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।যথাযথ একাডেমিক পরিবেশ সরবরাহের জন্য সাধারণত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কল্যাণ সম্পর্কিত বিধি বা শর্তাদি প্রযোজ্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই।এই হিসাবে, বিধানগুলি কোনওভাবেই অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে প্রশাসন বা পরিচালনার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।যে কোনও আইন, বিধি বা নিয়ন্ত্রণ, যা সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অসুবিধায় ফেলবে, যখন অন্যদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির তুলনায়, তা হ্রাস করতে হবে।একই সাথে, কোনও বিপরীত বৈষম্য নাও থাকতে পারে।

91. টিএমএ *পাই কেস৪* এ একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার সরবরাহ করা হয়েছে।আদালত বলেছিল যে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার সংবিধানের 19 (1) (ছ) অনুচ্ছেদে সরবরাহ করা হয়েছে।এই জাতীয় অধিকার অবশ্য যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে, যা এর ধারা (6) এর শর্তে আনা যেতে পারে।তদুপরি, সংখ্যালঘু, ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে হোক না কেন, অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে নিজস্ব পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

92. অনুচ্ছেদ 30 এর ধারা (1) এর অধীন অধিকারটি নিরঙ্কুশ নয় তবে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে যা দেশের জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে ফ্রেম করা যেতে পারে।অব্যবস্থাপনা রোধ করার পাশাপাশি শিক্ষা, শিক্ষাদান, শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ, জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা ইত্যাদির মান নির্ধারণের জন্যও প্রবিধান তৈরি করা যেতে পারে, এটিও সুস্পষ্টভাবে মীমাংসিত যে কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান তা বন্ধ করে দেয় না, এই মুহূর্তে অনুদান-সহায়তা সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত হয়।সুতরাং একটি সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকার পাওয়ার অধিকারী হবে এবং একই সাথে অ-সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে ভর্তির প্রয়োজন হবে, যে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধিকারটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিবন্ধী নয় এবং আরও, অনুচ্ছেদ 29 (2) এর অধীনে নাগরিকের অধিকার লঙিঘত হয় না। '

36. 2 প্রশ্নে বিধিটির প্রশস্ততা বিবেচনা করার সময়, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

> "101. **শিক্ষক** নিয়োগ করা বিদ্যালয়ের নিয়মিত প্রশাসন ও পরিচালনার অংশ।অবশ্যই, কোনও শিক্ষক নিয়োগের জন্য যোগ্যতা বা যোগ্যতার মানদণ্ড কী হওয়া উচিত তা সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে, দিল্লির এনসিটি সরকার এবং সেই নির্দিষ্ট পরামিতিগুলির মধ্যে একটি ভাষাগত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের অধিকার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে একজন শিক্ষককে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।উপরোক্ত আইনগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব আনা এবং তাই সংখ্যালঘু সংস্থাগুলি অনুষদে সেরা শিক্ষক বাছাই করবে বলে আশা করা হচ্ছে।যে কোনও বিধিবিধান সরবরাহ ও প্রয়োগ করতে, যা কার্যত এই উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করবে তা এড়াতে হবে।একটি ভাষাগত সংখ্যালঘু একটি সাংবিধানিক আদেশ দ্বারা তার ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকারী।সুতরাং, এটি অবশ্যই এমন লোকদের বাছাই করতে হবে যারা নির্ধারিত মানদণ্ড, যোগ্যতা এবং যোগ্যতা পূরণ করে এবং একই সাথে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের সাথে আরও ভাল সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে।
>
> **112.** প্রতিটি ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।এ জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের সাংবিধানিক অধিকার

> রয়েছে।সুতরাং, তাদের ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের সত্যতা দ্বারা সত্যই প্রভাবিত না হয়ে, প্রদত্ত হিসাবে যোগ্যতা এবং যোগ্যতার অধিকারী শিক্ষকদের বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে।এর নিজস্ব সীমাবদ্ধতাগুলি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য ভাল কারণে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিতে পারে না।বিধি 644 (1) (খ) এর অধীন বিবেচিত নির্দেশটি সরকারী সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সাধারণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে ভাষাগত সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ জাতীয় শর্ত কার্যকর করা উপযুক্ত নাও হতে পারে।এটি তাদের পছন্দের অধিকারের সাথে হস্তক্ষেপের পরিমাণ হতে পারে এবং একই সাথে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের চরিত্রকে হ্রাস করতে পারে।আইনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদক্ষেপকে সাম্যের আওতায় আনা অনিবার্য হবে যা বাস্তবে তাদের চরিত্র বা মর্যাদার খুব সারমর্মকে হ্রাস করবে।যোগ্য ও যোগ্য শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যতা বৈধভাবে দাবি করা যেতে পারে।
> "

36. 3 এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে বিধি 644 (1) (খ) সত্ত্বেও, 21.03.1986 এ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যাতে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে উক্ত বিধিটির প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় <unk> এবং 1989 সালের সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরবর্তী জেদ এ জাতীয়

প্রস্থানের কোনও কারণ প্রকাশ করেনি এবং তাই এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

> "117. **সুতরাং,** সংরক্ষণের নীতিমালার কাঠামোটি এমন হওয়া উচিত, যা আমাদের গণতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রকল্পের সাথে খাপ খায়।সরকার যখন তার নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তখন আশা করা যায় যে এর একটি অংশের পরিবর্তে বৈধ কারণ প্রদান করবে এবং পুরো সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করবে।তার জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং স্পষ্টতই আইন অনুসারে সরকার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং 21-3-1986 তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিএসই বিধি বিধি 644 (1) (খ) এর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা থেকে অব্যাহতি দেয়।এটি এবং হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও রাজ্য কর্তৃক মনের পরিবর্তন ঘটে যার ফলস্বরূপ 1989 সালের সেপ্টেম্বরের পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।আমাদের আগে রেকর্ড থেকে, 21-3-1986 তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করার সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোনও কারণ রেকর্ড করা হয়নি। "

. 4 36.. 4 পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে বিধি 644 (1) (খ) এবং 1989 সালের বিজ্ঞপ্তি দিল্লির এনসিটি-র ভাষাগত সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না।

37. চন্দনা ***দাস (মালাকার) বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা যে প্রশ্নটি উত্থাপিত***[31] হয়েছিল তা para নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ -

তবে, বিধি 33 অনুসারে, সংবিধানের 2 26 এবং 30 অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানের আবেদনের বিষয়ে, রাজ্য সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারে।রাজ্যের মতে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ***কখনও সংখ্যালঘু মর্যাদা দাবি করেনি এবং***[32] কখনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়নি।রিলায়েন্সকে স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার বিধি 8 (3) এর উপরও রাখা হয়েছিল, 19699 এর অধীনে প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সংবিধানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে সংবিধান, এটি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না এবং দাবি করতে পারে না যে এটি বিধি 33 এর শর্তাবলী অনুসারে বিশেষ বিধি অনুসারে একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান।

37. 1 বেঞ্চ গঠনকারী বিচারকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল।ঠাকুরের মতে, জে, তত্কালীন বিদ্বান প্রধান বিচারপতি হিসাবে, যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি পাঞ্জাবি ভাষী শিখ সম্প্রদায়, রাজ্যের একটি ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই বিধি 28 এর অধীনে নিয়োগের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার জন্য সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনও প্রয়োগ ছিল না।

---

[31] (2015) 12 SCC 140

[32] 32 Constituted in forms of 1997 Act – as dealt with in para 6 hereinabove

যাদের বিধি 33 এর অধীনে বিশেষ বিতরণ হতে পারে।তাঁর রায় চলাকালীন ঠাকুর, জে। পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ -

> "21. **আইনী** অবস্থানের জন্য এই বিষয়ে বহুগুণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয়।ভাষাগত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় তাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারী।প্রশাসনের এ জাতীয় অধিকারের মধ্যে তার পছন্দের শিক্ষক নিয়োগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে এই জাতীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য যোগ্যতার শর্ত নির্ধারণ করতে পারে এমন বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে না।প্রবিধানগুলি প্রশাসনের অধিকারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও নির্ধারণ করতে পারে যাতে দূষিত হওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত না হয়।যদিও তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধানে থাকা গ্যারান্টিতে অনুদান-সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কেবলমাত্র ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ জাতীয় অনুদানকে অস্বীকার করা যাবে না।সহায়তা অনুদানকে অবশ্য এমন শর্ত মেনে নেওয়া যায় না যা প্রতিষ্ঠানকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তাদের যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে একবার উত্তরদাতা 4 প্রতিষ্ঠানটি ভারতের সংবিধানের 2 26 এবং 30 অনুচ্ছেদের সুরক্ষার অধিকারী একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হয়, যারা তার পছন্দের শিক্ষক নিয়োগের অধিকার রাখে

> যারা এই জাতীয় নিয়োগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তাদের অধিকারে অন্তর্ভুক্ত।এই জাতীয় অধিকারগুলি তখন রাজ্য বা এর কর্মীরা জোর দিয়ে বলেন যে এই নিয়োগটি কেবল পরিচালকের অনুমোদনে বা সংখ্যালঘু মর্যাদা উপভোগ করে না এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করা উচিত। '
>
> (জোর দেওয়া)

37. 2 বনুমাঠি, জে, তবে দেখতে পেলেন যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কখনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করেনি এবং প্রকৃতপক্ষে বিধি 8 (3) এর শর্তে বিশেষ সংবিধান গ্রহণ করেছিল।সুতরাং, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

> "52. **চতুর্থ** উত্তরদাতা স্কুল বিশেষ সংবিধান গ্রহণ করেছে এবং এটি এটিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বেছে নেয়নি।যথাযথভাবে হাইকোর্টের অধিবেশন অনুসারে, যখন চতুর্থ উত্তরদাতা স্কুল বিশেষ সংবিধান গ্রহণ করেছে এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করেনি, তখন আপিলকারীরা যারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিছক কর্মচারী, তারা দাবি করতে পারবেন না যে প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান ছিল তার নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগ করুন।

37. 3 মতবিরোধের কারণে বিষয়টি এই আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চের সামনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা তার পর থেকে

25.09.2019 এ তার সিদ্ধান্ত দিয়েছে।এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিধি[33] 32 সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন আইন, 199 1996 এর ধারা 2 এর ধারা (গ) এ উল্লিখিত সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিগুলির কোনও কিছুই প্রযোজ্য হবে না, পরিবর্তে, সংজ্ঞায়িত অভিব্যক্তি 'সংখ্যালঘু' বলতে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ বা জোরাস্ট্রিয়ান (পার্সি) এর মতো ধর্মের ভিত্তিতে *একটি* সম্প্রদায়কে বোঝায়।প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে, সুতরাং, অনুচ্ছেদে 17 থেকে 20 অনুচ্ছেদে দেখা গেছে যে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল।প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হওয়ার মর্যাদা দাবি করতে পারার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা প্রয়োজনীয় ছিল কিনা তাও বিবেচনা করা হয়েছিল।দু 'জন বিচারকের মধ্যে মতবিরোধের কারণ হিসাবে উভয় ইস্যুই এইভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছিল এবং ঠাকুর, জে। এর সিদ্ধান্তকে উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

37. 4 এর আলোচনার সময়, এই আদালত আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5 মামলার সিদ্ধান্তও ***বিবেচনা করেছিল এবং পর্যবেক্ষণ***করেছেঃ -

> "৩০. পূর্বোক্ত রায়টি পড়লে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না যে উত্তরদাতা নং ৪ সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হলে স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (সহায়তাকারী ও বিনা সহায়তাকারী) এর পরিচালনা বিধিগুলির বিধি ২৮টি সম্ভবত

[33] Reported in 2019 SCC OnLine SC 1253 [Chandana Das (Malakar) vs. State of West Bengal and others]

> প্রয়োগ করতে পারে না কারণ সেখানে তার পছন্দের শিক্ষকদের সাথে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য উত্তরদাতা নং ৪ এর অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন হবে।"

<u>আলোচনা এবং উপসংহার</u>

38. উপরে বর্ণিত এই আদালতের সিদ্ধান্তের পটভূমিতে, আমাদের এখন বিবেচনা করতে হবে যে কমিশন আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকারের বিরুদ্ধে লঙ্ঘন করে বা বলেছে যে বিধানগুলি '<unk> শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করার হিসাবে টেকসই' <unk> হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে? একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের '<unk> অধিকারের সারমর্মকে আহত না করে প্রতিষ্ঠান।ডানদিক থেকেঃকেরালার শিক্ষা বিল 9 মামলাটি[34] যে বিষয়টি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ ***করেছে তা সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকারের*** বিষয়বস্তু এবং বিধিবিধানের প্রয়োগযোগ্যতার পরিমাণ এবং প্রস্থ এবং কী বলা যেতে পারে তা সম্পর্কিত।যদি প্রথম বিভাগের মামলাগুলি অর্থাৎ টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8 এর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় তবে নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়ঃ -

ক) পুনরায়কেরালার ***শিক্ষা বিল 9 কেস, ধারা***[11] (2) যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সরকারী ও সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের বাছাই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এটি একটি অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।দেখা

[34] Expression used by Krishna Iyer J. in the Gandhi Faiz-e-am College case[13]

গেছে যে এ জাতীয় বিধান সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং জাতির সেবা প্রদানে নিযুক্ত শিক্ষকদের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

খ) *সিদ্ধাজভাই সভাই 10-এর* ***সিদ্ধান্তটি অবশ্য*** *পর্যবেক্ষণ করেছে, "শিল্পের বিপরীতে। 19, আর্টের ধারা (1) এর অধীনে মৌলিক স্বাধীনতা। 30, শর্তাবলী নিখুঁত <unk> এটি প্রকৃতির কোনও যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে আর্টে বর্ণিত মৌলিক স্বাধীনতা সাপেক্ষে তৈরি করা হয়নি। 19 এর অধীন হতে পারে।" এটি'<unk> নির্দেশনা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার এবং এর মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে তৈরি করা প্রবিধান' <unk> যুক্ত করে নিঃসন্দেহে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'<unk> এটি পুনরায় সিদ্ধান্তটি পড়েঃকেরালার শিক্ষা বিল 9 মামলাটি 'অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলের জমা দেওয়া প্রস্তাবের* ***কোনও কর্তৃপক্ষ নয় যে সংখ্যালঘু*** *দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক নয় এমন সমস্ত নিয়মিত ব্যবস্থা, তবে শর্ত থাকে যে বিধিগুলি জাতীয় বা জনস্বার্থে রয়েছে', বৈধ। 'তবে এটি একটি পরীক্ষা দিয়েছে-' এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই একটি দ্বৈত পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে-যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাটি যে এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত চরিত্রের নিয়ন্ত্রক এবং* প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর করার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যালঘু *সম্প্রদায় বা এটি অবলম্বন করে এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষার বাহন'।*

গ) (i) আহমেদাবাদ ***সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ*** *5* মামলায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গুরুত্ব বিবেচনা করার সময় রায় সিজে তার

শীর্ষস্থানীয় রায়তে বলেছিলেন, "সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার রয়েছে।এই *অধিকারটি সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম রেন্ডার করার বাধ্যবাধকতা এবং কর্তব্যকে বোঝায়।প্রশাসনের অধিকারে, ভাল শিক্ষকদের নিয়োগ এবং তাদের পরিষেবার শর্তাদি নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার আকারে চেক এবং ব্যালেন্স প্রয়োজন। 'আরও বলা হয়েছিল যে' শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করবে এমন বিধিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' ভাল প্রশাসনে।*

(ii) খান্না, জে। এর মতে, *'<unk> সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রবিধানগুলি অগত্যা তৈরি করতে হবে।এগুলি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কার্যকর বাহন হিসাবে তৈরি করা যায়। "এবং" নির্দেশনা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নৈতিকতা, পাবলিক অর্ডার* এবং এর *মতো দক্ষতার সত্যিকারের স্বার্থে তৈরি বিধিগুলি নিঃসন্দেহে চাপানো যেতে পারে। "পর্যবেক্ষণের সময় একটি সতর্কতাও প্রকাশ করা হয়েছিল," সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি হতে পারে না সাধারণ* প্যাটার্ন অনুসরণ করতে অস্বীকার করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বা পরিচালনার *একচেটিয়া অধিকারের ছদ্মবেশে প্রত্যাশিত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডের নিচে পড়ার অনুমতি দিন।যদিও তাদের পরিচালনা তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারা অন্যের সাথে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হতে পারে।'*

খান্না, জে। তারপরে '<unk> ভারসাম্য' *<unk> দুটি উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের মান নিশ্চিত করা এবং*

সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণ করা।দুটি উদ্দেশ্য আলিঙ্গন এবং পুনর্মিলন করে এমন বিধিগুলি যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে'<unk> <unk>

(iii) ম্যাথিউ, জে। তবে বলেছিলেন, *'<unk> কোনও বিধিবিধান জনসাধারণের স্বার্থে রয়েছে কিনা এই প্রশ্নের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, যদি এটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য যানবাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বকে অগ্রসর না করে, তবে কেবলমাত্র অনুমোদিত বিধিগুলি হ' ল যা তাদের শিক্ষাগত মানের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের সুবিধার উদ্দেশ্যটির কার্যকারিতা সুরক্ষিত করে।এই কারণেই এই আদালত বারবার বলেছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং এর অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত না হলে সাধারণ জনস্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধিবিধান গণনা করা হয় কিনা এই প্রশ্নের কোনও ফল হয় না।"*

ডি) গান্ধী ***ফয়েজ-এ-ম কলেজ*** *13-এ,* কৃষ্ণ আইয়ার, জে। খুঁজে পেয়েছেন যে *'<unk> আমাদের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন কার্যত অক্ষত রয়েছে এবং পুনর্গঠন নয়, পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে' <unk>।অধিকারের মূলটি মোটেই ছাঁটাই হয় না এবং বিধিটি একবারে যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য গণনা করা হয়-সাংবিধানিক শর্তের একটি পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ।'<unk> তবে এই বিধিটি ম্যাথিউ দ্বারা অনুমোদিত বলে মনে হয় নি, জে।*

ঙ) ফ্র্যাঙ্ক ***অ্যান্টনি পাবলিক স্কুল*** *17* এর ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল, *'কোনও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নির্দেশের শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি শিক্ষকদের কর্মীদের*

শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করবে এবং পরিবর্তে এটি শিক্ষকদের গুণমান এবং সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করবে'।

39. আমরা এখন টিএমএ পাই ***ফাউন্ডেশন৪ মামলার***[দিকে] ফিরে যাই এবং এটি যে নীতিগুলি রেখেছিল এবং পূর্ববর্তী বিভাগে এই আদালতের সিদ্ধান্তে যে নীতিগুলি দেওয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল কিনা বা জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তন ছিল কিনা তা বিবেচনা করি।

ক) 50 অনুচ্ছেদে পাঁচটি ঘটনা '<unk> প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনার অধিকার' <unk> সমন্বিত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে তিনটি বলা হয়েছিলঃ -

(ক) শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকার <unk>

(খ) কর্মী নিয়োগের অধিকার-শিক্ষাদান এবং অ-শিক্ষাদান <unk> এবং

(গ) কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার।শীর্ষস্থানীয় রায়টিতে আলোচনাটি বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণটি ছিল "5। সহায়তাকারী বেসরকারী সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির পরিচালনার অধিকার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে?

খ) আদালতের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সিধজভাই সভা 10 মামলায় এই আদালতের রায় বিবেচনা করার সময় ***এটি পর্যবেক্ষণ***করা হয়েছিলঃ -

> *"যদি এটি হয় তবে জাতীয় স্বার্থে থাকা বিধিবিধান প্রণয়ন থেকে সরকারকে কীভাবে আটকানো যেতে পারে তা উপলব্ধি করা কঠিন, যেমনটি এখানে উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।জাতীয় স্বার্থে প্রণীত যে কোনও বিধিবিধান অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এই জাতীয় সীমাবদ্ধতা অবশ্যই 30 অনুচ্ছেদে পড়তে হবে।30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার জাতীয় স্বার্থকে ওভাররাইড করা বা সরকারকে সেই পক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না।এটি অবশ্যই সত্য যে সরকারী বিধিবিধানগুলি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রকে ধ্বংস করতে পারে না বা নিছক মায়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার তৈরি করতে পারে না <unk> তবে 30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার আইনের above ধ্বের এতটা নিরঙ্কুশ নয়।*
>
> '

গ) সুতরাং, সিদ্ধজভাই সভাই 10-এ যে নীতিটি ***দেওয়া হয়েছিল***যে 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়, জনসাধারণ বা জাতির স্বার্থে কল্পনা করা তথাকথিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা দ্বারা এই অধিকারকে হ্রাস করা যাবে না। টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8 এ সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়নি।জোর দেওয়া স্পষ্ট ছিল যে জাতীয় স্বার্থে প্রণীত ***যে কোনও***

বিধিবিধান অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিষয়টি সন্দেহের বাইরে রেখে দিতে হবে।তবে একটি সতর্কতা প্রবেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে সরকারী বিধিগুলি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রকে ধ্বংস করতে পারে না।

ডি) শীর্ষস্থানীয় রায় তখন পর্যবেক্ষণ করেছে যে সঠিক পদ্ধতিটি হবে- আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5 মামলায় খান্না, জে দ্বারা কী বলা হয়েছিলঃ -

> *"প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের মান নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণের দুটি লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।দুটি উদ্দেশ্য গ্রহণ এবং পুনর্মিলন করা বিধিগুলি যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।এটি, আমাদের দৃষ্টিতে, সমস্যার সঠিক পন্থা।'*

ঙ) সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় তখন বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করে বলেছেঃ -

> *"এটা বোঝা মুশকিল যে সংবিধানের কাঠামোকারীরা ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এমন নিখুঁত অধিকার দিতেন, যা তাদের অন্যান্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার জন্য এমনভাবে*

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সক্ষম করবে। সংবিধান.....

137..... অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে অধিকারটি আইনের অন্যান্য বিধানের নিখুঁত বা উপরের হিসাবে ধরা হয়নি এবং আমরা একই পুনরাবৃত্তি করি।একই উপমা অনুসারে, যথাযথ একাডেমিক পরিবেশ সরবরাহের জন্য সাধারণত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কল্যাণ সম্পর্কিত বিধি বা শর্তাদি প্রযোজ্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ এই বিধানগুলি কোনওভাবেই অধিকারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীনে প্রশাসন বা পরিচালনা।"

এটি আরও নীচে রাখা হয়েছিলঃ -

"অন্য কথায়, অনুচ্ছেদ 30 (1) এর সারমর্মটি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমান আচরণ নিশ্চিত করা।"..... বিধি ও বিধি সহ জমির আইনগুলি অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।'

40. এই আদালতের এগারো ***বিচারক দ্বারা উপস্থাপিত*** টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এর সিদ্ধান্তটি এইভাবে বিষয়টি সন্দেহের বাইরে রেখে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে অনুচ্ছেদ 30 (1) এর অধীন অধিকার নিরঙ্কুশ বা আইনের উপরে নয় এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ সম্পর্কিত শর্তাদি যথাযথ একাডেমিক পরিবেশ সরবরাহের জন্য এবং শিক্ষকদের অবশ্যই আবেদন করতে হবে, যতক্ষণ না শর্তগুলি প্রশাসন বা পরিচালনার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে।সঠিক পদ্ধতির হিসাবে যা গ্রহণ করা হয়েছিল তা হ 'ল আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5 মামলায় খান্না, জে দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষা ছিল যে দুটি লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত-একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের ***মান নিশ্চিত করা এবং*** অন্যটি অধিকার সংরক্ষণ করা সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে।30 (1) অনুচ্ছেদের সারমর্মটিও বলা হয়েছিল-'সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমান আচরণ নিশ্চিত করার জন্য' এবং এই বিধি ও বিধিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

41. টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8 মামলার পরে এই ***আদালতের সিদ্ধান্তগুলি এখন*** বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক) ব্রাহ্ম ***সমাজ শিক্ষা সমিতি 24-এ,*** কলেজ পরিষেবা কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ফলে রাজ্য জুড়ে সকলের জন্য সমান শিক্ষার মান বজায় থাকবে এমন যুক্তি মেনে নেওয়া হয়নি এবং দেখা গেছে যে যোগ্যতা পরীক্ষার উপর জোর দিয়ে সমান মান বজায় রাখা হবে বা পরীক্ষা।এই

আদালত অবশ্য প্রশ্নে থাকা বিধিগুলি বৈধ কিনা তা বিবেচনা করেনি এবং টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন ৪-এ বর্ণিত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিধি-বিধান আনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তখন থেকে একটি পর্যালোচনা আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি এখন ***একটি সংবিধান বেঞ্চের*** কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। [35]

খ) পিএ ইনামদারের 25-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তটি ***সহায়তা প্রাপ্ত*** সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকারের সাথে সরাসরি উদ্বিগ্ন ছিল না।তবে এটি বিনা সহায়তা প্রাপ্ত পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংখ্যালঘু বিনা সহায়তা প্রাপ্ত পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তিও যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে।এইভাবে এটি সংখ্যালঘু পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অযোগ্য অধিকারের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভর্তির অধিকার গ্রহণ করে নি।সেক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তিগুলি জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় কল্যাণকে শক্তিশালী করার জন্য পাওয়া গেছে।

(গ) ***মালানকারা সিরিয়ান ক্যাথলিক কলেজ*** একটি বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ নির্বাচন ও নিয়োগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।19 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে 30 অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের দেওয়া অধিকারটি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সমতা নিশ্চিত করার

[35] As observed in para 41 of Chandana Das – (2019) SCC Online SC 1253

জন্য এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তুলনায় আরও সুবিধাজনক অবস্থানে রাখার উদ্দেশ্যে নয় এবং এর বিপরীতে কোনও বৈষম্য ছিল না সংখ্যালঘুদের পক্ষে এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত জমির সাধারণ আইনগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী দক্ষতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান এবং শৃঙ্খলার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের দর্শন ও বিষয়গুলি বজায় রাখার জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন।সেই ভিত্তিতে, একজন অধ্যক্ষ নির্বাচনের অধিকারকে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকারের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।এটি এন আম্মাদ 23 মামলার সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছিল যা ফলস্বরূপ কেরালার হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিল।সুতরাং, এটি বলা হয়েছিল যে প্রধান শিক্ষক বাছাই করার ক্ষমতা সর্বদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে স্বীকৃত ছিল।

(ডি) ***সিন্ধি এডুকেশন সোসাইটি***[7] সংরক্ষণের নীতি ও নীতি মেনে কোনও সহায়তাকারী সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পদ পূরণের নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।সংশ্লিষ্ট বিধিগুলি কর্তৃপক্ষকে এ জাতীয় নির্দেশনা জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে।তবে, 21.03.1986 এ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যাতে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে উক্ত বিধি মেনে চলতে ছাড় দেওয়া হয়।1989 সালের সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরবর্তী জেদ, যা প্রস্থানের কোনও

কারণ প্রকাশ করেনি তা প্রয়োগযোগ্য বলে ধরা হয়নি।মামলার আলোচনাটি নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের বাছাই করার অধিকার রয়েছে এবং সেখানে কোনও বিধিবিধান থাকতে পারে এবং সেই অধিকার কোনওভাবেই বিধি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিনা।যাইহোক, একটি ভাষাগত সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই সেরা শিক্ষক বাছাই করার অধিকার থাকতে হবে যারা কেবল নির্ধারিত মানদণ্ড, যোগ্যতা এবং যোগ্যতাই পূরণ করে না তবে আরও ভাল সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে।যেহেতু, বিধি 644 (1) (খ) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার শর্তে মনোনীত প্রার্থীরা এবং 1989 সালের সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে জারি করা নির্দেশাবলী এ জাতীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে না এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবে না, তাই আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(ঙ) চন্দনা ***দাস 31-এ*** মূল বিষয়টি ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কিনা।এই ইস্যুতে, এই আদালতের দুই বিচারকের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল এবং বিষয়টি তিন বিচারকের একটি বেঞ্চের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যা ঠাকুর, জে এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল এবং বলেছিল যে প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 33।সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী শূন্যপদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশনের সুপারিশগুলি বৈধভাবে জারি করা যেতে পারে কিনা এই প্রসঙ্গে বিষয়টি উত্থাপিত

হয়েছিল।এটি বলা যেতে পারে যে 199 1997 আইনের 15 ধারা অনুসারে, এই আইনের কোনও কিছুই 'ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশনের সুপারিশ হিসাবে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে কখনও আবেদন করতে পারে না।একবার ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলে, জে। গ্রহণ করা হয়েছিল এবং *বলা হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান, ধারা 15 অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল কমিশন কোনও* নির্দেশ জারি করতে সক্ষম হতে পারে না।

45. সুতরাং, টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এ এই আদালতের এগারো বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, ***যতক্ষণ না এতে***বর্ণিত নীতিগুলি সন্তুষ্ট থাকে (যতক্ষণ না উপরে 40 অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে), যদি কোনও বিধিবিধি মান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে তবে তা অনুমোদিত সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণের সময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব।

টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এর শীর্ষস্থানীয় রায়ের 50 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত '<unk> একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' <unk> প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার নিয়ে গঠিত পাঁচটি ঘটনার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভর্তির অধিকারকে ***নিরঙ্কুশ এবং অযোগ্য*** অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি।পিএ ইনামদারের 25-এর সিদ্ধান্তটি দেখায় যে পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিক নির্বাচন জাতির স্বার্থে ***এবং জাতীয়***কল্যাণ সংরক্ষণ ও জোরদার করার জন্য নেওয়া হয়েছে।মেধাবী

শিক্ষার্থীদের নির্বাচন জাতীয় স্বার্থে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারের নামে, পেশাদার এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বা যোগ্যতা ভিত্তিক নির্বাচনকে উপেক্ষা করতে পারে না।কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারকেও অযোগ্য অধিকার হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি।টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8 নিজেই উল্লেখ করেছে যে এমনকি একটি বিনা সহায়তাকারী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অভিযোগগুলি বিবেচনা করার জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং উপযুক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ট্রাইব্যুনালদের সভাপতিত্ব করা যেতে পারে।সেই পরিমাণে, আহমেদাবাদ সেন্ট ***জেভিয়ার্স কলেজ*** *5* মামলায় প্রণীত আইন থেকে একটি নির্দিষ্ট প্রস্থান ছিল যা গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 1949 এর ধারা 51-এ এবং 52-এ বাতিল করেছিল।

46. যখন শিক্ষক নিয়োগের অধিকারের কথা আসে, টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এ প্রণীত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থে প্রণীত ***একটি প্রবিধান অবশ্যই*** [30] অনুচ্ছেদের সারমর্ম হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন তা অবশ্যই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে (1) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমান আচরণ নিশ্চিত করা।সংখ্যালঘু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যদি প্রতিকূল আচরণ করা হয় তবে অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে।তবে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার পিছনে অন্তর্নিহিত নীতি এবং শিক্ষকদের নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য এতটা ডিজাইন করা হয়, তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় দাঁড়াতে পারে।

47. টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8 ***এ গৃহীত পরীক্ষা,*** এবং দুটি উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ভারসাম্য দুটি বিভাগের প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে ভালভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে <unk> একটি শিক্ষা প্রদান যা সরাসরি heritageতিহ্য, সংস্কৃতি, লিপি এবং ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত <unk> দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিষ্ঠানগুলি হ 'ল যা সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা হিসাবে পরিচিত।প্রাক্তন বিভাগের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যে সকল শিক্ষক ধর্মীয় আদর্শ বা সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী তারা একা এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিযুক্ত করতে সক্ষম হবেন, সংখ্যালঘুরা কী সংরক্ষণ করতে চান?, প্রচার এবং প্রচার।তবে, পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি যদি নিখুঁতভাবে চরিত্রগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তবে বলতে গেলে, পাটিগণিত, বীজগণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা ভূগোলের মতো বিষয়গুলি অবশ্যই সর্বোত্তম সম্ভাব্য শিক্ষকদের শিক্ষাদান করা উচিত।প্রথম বিভাগে, সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সর্বাধিক অক্ষাংশ দেওয়া যেতে পারে কারণ তারা সাধারণত heritageতিহ্য, সংস্কৃতি, লিপি বা এই জাতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং সংরক্ষণে তাদের কী সহায়তা করবে তার সেরা বিচারক হিসাবে বিবেচিত হবে সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদের।যাইহোক, যখন এটি দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিষ্ঠানের কথা

আসে, তখন পরিচালনার মানদণ্ডটি অবশ্যই দেখতে *হবে* যে প্রতিষ্ঠানটি যেখানে সর্বোত্তম অর্জন করে এবং সর্বোত্তম সম্ভাব্য শিক্ষা দেয় সেখানে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ স্থাপন করা হয়।

48. আহমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 5 মামলার শীর্ষস্থানীয় রায় ***অনুসারে, যে বিধিগুলি শিক্ষার্থীদের*** স্বার্থ পরিবেশন করবে তেমনি শিক্ষকদের স্বার্থ পরিবেশন করবে এমন বিধিগুলিও সুশাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ <unk> প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য রক্ষার জন্য শিক্ষকদের দক্ষতার স্বার্থে এই বিধিগুলি প্রয়োজনীয় <unk> এবং শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষকরা সর্বোচ্চ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করবেন।ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুল 17 মামলায় যেমন গৃহীত হয়েছে, কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি শিক্ষকদের কর্মীদের শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করবে এবং পরিবর্তে শিক্ষকদের মানের উপর নির্ভর করবে।

49. সুতরাং, যদি উদ্দেশ্যটি শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়, তবে যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সংবিধানের 30 অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার প্রয়োগের নামে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সাথে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয় তবে কি আরও ভাল যোগ্য শিক্ষক রয়েছে? উপরে বর্ণিত হিসাবে প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বিভাগে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপলব্ধ।উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা বিবেচনা করে কোনও শিক্ষক নিয়োগের জন্য যোগ্যতার শতাংশ

সূচক 50 হওয়া প্রয়োজন, এবং যদি এই বেসিক সূচকের চেয়ে অনেক বেশি এবং উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী শিক্ষকরা পাওয়া যায়, যারা যোগ্য তাদের উপেক্ষা করে নিম্ন সূচক সহ শিক্ষক নির্বাচন করা কি কোনও সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথাযথ অনুশীলন হবে?এটি কি শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা রক্ষা করবে?কেউ বুঝতে পারে যে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অধীনে অন্যথায় কম যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মনোনীত করা হচ্ছে এবং সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও ভাল যোগ্য প্রার্থীদের অগ্রাধিকার হিসাবে এ জাতীয় কম মেধাবী প্রার্থীদের গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে কিনা।এই জাতীয় ক্ষেত্রে, সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করার এবং আরও ভাল শিক্ষক বাছাইয়ের অধিকার দাবি করার অধিকারের মধ্যে থাকতে পারে।তবে যে প্রার্থীরা নিখুঁতভাবে চরিত্রগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, এমন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচিত ও মনোনীত প্রার্থীরা যদি আরও যোগ্য হন তবে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কি কেবল পছন্দের অধিকার প্রয়োগের নামে এই জাতীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করার অধিকারের মধ্যে থাকবে?এতটা ব্যবহার করা পছন্দটি শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধানে হবে না।এই জাতীয় পছন্দ কি তখন গ্রহণ করা যেতে পারে?

যদি অধিকারটি নিরঙ্কুশ এবং অযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে অবশ্যই এই জাতীয় পছন্দটি অবশ্যই স্বীকৃত এবং স্বীকৃত হতে হবে।তবে, যদি অধিকারটি নিখুঁত এবং অযোগ্য হিসাবে স্বীকৃত না হয় এবং জাতীয় স্বার্থ সর্বদা প্রসারিত এবং প্রয়োগ করতে হয় তবে শ্রেষ্ঠত্ব এবং যোগ্যতা

অবশ্যই পরিচালনার মানদণ্ড হতে হবে।যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে যে কোনও প্রস্থান এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যা বিবেচনা করা হয়েছে তা অর্জনের জন্য একটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কার্যকর বাহন হিসাবে গড়ে তুলবে না।তদুপরি, যদি যোগ্যতা একমাত্র এবং পরিচালনার মানদণ্ড না হয় তবে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সাথে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে সংখ্যালঘু সংস্থাগুলির চেয়ে পিছিয়ে থাকতে পারে।

উপরে বর্ণিত উদাহরণে ফিরে যাওয়া, 50 এর সূচকের বিপরীতে অর্থাৎ ন্যূনতম যোগ্যতা সূচক, যদি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অধীনে মনোনীত প্রার্থী 85 এর সূচকে থাকে তবে কোনও সূচকে 55 প্রার্থীর সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্বাচন অবশ্যই হতে পারে ন্যূনতম যোগ্যতা চিহ্নের উপরে, তবে 85 এর সূচকে যে ব্যক্তি অন্যথায় উপলব্ধ তার চেয়ে বেশি, 55 এর সূচক স্তরে একজন ব্যক্তির নিয়োগ কখনই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গতি দেয় না।উপরোক্ত উদাহরণে 85 এর সূচক স্তরের একজন মেধাবী প্রার্থী, যদি প্রয়োজনীয় পোস্টিং দেওয়া হয় তবে তা কেবল যোগ্যতার নীতিকে ধরে রাখতে সহায়তা করবে না তবে ফলস্বরূপ গুণগত অগ্রগতি এবং অর্জনের বোধের পরিবেশ তৈরি করবে যা সামাজিক লক্ষ্য এবং আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই জাতীয় পোস্টিং তাই সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থে থাকবে।

50. পুনরাবৃত্তির ব্যয়ে, এটি স্পষ্ট করে বলা দরকার যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের যদি কোনও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অধীনে মনোনীত প্রার্থীর চেয়ে আরও ভাল

প্রার্থী পাওয়া যায়, তবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই তার অধিকারের মধ্যে থাকবে তবে যদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনীত ব্যক্তি অন্যথায় আরও যোগ্য এবং উপযুক্ত, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ জাতীয় মনোনয়নের যে কোনও প্রত্যাখ্যান কখনই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করবে না এবং যেমন, এই জাতীয় প্রত্যাখ্যান সংবিধানের 30 (1) অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষিত অধিকারের সত্যিকারের সুযোগের মধ্যে থাকবে না।

51. এই মৌলিক নীতিগুলি মাথায় রেখে আমরা এখন সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি বিবেচনা করতে পারি যার অধীনে কমিশন আইনের অধীনে শিক্ষকদের মনোনীত করা যেতে পারে এবং দেখতে পারি যে সংশ্লিষ্ট বিধিগুলি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করে বা এই বিধানগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকার লঙঘনকারী কিনা।

52. কমিশন আইনের 4 ধারা অনুসারে কমিশনকে একজন চেয়ারম্যান এবং চার সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।কমিশনের চেয়ারম্যানকে ইসলামী সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হতে হবে এবং কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কম সময়ের জন্য শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে বারো বছর.এটা সত্য যে ধারা 4 (ii) এর পরবর্তী অংশটি রাজ্য সরকারের এমন একজন কর্মকর্তার কথা বলে যা যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়, যিনি কমিশনের চেয়ারম্যানও নিযুক্ত হতে পারেন।তবে আমাদের দৃষ্টিতে চেয়ারম্যানকে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তার প্রকৃতি বিবেচনা করে এমনকি রাজ্য

সরকারের একজন কর্মকর্তাকেও ইসলামী সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে।চেয়ারম্যান ছাড়াও চারজন সদস্য রয়েছেন যারা কমিশন আইনের ধারা 4 (iii) এর শর্তে নিয়োগ পেতে পারেন। এই চার সদস্যের মধ্যে একজনকে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হতে হবে, অন্য দুই সদস্যের অবশ্যই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দশ বছরেরও কম সময়ের জন্য শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বছর।চতুর্থ সদস্য অ-শিক্ষাবিদ হতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই জনজীবনে বা আইনী বা প্রশাসনিক চাকরিতে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।কমিশনের প্রধান রচনাটি এইভাবে শিক্ষাবিদদের এবং তাদের মধ্যে দু 'জনকে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বের গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে।কমিশন আইনের বিধানগুলি এইভাবে রাজ্যের মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।2010 এর বিধি 8 এর বিধি মেধা ভিত্তিক নির্বাচনের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে এবং সংবিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র সেই শিক্ষকদেরই বাছাই করা হবে যারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।রাজ্য আইনসভা এই বিষয়টি দেখার জন্য যত্ন নিয়েছে যে কমিশনের গঠন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত শিক্ষকদের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবে, যা অবজেক্টস ও কারণগুলির বিবৃতিতেও জোর দেওয়া হয়েছে।

53. এটা সত্য যে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষকদের সুপারিশ বা মনোনয়নগুলি অন্যথায় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটিগুলির জন্য বাধ্যতামূলক, তবে কমিশন আইনের ধারা 10 এর দ্বিতীয় বিধানের শর্তে, যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে তা উন্মুক্ত এ জাতীয় ত্রুটি অপসারণের জন্য কমিশনের নজরে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির কাছে।বিবেচিত হিসাবে 'ত্রুটি' ধারণার মধ্যে অবশ্যই এমন মামলাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কমিশন কর্তৃক মনোনীত শিক্ষকের চেয়ে আরও ভাল যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে।যদি এ জাতীয় কোনও ত্রুটি চিহ্নিত করা হয় তবে কমিশনকে অবশ্যই ত্রুটিটি সংশোধন ও অপসারণ করতে হবে।পরবর্তী সুরক্ষা কমিশন আইনের 12 ধারা দ্বারা বহন করা হয়েছে, যার অধীনে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কমিশনের সুপারিশকৃত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র প্রদান করতে অস্বীকার করার অধিকারের মধ্যে থাকতে পারে যদি অন্যথায় আরও ভাল যোগ্য প্রার্থী অন্যথায় ম্যানেজিং কমিটির কাছে উপলব্ধ থাকে তবে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা।এই ধরনের অস্বীকৃতি আইনের ধারা 12 (i) এ বিবেচিত '<unk> কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি' <unk> অভিব্যক্তির মধ্যেও আসতে পারে।

আইনসভা এইভাবে যথাযথ যত্ন নিয়েছে যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সর্বদা যত্ন নেওয়া হবে তা নিশ্চিত করে i) সাধারণ পরিস্থিতিতে, কমিশন কর্তৃক সেরা যোগ্য এবং উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত হবে <unk>ii) এবং কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি থাকলে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি কেবল সেই ত্রুটিটিই চিহ্নিত করতে পারেনি যা কমিশন কর্তৃক

সংশোধন করা হবে তবে ম্যানেজিং কমিটিও ধারা 12 এর শর্তে তার অধিকারের মধ্যে থাকতে পারে (i) যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করা।

৫৪. রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থা এইভাবে নিশ্চিত করে যে ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিশন রাজ্য জুড়ে প্রতিভা প্রদর্শন করবে <unk> একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং নিখুঁতভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে সেরা উপলব্ধ প্রতিভা নির্বাচন করবে <unk> এবং মনোনয়নের সময়ও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের যথাযথ ওজন দেওয়া হবে এবং যত্ন নেওয়া হবে।বিধিবদ্ধ বিধানগুলি এইভাবে শিক্ষায় 'শ্রেষ্ঠত্ব' অর্জনের চেষ্টা করে এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে উন্নীত করার চেষ্টা করে।টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তে প্রাপ্ত বিধানগুলি পরীক্ষাটি সন্তুষ্ট করে।

55. টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এর সিদ্ধান্তে বর্ণিত নীতিগুলি অনুসরণ করে আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি ***সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকার***লঙ্ঘন করছে বলে বলা যায় না।কমিশন আইনের বিধানের অধীনে গঠিত কমিশন কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন ও তাদের মনোনয়নের ফলে জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থও সন্তুষ্ট হবে এবং বলেছে যে বিধানগুলি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকার লঙ্ঘনকারী নয়।

56. টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এ এই আদালত যে নীতিমালা রেখেছিল তা মেনে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পৌঁছেছে।আমরা সচেতন যে ব্রহ্ম

সমাজ শিক্ষা ***সমিতি*** *24,* ***সিন্ধি***শিক্ষা সমিতি 7 এবং চন্দনা দাস (মালাকার) *33,* ***টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন*** 8 এর ***পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,*** এই আদালতও ***এই প্রশ্নটি মোকাবেলা***করেছিল যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ***সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের***জন্য শিক্ষকদের বৈধভাবে মনোনীত করতে পারে কিনা?।ব্রহ্ম সমাজ শিক্ষা সমিতি 24 বিধিগুলি বৈধ কিনা তা নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করেনি এবং টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এর নীতিমালা ***অনুসারে নিয়মকানুনগুলি আনার জন্য*** কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিয়েছিল।সিন্ধি এডুকেশন সোসাইটি 7 সংরক্ষণের প্রসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে।এটিতে আরও দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষকরা ভাষাগত সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।চন্দনা দাস ***(মালাকার) 33-এ মূল***বিষয়টি ছিল ***সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু***প্রতিষ্ঠান কিনা।সিন্ধি এডুকেশন সোসাইটি and এবং চন্দনা দাস (মালাকার) 33 সংবিধিবদ্ধ সরকারগুলির সাথে মোকাবিলা করেছেন যার শিক্ষকদের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বিষয় নেই যা সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করার প্রয়োজন হতে পারে।যাইহোক, ***বর্তমান বিষয়ে অতিরিক্ত***বৈশিষ্ট্যটি দেখায় যে ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর বিশেষ জোর ***দিয়ে কমিশনের গঠনটি***নিশ্চিত করবে ***যে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের***বিশেষ চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা সর্বদা যত্ন নেওয়া হবে এবং এইভাবে বর্তমান কেস একটি পৃথক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে।সুতরাং, টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন 8-এ প্রাপ্ত

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই এবং আমরা মনে করি যে কমিশন আইনের বিধানগুলি কোনও গণনায় সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকার লঙঘনকারী নয়।

57. প্রাঙ্গণে, এই আপিলের অনুমতি দেওয়ার সময়, আমরা একক বিচারক এবং হাইকোর্টের বিভাগ বেঞ্চের নেওয়া মতামতকে আলাদা করে রেখেছি এবং 2013 সালের রাইট পিটিশন নং 20650 (ডাব্লু) এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়গুলি খারিজ করি।আমরা কমিশন আইনের 8,10,11 এবং 12 ধারাও বৈধ ও সাংবিধানিক বলে ধরে রেখেছি।

58. শেষ পর্যন্ত, আমরা কমিশন আইনের বিধান অনুসরণ করে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত মনোনয়নকে বৈধ ও কার্যকর বলে ঘোষণা করি।তবে, উচ্চ আদালত কর্তৃক বিষয়গুলি নিষ্পত্তির পরে যদি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার দ্বারা কোনও নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে শিক্ষকদের এ জাতীয় নিয়োগ সকল উদ্দেশ্যে বৈধ বলে গণ্য হবে।তবে কমিশন এরপরে কমিশন আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক নির্বাচন ও মনোনীত করতে সক্ষম হবে।

59. পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে এই আপিলগুলি অনুমোদিত।উপরোক্ত হিসাবে ঘোষণার শর্তে নিষ্পত্তি হওয়া রিট পিটিশন এবং অবমাননার আবেদনের ক্ষেত্রে কোনও পৃথক আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই।ব্যয় হিসাবে কোন আদেশ নেই।

..... জে।

[অরুণ মিশ্র]

..... জে।

[উদয় উমেশ ললিত]

নতুন দিল্লি

জানুয়ারী 6,2020.

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.